উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 22 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 152 COB

Mankind
Serving Life
কবজ্ এন্ড
কোষ্ঠ কাঠিন্যের দ্য এন্ড
• 100% আয়ুর্বেদিক
• 12টি অনন্য ভেষজ
• দানাদার ফর্ম
• কোন অভ্যাস তৈরী হয় না
• কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি
20% EXTRA
NEW
Mankind's
KABZ END®
NATURAL LAXATIVE GRANULES
EFFECTIVE RELIEF FROM CONSTIPATION
Visit www.kabzend.com or call 1800 103 4400 (Toll Free)
SMK/BENGALI/P/06-24

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৫ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 22 October 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 152 COB

রাজ্য সফর বাতিল শা'র, হতাশ বিজেপি

সাতের পাতায়

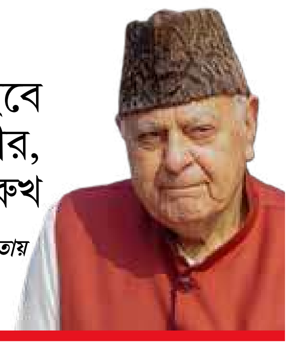

পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর, বলছেন ফারুখ

সাতের পাতায়

অনশন-ধর্মঘটে ইতি

মানবাধিকার কমিশনের দাবিতে ২১ দিন অনশন করেছিলাম। সিঙ্গুর নিয়ে ২৬ দিন অনশন করেছিলাম। সরকার থেকে কেউ আসেনি। আমি তোমাদের অনশনের খোঁজ রেখেছি। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে পাঠিয়েছিলাম। -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নিয়ে আপত্তি অনেক, অপছন্দও অনেক কিছু। তবুও ১৭ দিনের মাথায় অনশন তুলে নিলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। মঙ্গলবার থেকে যে সর্বাত্মক চিকিৎসক ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, সেটাও স্থগিত হয়ে গেল। নির্ধারিত ৪৫ মিনিটের বদলে নবান্নে সোমবার ২ ঘণ্টা ১০ মিনিট বৈঠকের পর অনশন মঞ্চে ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যে ওই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন জুনিয়ার ডাক্তাররা।

তাঁদের প্রতিনিধি দেবাশিস হালদার জানান, 'লড়াইকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করে আমরা অনশন তুলে নিচ্ছি।' যদিও তাঁর বক্তব্য, 'বৈঠকে প্রশাসনের শরীরী ভাষা পছন্দ হয়নি। পরীক্ষার খাতা দেখা হবে বলে থ্রেট দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধমক দিয়ে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসচিবকে নিয়ে আমাদের কথা শোনাই হয়নি।'

তাহলে অনশন ও ধর্মঘট প্রত্যাহারের কারণ কী? অনশনকারীরা জানান, নিহত চিকিৎসকের বাবা-মা ও নাগরিক সমাজের অনুরোধে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। নিহত চিকিৎসকের বাবা বলেন, 'এঁদের জন্য একদিন না একদিন আমার মেয়ের জন্য ন্যায়বিচার ছিনিয়ে আনবই।' জুনিয়ার ডাক্তারদের প্রতিনিধি দেবাশিস বলেন, 'সরকারের কথা যে সদর্থক লেগেছে, তা নয়। কিন্তু ওঁরা এক সন্তানকে হারিয়েছেন। অনশনরতদের যেন কিছু না হয়, সেটা চাইছেন।'

নবান্নের বৈঠকে মূলত হাসপাতালের নিরাপত্তা, চিকিৎসা পরিকাঠামো ও মেডিকেল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়েই আলোচনা হয় সরকার ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে। অভয়া'র কথা উচ্চারিত হলেও তাঁর খুন-ধর্ষণের ন্যায়বিচার নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য হয়নি। যদিও মমতাকে বলতে শোনা যায়, 'মানবাধিকার কমিশনের দাবিতে ২১ দিন অনশন করেছিলাম। সিঙ্গুর নিয়ে ২৬ দিন অনশন করেছিলাম। সরকার থেকে কেউ আসেনি। আমি তোমাদের অনশনের খোঁজ রেখেছি। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবকে পাঠিয়েছিলাম।'

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল নরমে-গরমে। মুখ্যসচিব আগাগোড়া ছিলেন নরম মুডে। তা সত্ত্বেও কিছু বিষয়ে ঐকমত্য হয়নি। কিছু বিষয় আটকে গিয়েছে আইনি জটে। স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবি কার্যত শুনতে চাননি মমতা। স্বাস্থ্যসচিবকে 'অভিযুক্ত' তকমা দিতে তিনি রাজি না হলেও জুনিয়ার ডাক্তাররা আবার তাঁর মুখের ওপর বলে দেন, অভিযোগ থাকলে তাঁকে অভিযুক্ত বলাই যায় আইনি ও ব্যাকরণগত দিক থেকে।

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে আন্দোলনকারী জুনিয়ার ডাক্তাররা। সোমবার।

ঘটনাটি এখন সিবিআইয়ের তদন্তের আওতায় এবং মামলার বিচার চলছে সুপ্রিম কোর্টে। অন্য একটি কর্মসূচি রয়েছে বলে বৈঠক শেষ করার কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী বলে যান, 'ইগো নিয়ে থেকে গেলে কিন্তু সলিউশন আসবে না। আলোচনার যেমন একটা শুরু আছে, তেমনই শেষ আছে।'

এরপর তিনি অনশন তুলে নেওয়ার অনুরোধ করলে একজন তরুণী জুনিয়ার ডাক্তার বলেন, 'ম্যাডাম, আপনার থেকে তো আমাদের আন্দোলন শেখা।' জবাবে

বৈঠক থেকে বেরিয়ে জুনিয়ার ডাক্তাররা অনশন মঞ্চে ফিরে যান। সেখানেই অনশন ও ধর্মঘট প্রত্যাহারের ঘোষণা করেন। যে দাবিগুলি রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছে, সেটা নির্দেশিকা আকারে মঙ্গলবার বিকাল ৩টের মধ্যে প্রকাশের আশ্বাস দেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এর আগে বেশ কয়েকবার বৈঠকের লাইভ স্ট্রিমিংয়ের দাবি মানেনি রাজ্য সরকার। সোমবার কিন্তু জুনিয়ার ডাক্তাররা না চাইলেও লাইভ স্ট্রিমিং হয়েছে।

এছাড়া আরজি কর মেডিকেলে থ্রেট কালচারের অভিযোগে ৪৭ জন ছাত্রের সাসপেনশনের প্রসঙ্গ তুলে মমতা প্রশ্ন করেন, 'এটা কি থ্রেট কালচার নয়?' উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়েও চাপ দিয়ে দুজনকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করার প্রসঙ্গ তোলেন তিনি। বৈঠকে ১০ জনকে যেতে বলা হলেও ১৭ জন জুনিয়ার ডাক্তার গিয়েছিলেন নবান্নে। সবাইকে বৈঠকে ঢুকতে দেওয়া হয়। খোদ মুখ্যসচিব বেরিয়ে এসে তাঁদের ভিতরে ঢোকার অনুরোধ করেন। ঠিক ৪.৫৭ মিনিটে নবান্নের সভাঘরে পৌঁছোন ওই ১৭ জন।

বৈঠকে আন্দোলনকারীদেরই প্রথমে বলার সুযোগ দেন তিনি। কিঞ্জল নন্দ, দেবাশিস হালদার, আসমাকুল্লা নাইয়া প্রমুখ অনেক শান্ত থাকলেও মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় অনিকেত মাহাতোর। আরজি করে ৪৭ জনের সাসপেনশন নিয়ে মমতা প্রশ্ন তুলতেই অনিকেত উত্তেজিত স্বরে বলেন, 'ম্যাডাম, যাঁদের সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল।'

মুখ্যমন্ত্রীও গলা চড়িয়ে বলেন, 'প্লিজ, আপনারা সবকিছুর দায়িত্ব নিজেরা নেবেন না। সরকার বলে একটা পদার্থ আছে। আপনি মানুন আর না মানুন।

এরপর আটের পাতায়

মতানৈক্য যেখানে

- আরজি করের ৪৭ জনের সাসপেনশনে মুখ্যমন্ত্রীর আপত্তি
- আন্দোলনকারীদের ভাষায়, ওরা নটোরিয়াস ক্রিমিন্যাল
- স্বাস্থ্যসচিবের অপসারণের দাবিতে সরকারের সায় নয়
- টাস্ক ফোর্সের সদস্য সংখ্যা নিয়ে দু'পক্ষের মতভেদ

কথায় কথায়

টাক দিয়ে যায় চেনা, জানে তৃণমূল

আশিস ঘোষ

টাকমাথা লোকেরা বেশি জ্ঞানী-বুদ্ধিজীবী হয়ে থাকেন। সেজন্য তাঁদের ডেকে এনে সংবর্ধনা দিয়েছেন তৃণমূলের দাপুটে এক বিধায়ক।

খবরটা পড়ে গোড়ায় মনে হয়েছিল বোধহয় ভুল পড়েছি। হয়তো আ-কার বাদ পড়েছে। এ সংসারে টাকাওয়ালাদেরই লোকে সংবর্ধনা দিয়ে থাকে। তা নয়। পড়েছি ঠিকই। ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক সওকত মোল্লা ১০০ জন টাকমাথা পুরুষকে 'বুদ্ধিজীবী' হিসাবে ঘোষণা করে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। ১০০ জন টাকমাথা পুরুষকে ডেকে তাঁদের ফুল আর পাঞ্জাবি উপহার দেওয়া হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

আবাস থেকে টাকা তুলছে দল : উদয়ন

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : নীচুতলার কর্মীরা যেভাবে টাকা, টাকা করছে তাতে তাঁর ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। আবাস যোজনার ঘরের নামে দলের বিভিন্ন প্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য সহ নীচুতলার কর্মীরা টাকা তুলছেন বলে বিভিন্ন প্রমাণও তাঁর কাছে রয়েছে। এনিয়ে কোচবিহার জেলা শাসকের সঙ্গে তিনি কথাও বলেছেন। সোমবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে দলের বিজয়া সম্মিলনি অনুষ্ঠানে মন্ত্রী শশী পাঁজা সহ দলের জেলার প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতার সামনে এমন মন্তব্য করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। বিষয়টি দলের জেলা নেতৃত্বকে দেখার কথাও তিনি বলেন। কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ডাক্তারদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত যাই হোক না কেন, মঙ্গলবার দিনহাটা হাসপাতালে চিকিৎসকরা অবশ্যই কাজ করবেন বলে ঘোষণা করেন তিনি।

বিষয়টি নিয়ে দলের মন্ত্রী শশী পাঁজা বলেন, 'সাধারণ মানুষ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালের ওপর নির্ভরশীল। তাই তাঁরা হাসপাতালে এসে চিকিৎসা না পেলে সমস্যা হবে। সেটা যাতে না হয় সেটাই উদয়ন বলতে চেয়েছেন।'

সোমবার কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূলের বিজয়া সম্মিলনিতে মন্ত্রী শশী পাঁজা ছাড়াও দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি), সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, সিতাই উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী সংগীতা রায়, জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, হিতেন বর্মন, প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায়, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি ভোটে কোচবিহার উত্তর বিধানসভায় হারের কারণ প্রসঙ্গে উদয়ন বলেন, 'নির্বাচনে ওখানকার ব্লক সভাপতিকে সেভাবে নির্বাচনে আমরা পাইনি। আর পেলে পরেও তাঁর যে ভূমিকা থাকা উচিত ছিল সেটা হয়নি। পাশাপাশি অঞ্চল সভাপতিদের সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো ছিল না। এছাড়া আমার মনে হয় জেলা পার্টির সঙ্গেও ব্লক সভাপতির সম্পর্ক ভালো না থাকার কারণে এটা হয়েছে।'

বিষয়টি জানিয়েছেন জেলা শাসককেও

এরপরই আবাস যোজনার টাকা নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন উদয়ন। তিনি বলেন, 'এখানে মন্ত্রী শশী পাঁজা রয়েছেন। তাঁর সামনে আমার বলতে খারাপ লাগছে যে একেবারে ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। যেভাবে নীচুতলার কিছু নেতা টাকা, টাকা করে পার্টিটাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে, যে কোথায় আমরা পৌঁছাচ্ছি সেটা ভাবতে হবে।' উদয়ন বলেন, 'গতকাল আমি ডিএমের কাছে বলতে বাধ্য হয়েছি এই ঘরের কথা বলে বিভিন্ন জায়গায় পঞ্চায়েত সদস্য এবং প্রধানরা টাকা তুলছেন। সেই প্রমাণ আমার কাছে আছে। যদি আপনি চান সেই প্রমাণ আমি আপনার হাতে দিয়ে দেব।' দলের জেলা নেতৃত্বের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন,

এরপর আটের পাতায়

SHOWROOMS: WEST BENGAL: RENAULT **SILIGURI** Ph: 9311399671. RENAULT **GANGTOK** Ph: 8929207318. RENAULT **MALDA** Ph: 8527236841. RENAULT **RAIGANJ** Ph: 9311700645. RENAULT **ASANSOL** Ph: 8527240471. RENAULT **BALURGHAT** Ph: 7428438946. RENAULT **BANKURA** Ph: 9667215385. RENAULT **BURDWAN** Ph: 8130499627. RENAULT **BERHAMPORE** Ph: 8527235410. RENAULT **BONGAIGAON** Ph: 9582232858. RENAULT **DURGAPUR** Ph: 8527240447. RENAULT **KRISHNANAGAR** Ph: 8448488211. RENAULT **SINGUR** Ph: 9311700650. RENAULT **SURI** Ph: 8377905404. **KOLKATA:** RENAULT **KOLKATA CENTRAL (AJC BOSE ROAD)** Ph: 8527234918, RENAULT **KOLKATA SOUTH (ALIPORE)** Ph: 8527240425, RENAULT **RAJARHAT** Ph: 8527240370, RENAULT **BT ROAD** Ph: 9311489001. RENAULT **HOWRAH** Ph: 9311536013. RENAULT **KHARAGPUR** Ph: 9933376767.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে ধুলিয়ানগঙ্গা (ডিজিএলই) রেলওয়ে স্টেশনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পার্কিং-২০২৪-১১। নিলাম শুরু ঃ ০৪.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিট। লট নং ঃ পার্কিং-এমএলডিটি-ডিজিএলই-এমএক্স-২৪-২৪-৩ এবং স্টেশন ঃ ধুলিয়ানগঙ্গা। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। MLD-115/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

নং ঃ ০১ তারিখ ঃ ১৬/১০/২৪

সিতাই উপ-নির্বাচন ২০২৪

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

ভারতীয় ন্যায়-সংহিতার ১৭০ ও ১৭৩ ধারা অনুসারে, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনও ব্যক্তিকে অবৈধ ভাবে ভোটদানে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনও ব্যক্তি যদি অর্থ বা পারিতোষিক প্রদান করেন অথবা নিজে ওই অর্থ বা পারিতোষিক গ্রহণ করেন তবে তার এই আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই কারণে ওই ব্যক্তির এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। উপরন্তু ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭১ ও ১৭৪ ধারা অনুসারে, কোনও ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন প্রার্থীকে অথবা ভোটারকে যদি ভীতি প্রদর্শন করেন অথবা কোনও রকম ক্ষতিসাধনের ভয় দেখান, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়েরই সম্মুখীন হতে হবে। উৎকোচ প্রদান করেছেন অথবা গ্রহণ করেছেন অথবা ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এমন সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ফ্লাইং স্কোয়াড গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এই সকল অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। সকল নাগরিকের প্রতি আবেদন আপনারা কোনও প্রকার উৎকোচ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। উৎকোচ দেওয়ার অথবা ভীতি প্রদর্শনের কোনও ঘটনা যদি আপনার নজরে আসে তবে তৎক্ষণাৎ জেলার অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি ১৯৫০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

জনস্বার্থে প্রচারিত।

স্বাঃ

(অরবিন্দ কুমার মিনা)

জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক

কোচবিহার

নং ঃ ০২ তারিখ ঃ ১৬/১০/২৪

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা কোচবিহার জেলার সকল জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, সিতাই উপ-নির্বাচনের আদর্শ আচরণবিধি সমগ্র জেলায় বলবৎ আছে। এই আচরণবিধি বলবৎ থাকাকালীন কোনও ব্যক্তি অধিক পরিমাণে নগদ অর্থ বহন করলে অবশ্যই যথাযথ পরিচয়পত্র এবং নগদ অর্থের উৎস সংক্রান্ত নথি, যেমন ব্যাংক বা ডাকঘর থেকে টাকা উত্তোলনের রসিদ, পাশবই, প্যানকার্ডের প্রতিলিপি, ব্যয় সংক্রান্ত বিল, ভাউচার ইত্যাদি নথি সঙ্গে রাখুন। অন্যথায় Flying Squad/Static Surveillance Team আপনার সঙ্গে থাকা অর্থ আটক করতে পারে। উক্ত অর্থরাশি সম্পর্কিত আপিল জেলাস্তরীয় District Grievance Committee এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক হবে।

স্বাঃ

(অরবিন্দ কুমার মিনা)

জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক

কোচবিহার

আজ টিভিতে

নীহাররঞ্জন বাড়ি এসে অখিলের কথা জানতে পারেন। তিনি কি অখিলকে মেনে নেবেন? **মধুর হাওয়া** সোম থেকে শনি সন্ধ্যা ৭টায় **আকাশ আটে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ সুয়োরানি দুয়োরানি, দুপুর ২.৩৫ মহাজন, বিকেল ৫.৩০ প্রতিশোধ, রাত ৮.২০ আশ্রয়, রাত ১০.৩৫ সুবর্ণলতা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.৩০ ফুল আর পাথর, বিকেল ৪.৫৫ গোলমাল, রাত ৮.০৫ টাইগার, রাত ১০.৫৫ অনুসন্ধান

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ দুজনে, সন্ধ্যা ৭.০০ শুভদৃষ্টি, রাত ১০.০০ দেবতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দৈত্য

ক্রু রাত ৮টায় **অ্যান্ড পিকচার্সে**

দুজনে বিকেল ৪টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

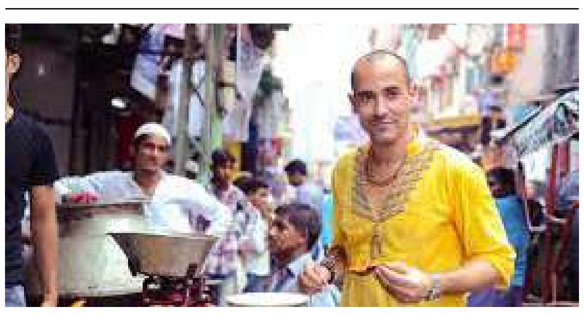

ডেভিড রোকো'স ডলসে ইন্ডিয়া সন্ধ্যা ৬.৩০ মিনিটে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে

(১) মৃত ছাত্রীর স্মরণে স্কুলে শোক পালনে সহপাঠীরা। (২) খেরকাটা গ্রাম পাহারায় বনকর্মীরা। (৩) এই জায়গা থেকেই সুশীলাকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ।

সুশীলার জন্য কান্নায় ভেঙে পড়ল বন্ধুরা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ধরা পড়েনি সেই মানুষখেকো চিতাবাঘ। উলটে সোমবার সকালে রাজেশ ছেত্রী নামে এক বাসিন্দার বাড়ির কুকুরের ছিন্নভিন্ন দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। ওই বাড়িটি চিতাবাঘের হামলায় মৃত সেই নাবালিকা সুশীলা গোয়ালাদের বাড়ির পাশেই। এই কাণ্ডটিও ওই বুনোটির বলেই বদ্ধমূল ধারণা স্থানীয়দের। সব মিলিয়ে আতঙ্ক আর কিছুতেই যাচ্ছে না ডায়নার জঙ্গল লাগোয়া খেরকাটা গ্রামের। বন দপ্তরের বন্যপ্রাণ শাখার খুনিয়ার রেঞ্জ অফিসার সজল দে বলেন, 'বিকেল থেকেই সেখানে বনকর্মীদের মোতায়েন করে রাখা হচ্ছে। চিতাবাঘটির সন্ধানে আমাদের প্রচেষ্টায় কোনও খামতি নেই। ডায়না রেঞ্জের ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রকাশ থাপা বলেন, খেরকাটায় বুনোদের গতিবিধির প্রতি সতর্ক নজর রেখে চলতে একটি কুইক রেসপন্স টিম গঠন করা হবে। মঙ্গলবার গ্রামবাসীদের সঙ্গে একটি বৈঠক আছে।'

শনিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটির পর রবিবার গ্রামে দুটি খাঁচা পাতা হয়। বসানো হয় ৩টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। বলাই বাহুল্য খাঁচায় চিতাবাঘটি বন্দি হয়নি। এর সম্ভাব্য একটি কারণ হিসেবে যে তত্ত্ব উঠে আসছে টোপ হিসেবে সেদিন শুধু একটি ছাগলই মিলেছিল। সোমবার অবশ্য দুটি খাঁচাতেই ছাগল রাখা হয়। ফলে দ্রুত বুনোটি ধরা পড়বে বলে বনকর্তারা আশাবাদী। অন্যদিকে, ট্র্যাপ ক্যামেরায় জন্তুটির কোনও ছবি উঠেছে কিনা তা দ্রুত যাচাই করে দেখবে বন দপ্তর। খেরকাটার পঞ্চায়েত সদস্য ও আংরাভাসা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান ববি তেলি সাউ বলেন, 'গোটা গ্রাম ভয়ে সিটিয়ে রয়েছে। মৃত নাবালিকার বাড়ির পাশেই আরেকটি বাড়ি থেকে ছিন্নভিন্ন কুকুরের দেহ মেলার পর আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বন দপ্তরকে সব কিছু জানানো হয়েছে।'

এদিকে, চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া সুশীলা গ্রামের যে স্কুলে পড়ত সেই কলাবাড়ি-খেরকাটা বোর্ড ফ্রি প্রাথমিক স্কুলে এদিন ছিল শ্মশানের নীরবতা। শনিবারের ওই মর্মান্তিক ঘটনার পর সোমবার কিছু পড়ুয়া স্কুলে এলেও সহপাঠীকে এভাবে হারিয়ে প্রত্যেকেই ছিল শোকে মূহ্যমান। এদিন স্কুলে আর পঠনপাঠন হয়নি। মৃত ছাত্রীর স্মরণে স্কুল কর্তৃপক্ষ শোক পালন করে ছুটি দিয়ে দেয়। টিআইসি হাবিবুল ইসলাম বলেন, 'শুধু ওর মুখটাই চোখের সামনে ভেসে উঠছে। স্কুলের সমস্ত অনুষ্ঠানে সুশীলাই ছিল মধ্যমণি।' ছাত্রছাত্রীরা এদিন কান্নায় ভেঙে পড়ে। টিআইসি সহ অন্য শিক্ষকরা সুশীলার বাড়িতে গিয়ে দেখাও করেন।

বছর দশেকের মৃত ওই নাবালিকা বাড়ির সবচেয়ে ছোট সন্তান। তাঁর এক দাদা ও দিদি রয়েছে। ঘটনার সময় মা ও বাবা দুজনের কেউই বাড়িতে ছিলেন না। তাঁরা শ্রমিকের কাজ করতে অন্যত্র গিয়েছিলেন। সুশীলার দিদা বিপ্তি গোয়ালা বলেন, 'কল পাড়ে নাতনি হাত-পা ধুচ্ছিল। এমন সময় একবারই গোঙানির আওয়াজ শুনতে পাই। চোখে ভালো করে দেখতে পাই না। কিছু একটা আন্দাজ করে চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু করলে ওর দাদা বেরিয়ে আসে। ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছে।'

হাইস্পিডে শীর্ষস্থানে জিও

নিউজ ব্যুরো

২১ অক্টোবর : নেটওয়ার্ক স্পিড, কভারেজ, ধারাবাহিকতা- এই তিনটি ক্ষেত্রে জিও আরও একবার এক নম্বরে উঠে এসেছে। সম্প্রতি ওপেন সিগন্যালের 'ভারতীয় মোবাইল নেটওয়ার্ক অভিজ্ঞতা' শীর্ষক রিপোর্ট (২০২৪) অনুযায়ী, দ্রুতগতির ডাউনলোডের (৮৯.৫ এমবিপিএস) অভিজ্ঞতার নিরিখে জিও শীর্ষস্থানে রয়েছে। যা প্রতিযোগী এয়ারটেল এবং ভোডাফোনকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কোণায় কোণায় জিও'র পরিষেবা পৌঁছে গিয়েছে। ডেটা পরিষেবা, ভয়েস কল, অনলাইন মিটিং, ভিডিও স্ট্রিমিং- সবেতেই জিও নিরবচ্ছিন্ন, ভরসাযোগ্য অভিজ্ঞতা দিতে সক্ষম। গেমিং, স্ট্রিমিং, হাইস্পিড ডেটার কাজকর্মের জন্য উপভোক্তারা জিও-কেই বেছে নিয়েছেন। স্পিড, কভারেজ ও ধারাবাহিকতার নিরিখে ভারতের টেলিকমিউনিকেশন মার্কেটে জিও'র প্রভাব আরও সুদূরপ্রসারী।

শাস্তির দাবি

নাগরাকাটা, ২১ অক্টোবর : ভগতপুর চা বাগানের আদিবাসী তরুণীকে খুনের ঘটনায় নাগরাকাটা নাগরিক মঞ্চ পুলিশের কাছে স্মারকলিপি দিল। সোমবার মঞ্চের প্রতিনিধিরা নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকারের সঙ্গে দেখা করে তাঁর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। সংগঠনের সম্পাদক নিবেদিতা সরকার বলেন, 'ওই তরুণীকে খুনের পাশাপাশি ধর্ষণও করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে তদন্ত করতে পুলিশকে বলা হয়েছে।'

সাইকেলে পাড়ি ২৪ দেশ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অক্টোবর : সাইকেলে পাহাড়ে পাড়ি।

শুধুমাত্র পর্বতোরোহণের প্রশিক্ষণের জন্য সুদূর ফ্রান্স থেকে শৈলরানিতে ছুটে এলেন ফ্রান্সের ভিনসেন্ট হিরন। পুতিন সরকারের চোখে তিনি ধরা পড়েছিলেন গুপ্তচর হিসেবে। তবে জেল খাটার অভিজ্ঞতা নয়, দার্জিলিং পাহাড়ের মধুর স্মৃতি তাঁকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই তো ভিনসেন্ট বলছেন, 'প্রায় ২৭ দিনের প্রশিক্ষণ অত্যন্ত রোমাঞ্চকর ছিল। সেখানে পর্বতারোহণ, মানচিত্র পড়া, বরফের পাহাড়ে চড়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে। দার্জিলিংয়ের মানুষও ভীষণ ভালো।'

পাহাড়ে বেড়াতে এসে শুনেছিলেন দার্জিলিংয়ের হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই)-এর কথা। কিন্তু তখন কোনও প্রশিক্ষণ শিবির এবং অপেক্ষা করার সময় হাতে না থাকায় এইচএমআইয়ে প্রশিক্ষণ নেওয়া হয়নি ভিনসেন্টের। কিন্তু সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। বরং নিয়মিত যোগাযোগ রেখে গিয়েছেন। এই যোগাযোগের সূত্রেই জানতে পারেন, ২০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে প্রশিক্ষণ। সময়ের অঙ্ক কষে সাইকেল নিয়ে ফেব্রুয়ারি মাসে বেরিয়ে পড়েন বাড়ি ছেড়ে। ২৪টি দেশ ছুঁয়ে শৈলশহরে পৌঁছান ফ্রান্সের বাসিন্দা পেশায় সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ভিনসেন্ট। তাঁর কথায়, 'সফরকালে গুপ্তচর সন্দেহ করেছিল রাশিয়া সরকার। দু'দিন কারাবাসও করতে হয়েছে। প্রচুর কঠিন এবং দুঃসাহসিক পথ পাড়ি দিয়ে দার্জিলিংয়ে এসেছি।' যে কারণেই তিনি আবেগপ্রবণ।

চলতি বছরের ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত এইচএমআইতে পর্বতারোহণের প্রশিক্ষণ শিবির হয়েছিল। সেই শিবিরে অংশ নিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে সাইকেলে পথ চলা শুরু করেন। চিন, পাকিস্তান, উজবেকিস্তান, রাশিয়ার মতো ২৪টি দেশ পেরিয়ে দার্জিলিংয়ে পৌঁছান।

মোমের আলোয় স্বনির্ভর ওঁরা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২১ অক্টোবর : পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা প্রশান্ত বর্মনের অস্থি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। স্নাতক উত্তীর্ণ হয়েও বর্তমানে তিনি কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। প্রশান্তর কথায়, 'বিএ পাশ করেও কোনও কাজ পাচ্ছিলাম না। তবে এখন মোমবাতি তৈরি করে নিজেদের ওপর আত্মবিশ্বাস বেড়েছে।' প্রশান্তর মতোই কেউ স্নাতক উত্তীর্ণ। কেউ কেউ আবার স্কুলে পড়ছে। কর্মজীবনের চৌকাঠ পেরোনোর আগে 'বিশেষ' পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য নিয়েছে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি।

এই কাজ করে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়েছে শুভঙ্কর বর্মন, প্রশান্ত বর্মনদের মতো বাকিদের। প্রশান্তর গ্রামের বাসিন্দা বিশেষভাবে সক্ষম হরদেব ওরাওঁ-ও স্নাতক পাশ করেছেন। অন্যদিকে, মহাদেব বর্মন, অর্জুন দাস, পিউ রায়, শুভঙ্কর বর্মনরা পলাশবাড়ির স্বপ্ন সোসাইটি পরিচালিত স্কুলে পড়ে। হরদেব বললেন, 'আমাদের তৈরি মোমবাতির প্যাকেটে স্টিকার লাগানো থাকছে। স্থানীয় হাটবাজারে সেগুলো বিক্রি হবে।'

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের হাতে তৈরি হচ্ছে মোমবাতি। পলাশবাড়িতে।

এই পড়ুয়াদের নিয়ে কীভাবে এই মোমবাতি তৈরির পরিকল্পনা মাথায় এল? কয়েকমাস আগে ওই পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার জন্য কোচবিহারের নার্স থিলে ওয়াদেন শেরপা মোমবাতি বানানোর একটি ডাইস ওই স্কুলকে দান করেন। তখন থেকে সংস্থার তরফে পড়ুয়াদের স্বনির্ভর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কালীপুজোর সময় যেহেতু মোমবাতির চাহিদা বাড়ে, তাই দুর্গাপুজোর কয়েকদিন আগে থেকে পড়ুয়াদের মোমবাতি তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নিজেরা গোটা প্রক্রিয়া জেনে পড়ুয়াদের ধাপে ধাপে সব কৌশল শিখিয়ে দেন ওই স্কুলের শিক্ষিকা শাশ্বতী রায়প্রধান, শিক্ষক জর্জ রায় এবং শিক্ষাকর্মী সান্ত্বনা বর্মন।

দুর্গাপুজোর পর থেকে জোরকদমে চলছে মোম তৈরি। সংস্থার তরফে এজন্য ৩০ হাজার টাকা বিনিয়োগও করা হয়। কলকাতা থেকে মোম তৈরির নানা সরঞ্জাম কিনে আনা হয়। রোজ দু'ঘণ্টা করে কাজ করছেন পড়ুয়ারা। এখনও পর্যন্ত আড়াই, তিন, চার এবং পাঁচ ইঞ্চি সাইজের ৬০০ প্যাকেট মোম তৈরি হয়েছে পড়ুয়াদের হাতে। পলাশবাড়ি সহ আশপাশের হাটবাজারগুলিতে যাতে এই পড়ুয়াদের তৈরি মোম বিক্রি করা হয় সেজন্য সংস্থার তরফে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ করা হয়েছে।

দীপাবলির দু'একদিন আগে পড়ুয়ারা নিজেই শিলবাড়িহাটে পসরা সাজিয়ে মোম বিক্রি করবে বলে ঠিক হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটির কর্ণধার তাপস বর্মনের কথায়, 'বিশেষভাবে সক্ষমদের স্বনির্ভর করতে এবারই প্রথম এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই কাজে আমরা সবার সহযোগিতা চাইছি। ভবিষ্যতে আরও কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার সহযোগিতা পেলে পড়ুয়াদের কাজের নানা দিশা দেখানো যেতে পারে।' এই উদ্যোগের প্রশংসা করে শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'বাজারে যাতে ওই পড়ুয়াদের মোম বেশি করে বিক্রি হয়, সেজন্য ব্যবসায়ীরা চেষ্টা করবেন।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৭০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৭৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৭৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA

P.O. Pundibari, Dist. Cooch Behar West Bengal-736165

Advt. No. UBKV/Rect./04/2024 Dated 21.10.2024

Walk-in-Interview will be held for Part-Time Guest Lecturer in English on purely temporary basis for College of Agriculture, Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya, Majhian, Dakshin Dinajpur. Relevant details are available in the University website **www.ubkv.ac.in**

Sd/-

Date: 21.10.2024 Registrar (Actg.)

পি এম শ্রী জওহর নবোদয় বিদ্যালয় দক্ষিণ দিনাজপুর

Walk-In-Interview

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়ে চুক্তির ভিত্তিতে Matron পদের জন্য নিয়োগ করা হবে। যোগ্যতা- নূন্যতম মাধ্যমিক পাশ (উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া যেতে পারে) বয়স ৩৫ বছর থেকে ৫৫ বছরের পিছুটানহীন মহিলা। নির্বাচনী পদ্ধতি মুখোমুখি সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারের সময় 29/10/2024-9AM

হেল্প লাইন : 7602599174/7586821506

অধ্যক্ষ

জওহর নবোদয় বিদ্যালয়

দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস ফর ই-টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩২০, তারিখ ১৮.১০.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক প্রখ্যাত, অভিজ্ঞ এবং আর্থিকভাবে সঙ্গতিপন্ন সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং : ইএল-এমএলডিটি- ই-টেন্ডার- ৩২০। কাজের নাম : "তিন (০৩) বছরের জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, মালদাতে ২০ জনকে বহনের ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি লিফ্ট (জি+১) (নির্মাতা- থিসেনক্রুপ) -এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের কর্মসূচি এবং ব্রেকডাউনের চুক্তি "-র পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৪,৬৫,১৬৫.৪৪ টাকা। বায়না অর্থ : ৯,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ২৫.১০.২০২৪ তারিখ থেকে ০৮.১১.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : ওয়েবসাইট — www.ireps.gov.in এবং নোটিস বোর্ড - সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন-এর কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা কোনো প্রস্তাব কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। MLD-116/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কর্মখালি

মাতৃত্বকালীন ছুটিতে MA in Education, B.Ed Pref., OBC-A পদে Teacher প্রয়োজন। আগামী ১০ দিনের মধ্যে উপযুক্ত কাগজপত্র সহ আবেদন করুন। Secretary, Muraliganj High School, P.O- Bidhan Nagar, Darjeeling, Pin- 734425. (C/112991)

•

শিলিগুড়িতে মহিলা হস্টেলে সবসময়ের জন্য বয়স্কা মহিলা চাই। বেতন - ৮০০০/- টাকা। (M) 9474392077. (C/113001)

•

শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, শিবমন্দির-এর জন্য সিকিউরিটি গার্ড চাই, M/F, বেতন :10,300/- - 11,000/-, M : 9679368850. (M/M)

•

Urgent Vacancy for Security Guard for Siliguri. Salary Rs. 11,000/- + (PF/ESIC). Cont : TG Guards Private Limited. 9382982327/ 8637085758. (C/113020)

•

Ware House-এ প্রচুর ছেলে চাই। M.P. পাস, Scanning Packaging-এর জন্য। শিলিগুড়ি। বেতন- 10500, থাকা ফ্রি। M : 8388006573. (B/S)

•

আপনি কি অতিরিক্ত রোজগারে ইচ্ছুক? বিদেশি সংস্থায় বাড়ি ও অফিস থেকে অবসর ও পূর্ণসময় কাজের সুযোগ। M : 8167745400. (C/113022)

•

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৩,০০০/- ইনসেন্টিভ, কমিশন একস্ট্রা। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph. 9832009039. (C/113022)

Required

Salesman for Retail Garments Showroom at Siliguri. Contact : 9800099077. (C/113018)

অ্যাফিডেভিট

জন্ম সার্টিফিকেটে নাম ভুল থাকায় 21/10/2024 তুফানগঞ্জ J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে দ্বিজেন রায় থেকে দ্বিজেন্দ্র নাথ রায় হইলাম। (D/S)

উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

UTTARBANGA KSHETRIYA GRAMIN BANK

A GOVT. ENTERPRISE

HEAD OFFICE, SHIB BARI ROAD, COOCHBEHAR-736 101 (WEST BENGAL)

IMPLIMENTATION OF PENSION SCHEME IN REGIONAL RURAL BANKS (RRBs)

As per the "Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024", dated 19th October 2024 (Date of publication in Official Gazette, Govt. of India) all those employees who were in Bank's Service between 1st September, 1987 and 31st March 2010 will be given the benefit of pension from 01.11.1993.

Therefore through this public notice it is inform to all such employees who were in the Bank's Service between 1st September, 1987 and 31st March 2010 and are not currently drawing pay or pension, have been dismissed /deceased, have taken compulsory retirement / resigned or their legal heirs to apply for pension along with necessary documents (to be downloaded from the Bank website www.ubkgb.org) at branch of UBKGB, where from he/she is willing to draw pension.

The last date for submission of application & refund the entire final amounts received by him (the corpus comprising of Bank's contribution to provident fund under the Employees' Pension Scheme, 1995 and interest accrued thereon till the date of receipt by him of the amount) and the periodic pension, if any is 03.11.2024. The last date is 18.11.2024 for the family of the employee. Application form is available on bank's website **www.ubkgb.org.**

Sd/-

General Manager

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বধূ জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন

৯০৬৪৮৪৯০৯৬

এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

আজকের দিনটি

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের কলকাঠিতে বাড়িতে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। বৃষ : শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। রাজনীতিকরা কথাবার্তা খুব সাবধানে বলুন। মিথুন : আয়ের পথ সুগম হবে। বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় সমস্যা মিটবে। কর্কট : ব্যবসার কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। সিংহ : অতিরিক্ত খেয়ে শারীরিক সমস্যা। পাওনা আদায় হওয়ায় স্বস্তি। কন্যা : বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। সন্তানের বিয়ের কথা পাকা। তুলা : অধ্যাপক ও গবেষক সংবর্ধিত হতে পারে। ভাইয়ের সঙ্গে সাধারণ বিষয় নিয়ে মনোমালিন্য। বৃশ্চিক : বন্ধুর সঙ্গে পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবেন না। অফিসের সমস্যা মিটবে। ধনু : দীর্ঘদিন পর কোনও প্রিয়জনকে কাছে পেয়ে আনন্দ। জমি কেনার সহজ সুযোগ আজ। মকর : বন্ধুর সঙ্গে প্রায় বিনা কারণেই আজ ঝগড়া হতে পারে। কারও দ্বারা অপমানিত হতে পারেন। কুম্ভ : আজ নতুন কোনও আয়ের পথ খুলে যাবে। বাতের ব্যথার ভোগান্তি বাড়বে। মীন : পরিবারের সঙ্গে আজ আনন্দে কাটবে। কোনও কারণে ভাইয়ের সঙ্গে মতভেদ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৫ কার্তিক ১৪৩১, ভাঃ ৩০ আশ্বিন, ২২ অক্টোবর ২০২৪, ৫ কাতি, সংবৎ ৫ কার্তিক বদি, ১৮ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।৪১, অঃ ৫।৩। মঙ্গলবার, পঞ্চমী দিবা ৭।৩৪। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৩৬। পরিঘযোগ দিবা ৩।৩। তৈতিলকরণ দিবা ৭।৩৪ গতে গরকরণ রাত্রি ৭।৫ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৩৬ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৭।৩৪ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।৬ গতে ৮।৩১ মধ্যে ও ১২।৪৭ গতে ২।১৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৮ গতে ৮।১৩ মধ্যে। যাত্রা-শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পূর্বে নিষেধ, দিবা ৭।৩৪ গতে যাত্রা নাই, দিবা ১১।৩৬ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ, রাত্রি ৩।০ গতে পুনঃ যাত্রা শুভ পশ্চিমে দক্ষিণেও নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৭ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৮।১৮ মধ্যে ও ৯।১০ গতে ১১।৪৭ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৩।১৬ মধ্যে ও ৫।১ গতে ৫।৪১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।২৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজেপির পোলিং এজেন্ট বসতে দেওয়া যাবে না

সিতাইয়ে হুঁশিয়ারি জগদীশের

শুভঙ্কর সাহা ও পার্থসারথি রায়

সিতাই, ২১ অক্টোবর : বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী দীপক রায় যাতে নিজের বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে না পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। সোমবার ভোটপ্রচারের প্রথম দিন সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন। সাংসদের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। পাশাপাশি এদিন সভায় বক্তব্য রেখে সিতাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রম সংঘের মহারাজের সঙ্গে নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা দেখা করলেন। ফলে সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে সন্ন্যাসী মহারাজের ওপর রাজ্যসভার সাংসদের 'আক্রমণ' ইস্যু হতে চলেছে তা পরিষ্কার। তবে জগদীশের এই হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী দীপক রায় বলেন, 'এটা তৃণমূলের সংস্কৃতি। সুস্থভাবে ভোট হলে তৃণমূল জিতবে না, এটা বুঝতে পেরে নির্বাচনের আগে থেকে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে।'

সিতাইয়ের বেসিক স্কুলের মাঠে। সোমবার। - সংবাদচিত্র

এবারের লোকসভা নির্বাচনে জগদীশ সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর আগামী ১৩ নভেম্বর বিধানসভা উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই উপলক্ষ্যে উপনির্বাচনের প্রচারে সিতাই বেসিক স্কুল মাঠে তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়ের সমর্থনে কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। এই উপনির্বাচনে কার্যত এটি ছিল তৃণমূলের প্রথম হেভিওয়েট ভোটের প্রচার। সভার শুরুতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সাংসদ জগদীশ বলেন, 'বিজেপি প্রার্থী যে বুথের ভোটার সেই বুথে গ্রাম পঞ্চায়েত তৃণমূলের। আর এবার যাতে ওই বুথে বিজেপি পোলিং এজেন্ট দিতে না পারে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে সন্ন্যাসী ইস্যু নিয়ে গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। সভা থেকে তিনি বিজেপিকে আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, 'যেভাবে সন্ন্যাসী মহারাজের ওপর আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে তা নিন্দনীয়।' এদিন সভা শেষে তিনি সিতাইয়ের সম্প্রতি নিগৃহীত আশ্রমের অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর সঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা ছিলেন। সম্প্রতি সিতাই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নিগ্রহ করার অভিযোগ ওঠে সাংসদ নগেন রায়ের বিরুদ্ধে। যদিও নগেনের দাবি, এই অভিযোগ চক্রান্ত ছাড়া কিছু নয়।

সভায় শশী পাঁজা বলেন, 'এরকমভাবে কারও ওপর কোনও অন্যায় চলতে পারে না। আমরা সকল জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে চলার পক্ষপাতী।' পাশাপাশি চৌত্রিশ বছরের বামফ্রন্ট এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও তিনি তোপ দাগেন। শশীর কথায়, 'বামফ্রন্টকে ২০১১ সালে বাংলার মানুষ বিদায় দিয়েছে। আর বাংলার জনগণের সরকারি প্রকল্পের টাকা যারা আটকে রেখেছে, বাংলাকে যারা ভাগের চক্রান্ত করে চলেছে, ধর্মীয় বিভাজন করতে চাইছে তাদের বিরুদ্ধে জবাব দিতে হবে।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'একই জায়গা থেকে সাংসদ ও বিধায়ক নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়ন হবে। তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়কে রেকর্ড ভোটে জয়ী করতে হবে।' এদিন সভায় অন্যদের মধ্যে কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মেখলিগঞ্জ হাসপাতালের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে

সজল দে

মেখলিগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : আরজি কর কাণ্ডের পর থেকে রাজ্যের সব হাসপাতালের রোগী থেকে চিকিৎসকদের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। তাঁদের নিরাপত্তা বাড়ানো নিয়ে আন্দোলন চলছে এখনও। কিন্তু মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের নিরাপত্তা যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই রয়েছে। রবিবার সকালের ঘটনায় তা স্পষ্ট। সিসিটিভি ক্যামেরা ঠিক থাকলেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তারক্ষীর অভাবে বিনা বাধায় উত্তেজিত জনতা পৌঁছে যাচ্ছে অন্তর্বিভাগে। হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা যথেষ্ট কম, মানছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও। হাসপাতালের সুপার তাপসকুমার দাস বলেন, 'আরও নিরাপত্তারক্ষী প্রয়োজন এবং হাসপাতালে পুলিশ আউটপোস্টের প্রয়োজন রয়েছে। এই বিষয়গুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।'

শনিবার রাতে এক প্রসূতির মৃত্যুর পর রবিবার সকালে মৃতার বাড়ির লোকজন প্রসূতি বিভাগ পর্যন্ত ঢুকে যান কার্যত বিনা বাধায়। এরপরই প্রশ্ন উঠেছে, মহকুমা হাসপাতালের ন্যূনতম নিরাপত্তা নেই কেন? ১২০ শয্যাবিশিষ্ট এই হাসপাতালে গড়ে দেড়শোর মতো রোগী ভর্তি থাকেন। চিকিৎসক রয়েছেন ২৮ জন এবং নার্স ৪০ জন। হাসপাতালের সুপার তাপসকুমার দাস জানান, ছয়জন নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন রয়েছেন। এত বড় হাসপাতালের নিরাপত্তার দায়িত্বে আছেন মাত্র ছয়জন? তাঁদের তিনটি শিফটে ডিউটি হয়, যার ফলে প্রতি শিফটে দুজন করে নিরাপত্তারক্ষী দায়িত্বে থাকেন। কেউ অসুস্থ বা ছুটি নিলে পরিস্থিতি কী হয়, তা সহজেই অনুমান করা যাচ্ছে। এছাড়া, সম্প্রতি হাসপাতালের নিরাপত্তায় একজন করে বহির্বিভাগ চলাকালীন এবং রাতে একজন পুলিশকর্মী থাকেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে হাসপাতালে গণ্ডগোল শুরু হলেও রাত তিনটায় ওই পুলিশকর্মী হাসপাতাল ছেড়ে চলে যান। গত কয়েকমাসে বেশ কয়েকবার হাসপাতালে গণ্ডগোলের ঘটনা ঘটেছিল। সবক'টি ক্ষেত্রে উত্তেজিত লোকজন হাসপাতালের ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন। রবিবার সকালে হাসপাতালে গণ্ডগোলের পর ২৪ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও এ নিয়ে হাসপাতালের তরফে পুলিশে কোনও অভিযোগ জানানো হয়নি। তেমনি গণ্ডগোলের সময় সিকিউরিটি গার্ডদের ভূমিকাও খতিয়ে দেখা হয়নি। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালজুড়ে ১৬টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। সেগুলোর প্রত্যেকটি ঠিকঠাকভাবে চলে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানানো হয়েছে। সেই সিসি ক্যামেরাগুলি থেকে পুরো বিষয়টি জানা সম্ভব এবং ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে কীভাবে মোকাবিলা করা যায়, তা নিয়ে পরিকল্পনা করা যেত। কিন্তু বাস্তবে সেরকমটা কিছুই হয়নি বলে অভিযোগ। মেখলিগঞ্জ বিধায়ক তথা রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব।'

রবিবারের গণ্ডগোলে প্রসূতি বিভাগের ভাঙা দরজা। - সংবাদচিত্র

> আরও নিরাপত্তারক্ষী প্রয়োজন এবং হাসপাতালে পুলিশ আউটপোস্টের প্রয়োজন রয়েছে। এই বিষয়গুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
>
> **তাপসকুমার দাস**
> *সুপার, মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল*

কাচারীঘাটে ভাঙা সেতুর ওপর দিয়ে বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত।

ভাঙা সেতুতে বিপদের শঙ্কা

শীতলকুচি, ২১ অক্টোবর : গত সপ্তাহে পাথরবোঝাই ডাম্পারের ভারে কাচারীঘাটের লোহার সেতুটি ভেঙে যায়। শীতলকুচি ব্লকের গোঁসাইরহাট ভাঐরথানা সড়কে। সেতু ভাঙার সাতদিন কেটে গেলেও বাসিন্দাদের জন্য স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করেনি বলে অভিযোগ। বিপজ্জনকভাবে সেতু দিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে বলে স্থানীয় বাসিন্দারা ক্ষোভে ফুঁসছেন। শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস বলেন, 'এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনা করে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে।'

শীতলকুচি ব্লকে এই সেতুটির গুরুত্ব কম নয়। ভাঐরথানা, মাশানকুড়া, শোভাগঞ্জ, আক্রারহাট, পঞ্চারহাট ও সাধুরহাটের মতো এলাকার কয়েক হাজার মানুষ কাচারীঘাটের সেতু দিয়ে যাতায়াত করেন। এর মধ্যে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়া, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরের কর্মীরাও আছেন। গোঁসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কনক বর্মনের কথায়, 'নদীতে অনেক জল রয়েছে। জল কমলে সাঁকো অথবা নৌকার ব্যবস্থা করা হবে।'

সেতু ভেঙে পড়ায় বর্তমানে তাঁদের প্রায় আট-নয় কিলোমিটার পথ ঘুরে যাতায়াত করতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। কলেজ ছাত্রী মৌসুমি বর্মনের কথায়, 'ভাঙা সেতুর দিয়ে কোনওভাবে তরুণরা পার হলেও, মহিলা ও বয়স্কদের পক্ষে সেটি দিয়ে চলাচল সম্ভব নয়। সাতদিন হয়ে গেল, কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থার কোনও উদ্যোগ নেয়নি। দ্রুত ওই সেতু সংস্কার করা হোক।'

ভাঐরথানা গ্রামের আরেক বাসিন্দা দীনেশ বর্মন জানান, জমিতে উৎপাদিত ফসল নিয়ে ঘুরপথে গোঁসাইরহাট বাজারে যেতে হচ্ছে। যার জেরে যাতায়াত খরচ বেশি হচ্ছে। বুড়াধরলা নদীতে এখনও জল রয়েছে। ব্লক প্রশাসনের কাছে সাঁকো বা নৌকার ব্যবস্থার দাবি জানাই। শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বলেন, 'বিষয়টি কোচবিহার জেলা পরিষদ ও পূর্ত দপ্তরের নজরে আনব। গত কয়েকদিন পুজোর ছুটিতে অফিস বন্ধ ছিল। সোমবার অফিস খুলেছে। এবিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে আলোচনাও হয়েছে। খুব দ্রুত বিকল্প যাতায়াত ব্যবস্থা করা হবে।'

পরিচালন সমিতির সভাপতি নিয়ে বিতর্ক

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২১ অক্টোবর : নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিগ্রাম হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির নতুন সভাপতি স্থানীয় মণীন্দ্রনাথ বর্মন মনোনীত হয়েছেন। কিন্তু ওই পদে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নেওয়ার আগে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। 'দুর্নীতিবাজ' ও 'ছাত্রবিরোধী' আখ্যা দিয়ে তাঁর অপসারণের দাবিতে স্কুলের দেওয়ালে কেউ বা কারা পোস্টার সেঁটে দিয়েছে। তাঁকে সরিয়ে সভাপতির পদে দ্রুত স্বচ্ছ ভাবমূর্তির কাউকে বসানো না হলে সুস্থ পরিবেশ ও শিক্ষার স্বার্থে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুমকি দেওয়া হয়েছে। তবে পোস্টার সাঁটানোর সঙ্গে কে বা কারা যুক্ত তা এখনও স্পষ্ট নয়। মণীন্দ্রনাথবাবুর বক্তব্য, 'আমার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার লক্ষ্যে কেউ কেউ ষড়যন্ত্র করছেন। আমার নামে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।'

সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তর থেকে মাথাভাঙ্গা-১ ব্লক এলাকার অন্তর্গত হাইস্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিদের নামের তালিকা পাঠানো হয়। ব্লকের অন্য কোনও স্কুলে এখনও এনিয়ে কোনও সমস্যা দেখা দেয়নি। কিন্তু পানিগ্রাম হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির পদ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে। 'ছাত্র সমাজ ও শিক্ষানুরাগী' নাম দিয়ে স্কুলের দেওয়ালের একাধিক অংশে পোস্টার লাগিয়ে দাবি করা হয়েছে, মণীন্দ্রনাথ বর্মন একজন দুর্নীতিবাজ, সমাজবিরোধী ও ছাত্রবিরোধী। তবে বিতর্কের বিষয়টি এড়িয়ে পানিগ্রাম হাইস্কুলের টিআইসি সুজাইরুল হক বলেন, 'মণীন্দ্রনাথ বর্মনকে বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সভাপতি এবং সঞ্জয়কুমার বর্মন ও ভজন রায়কে সদস্য করে শিক্ষা দপ্তর থেকে স্কুলে মেল পাঠানো হয়েছে।'

মণীন্দ্রনাথ অনেকদিন ধরে গৃহশিক্ষকতা করছেন। রাজ্যের শাসকদলের তরফে তাঁর নাম সভাপতি পদের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে এখন বিতর্ক তৈরি হওয়ায় তৃণমূলের অভ্যন্তরে অস্বস্তি ছড়িয়েছে। তবে দলের সংশ্লিষ্ট ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন ও নয়ারহাট অঞ্চল চেয়ারম্যান রিন্টু প্রধান দুজনে জানান, মণীন্দ্রনাথবাবু শিক্ষানুরাগী। তাঁর বিরুদ্ধে কারা অপপ্রচার করছে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এদিকে দলের একটি অংশের অভিযোগ, মণীন্দ্রনাথবাবু এর আগে পরিচালন কমিটির সদস্য ছিলেন। প্রভাব খাটিয়ে নানা অনিয়ম করেছেন। টাকার বিনিময়ে তাঁকে সভাপতি পদ দেওয়া হয়েছে।

অপসারণের দাবিতে পোস্টার পড়েছে পানিগ্রাম হাইস্কুলে। - সংবাদচিত্র

জটিলতা

- পানিগ্রাম হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির নতুন সভাপতি স্থানীয় মণীন্দ্রনাথ বর্মন মনোনীত হয়েছেন
- দুর্নীতিবাজ ও ছাত্রবিরোধী আখ্যা দিয়ে তাঁর অপসারণের দাবিতে স্কুলে পোস্টার দেওয়া হয়েছে
- সভাপতির পদ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় এলাকায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে

ভাঙাচোরা বিশ্রামাগার। হরিপুর শিব মন্দিরে। - সংবাদচিত্র

জরাজীর্ণ দশায় হরিপুর শিব মন্দির

জাকির হোসেন

মধুপুর, ২১ অক্টোবর : দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় ধুঁকছে ঐতিহ্যবাহী হরিপুর শিব মন্দির। মন্দির চত্বরে ভক্তদের বিশ্রামাগারের ভগ্নদশা। সামান্য বৃষ্টি হলেই মন্দির চত্বরে জল জমে যায়। এই মন্দিরটি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে রয়েছে। মন্দিরের এমন বেহাল দশার জন্য কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার দিকেই আঙুল তুলেছেন স্থানীয়রা। অভিযোগ, মন্দিরের এসব সমস্যার জেরে পর্যটকরাও মুখ ফিরিয়েছেন। যদিও সোমবার কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধারা বলেন, 'বিষয়টি জানা নেই। খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।' কোচবিহার-২ ব্লকজুড়ে একাধিক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। যা পর্যটকদের কাছে অন্যতম আকর্ষণও বটে। মধুপুরে ঐতিহাসিক শ্রীশ্রী শংকরদেবের বৈকুণ্ঠ প্রয়াণধাম রয়েছে। তারই অদূরে তোর্ষার পাড়ে বহু পুরোনো হরিপুর শিব মন্দিরটি অবস্থিত। ওই মন্দিরটি পাকা রাস্তা থেকে অনেকটাই নীচে। চার বছর আগে গাছের ডাল পড়ে বিশ্রামাগারের একাংশ ভেঙে যায়। তারপর আর সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

মন্দিরের পূজারি বিজন চক্রবর্তী বললেন, 'মন্দিরের সমস্যা সমাধানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েছি। পরিদর্শন করে গেলেও আজও সমস্যার কোনও সুরাহা হয়নি।' মন্দিরের বেহাল দশায় পর্যটকরা মুখ ফেরাচ্ছেন। যার জেরে মধুপুরের সুনাম নষ্ট হচ্ছে বলে দাবি স্থানীয়দের। স্থানীয় বাসিন্দা রাজকুমার রায় জানালেন, দৈনিক প্রচুর সংখ্যক শিবভক্তের আনাগোনা লেগেই থাকে। মন্দিরটি সংস্কার করা অত্যন্ত জরুরি। সংশ্লিষ্ট গ্রামের প্রধান শিবানী রায় বলেন, 'সমস্যা সমাধানে পুরো বিষয়টি লিখিতভাবে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডকে দু'বার জানিয়েছিলাম। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অন্যতম সদস্য তথা কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় মন্দির পরিদর্শন করে যান। তারপরও কোনও কাজ হয়নি।'

গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রাথমিকভাবে সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানালেন। বহুবার ফোন করা হলেও সদর মহকুমা শাসক সাড়া না দেওয়ায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

নয়ারহাটে দুর্ঘটনায় মৃত ১

নয়ারহাট, ২১ অক্টোবর : চারচাকার একটি গাড়ির সঙ্গে টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষে টোটোচালকের মৃত্যু হল। এক মহিলা সহ আরও দুজন গুরুতর জখম হয়েছেন। জখম তিনজনকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সোমবার নয়ারহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মৃতের নাম হাফিজুল মিয়াঁ (৩৮)। তিনি নয়ারহাট রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, তিনজন যাত্রী নিয়ে টোটোটি নয়ারহাট বাজার থেকে গোপালপুরের দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় উলটো দিক থেকে আসা ছোট গাড়িটির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। টোটোর চালক ও তিন যাত্রী গুরুতর আহত হন। স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে তড়িঘড়ি মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান।

স্থানীয় উদয় শীলের বক্তব্য, 'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক টোটোচালককে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জখম মহিলা এবং তাঁর দুই নাতি-নাতনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।' খবর পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলে নয়ারহাট ক্যাম্পের পুলিশ পৌঁছায়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত চারচাকার গাড়ি ও টোটোটিকে আটক করেছে। ঘটনাটির তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

দাবিপত্র

পারডুবি, ২১ অক্টোবর : সোমবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বিডিওকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ঘোকসাডাঙ্গা রিট ফাউন্ডেশন একটি দাবিপত্র দিল। সংস্থার তরফে বিপ্লব সরকার বলেন, 'সামাজিক কাজের জন্য ও সংস্থার অফিসঘর তৈরির জন্য আর্থিক অনুদানের দাবিতে বিডিওকে একটি দাবিপত্র দিয়েছি।'

পিচ ওঠা রাস্তায় যাতায়াতে বিপদ

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২১ অক্টোবর : কোথাও পিচের আস্তরণ উঠে পাথর বেরিয়ে এসেছে। কোথাও তৈরি হয়েছে বিরাট সব খানাখন্দ। সামান্য বৃষ্টিতেই জল জমে সেগুলি ডোবার চেহারা নেয়। কোথাও আবার পথবাতিও জ্বলে না। ফলে রাতেরবেলায় যাতায়াতে ঝুঁকি কয়েকগুণ বেড়ে যায়। কোচবিহার-১ ব্লকের জিরানপুর চৌপথি থেকে নাজিরগঞ্জ চৌপথি পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার রাস্তার এমনই জীর্ণদশা। কিন্তু বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য মানুষের যাতায়াতের ভরসা এটিই। অগত্যা এই ভোগান্তি মাথায় নিয়েই প্রতিদিন এই পথেই চলাচল করে চলেছেন তাঁরা। শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের দাবি পূরণ না হলে বড় ধরনের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ভুক্তভোগীরা। অভিযোগ, গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তা সংস্কারে প্রশাসন উদাসীন। কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি আবদুল জলিল আহমেদ সেই অভিযোগ অস্বীকার করে বললেন,

দেওয়ানহাট

'২০২০-তে ওই রাস্তা সংস্কার হয়। ফের প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই পদক্ষেপ করা হবে।' বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

বাম আমলে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনায় পিচ রাস্তাটি তৈরি হয়। কোচবিহার সদর ও দিনহাটা মহকুমার মধ্যে সংযোগ স্থাপনে এটি যথেষ্টই গুরুত্ব রাখে। বুড়িরহাট এলাকার সঞ্জীব দে প্রতিদিন বাইকে এই পথেই কোচবিহার শহরের কর্মক্ষেত্রে যান। তিনি বলেন, 'বর্তমানে রাস্তায় নিরাপদে বাইক চালানো দায়।'

বাজি বাজারের উদ্বোধন

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : বাজি বাজারের উদ্বোধন হল কোচবিহারে। সোমবার রাতে কোচবিহার শহরের রাসমেলার মাঠে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধন করলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এবারের মেলায় মোট ৩৮টি স্টল বসেছে। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত খোলা থাকবে এই বাজার।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বাজি বাজার নিয়ে ব্যবসায়ীরা বেজায় উৎসাহিত। এক জায়গায় সমস্ত বাজির দোকান হওয়ায় সাধারণ মানুষ সহজেই পছন্দমতো বাজি কিনতে পারবেন। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই জায়গায় বাজার করার সিদ্ধান্ত। এখানে পুলিশ, দমকলবাহিনী, পুরসভার কর্মীদের পাশাপাশি গোটা বাজার চত্বরে থাকবে সিসিটিভি নজরদারি।

সারা বাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির কোচবিহার শাখার সভাপতি সুকুমার দে-র কথায়, 'গতবার থেকে এখানে বাজার বসছে। সেবারও যথেষ্ট মুনাফা লাভ করেন ব্যবসায়ীরা। আমরা আশা করছি, গতবারের থেকে এবারে আমাদের বিক্রিবাটা আরও বাড়বে।'

আজও জ্বলছে বিশ্বাসের আকাশপ্রদীপ

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২১ অক্টোবর : আকাশপ্রদীপ জ্বলে, দূরের তারার পানে চেয়ে। এই প্রদীপ যেন দূরের আকাশে আমাদের হারিয়ে যাওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে এক অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে রাখে। এই গানে বাঙালির নস্টালজিয়া তো বটেই সঙ্গে জড়িয়ে অনেকটা আবেগ। ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা দীপক বর্মনের কথায়, 'মাকে অনেক ছোটবেলায় হারিয়েছি। ঠাকুমার কাছেই মানুষ। ঠাকুমা বেঁচে থাকতে কার্তিক মাসের সন্ধ্যায় রোজ আকাশপ্রদীপ জ্বালাতেন। আমি আর দাদা মিলে কীর্তন করতাম। এখন তো সেইসব কিছুই হয় না। ফাঁকা তুলসী মঞ্চে সকালে একবার জল-ফুল দিয়ে রাখি।'

আকাশপ্রদীপ বাঙালির পরম্পরার অন্যতম ঐতিহ্য। বেশ কয়েকবছর আগেও বাংলার অধিকাংশ বাড়িতেই কার্তিক মাসজুড়ে তুলসী মঞ্চের পাশে, নয়তো বাড়ির উঁচু জায়গাটায় বাঁশের উপর আকাশপ্রদীপ জ্বলত মিটমিট করে। বর্তমানের আধুনিকতার ছোঁয়ায় বদল এসেছে অনেক কিছুতেই। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ এই ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছেন। অবশ্য বাড়ির নতুন প্রজন্মদের কাছে এটি তেমন আগ্রহের নয়। আবার কোথাও মাটির প্রদীপের জায়গা করে নিয়েছে বৈদ্যুতিক বাতি।

পুরাণ মতে, বিষ্ণুর উপাসনার সঙ্গে আকাশপ্রদীপের যোগসূত্র রয়েছে। আবার অনেকেই বলেন, এই প্রদীপ জ্বালিয়ে পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। চ্যাংরাবান্ধার বাসিন্দা সুস্মিতা সাহার কথায়, 'আমাদের বাড়িতে বরাবর কার্তিক মাসের ১ তারিখ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত রোজ সন্ধ্যায় তুলসী মঞ্চের পূর্বদিকে এই প্রদীপ জ্বালানো হয়। পূর্বপুরুষদের আশীর্বাদ কামনায় তাঁদের উদ্দেশে এভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হয়।'

পুরাণে আছে, দীর্ঘ চার মাসের যোগনিদ্রা শেষে ভগবান বিষ্ণু কার্তিক মাসে জেগে ওঠেন। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখতে ভক্তেরা আকাশপ্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন গোটা মাস ধরে। বাড়ির সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উত্তর বা পূর্বদিকে মুখ করে এই প্রদীপ দেওয়া হয়। ভোটবাড়ির বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতি গবেষক শচীমোহন বর্মন বললেন, 'একটা বিশ্বাস কাজ করে এর পেছনে। এই প্রদীপের মাধ্যমে ভগবান ভক্তদের মনস্কামনা পূর্ণ করে সুখশান্তি সমৃদ্ধিতে তাঁদের জীবন ভরিয়ে দেন। আরও একটি মত রয়েছে, মহালয়ায় পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে তর্পণ করা হয়। তারপরের এক মাস তাঁরা পৃথিবীতে অবস্থান করেন। কালীপুজোর অমাবস্যায় আবার তাঁরা যাত্রা করেন পরলোকে। তাঁদের পথ দেখায় এই প্রদীপ।'

চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গি এলাকার তরুণী পূর্ণিমা সূত্রধরের কথায়, 'আমাদের বাড়িতে রোজ নারায়ণের পুজো করেন দাদু। দাদু বলেন, 'এই সময় প্রভুর ঘুম ভাঙে। এখন বাঁশে বাঁধা বাড়ির ওই প্রদীপ টিউশন থেকে ফেরার সময় দূর থেকে দেখতে পাই।'

তবে, এই যুগে অনেকেই প্রদীপের ঐতিহ্য ও ধ্যানধারণা মানেন না। পুজোর সংখ্যা, হুজুগ, থিম সব বেড়ে চললেও কিন্তু ঐতিহ্য, পুরোনো প্রথাগুলি ক্রমেই ধূসর হয়ে যাচ্ছে। তার মধ্যেই কেউ কেউ বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে বাঙালির এই আবেগকে।

মঙ্গলবার, ৫ কার্তিক ১৪৩১, ২২ অক্টোবর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৫২ সংখ্যা

সুযোগ এবং বিভ্রান্তি

আন্দোলনরত জুনিয়ার ডাক্তারদের সামনে চলতি পরিস্থিতিতে বিস্তর সুযোগ আছে। অবিশ্বাস্য জনসমর্থন, সমাজের জনমত প্রভাবিত করার মতো অংশকে পাশে পাওয়া, গণমাধ্যমের সাহায্য, সামাজিক মাধ্যমে উপচে পড়া আনুকূল্য ইত্যাদি পুঁজি হিসেবে কাজ করেছে। আন্দোলনটি ঘিরে মানুষের অনেক প্রত্যাশাও ছিল। কিন্তু স্বাস্থ্য ভবনে বৈঠক উত্তর ঘটনাবলি, শাসকের সঙ্গে বারবার বৈঠক, অনশন সহ নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তহীনতায় আন্দোলন কিছুটা দিকভ্রান্তও বটে।

গণজাগরণ যে সম্ভাবনাগুলির জন্ম দেয়, তা সবসময় সম্পূর্ণ সফল হয় না। তবে সামাজিক ক্ষতগুলিকে চিহ্নিত করে, তা মেরামতে শাসককে বাধ্য করে। সাময়িক হলেও রাষ্ট্র সংস্কার করতে বাধ্য হয়। যেমন এখন এ রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে সংস্কার চলছে। তদন্ত করছে সিবিআই।

আরজি কর মেডিকেলে তরুণী চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণে প্রধান অভিযুক্ত কিন্তু ব্যর্থ প্রশাসনিক ব্যবস্থা। ফলে প্রশ্ন উঠবেই, সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাওয়া হল কেন? শুধু স্বাস্থ্যক্ষেত্র নয়, সর্বস্তরে কেন এমন অবহেলা? লক্ষ্য কি বেসরকারি স্বাস্থ্য-বাণিজ্যের কলেবরবৃদ্ধি? জুনিয়ার ডাক্তাররা এসব মৌলিক প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছেন।

রোগী রেফারাল সিস্টেমের আধুনিকীকরণ, হাসপাতালের পরিকাঠামোগত বদলের উল্লেখ আছে বুড়িছোঁয়ার মতো করে। আলোচনায় সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বেহাল অবস্থার কথাও উঠেছে। কিন্তু দুর্নীতি ও সরকারি অপদার্থতার ফোকাসটা অদৃশ্য। সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় পরিষেবা বিপন্ন হওয়ার মূল যে বেসরকারিকরণ, তা নিয়েও এই আন্দোলন নীরব।

নানা রাষ্ট্রীয় নীতির খাঁড়ায় ভারতে রোগী ও চিকিৎসক উভয়েই বিপন্ন। পাশাপাশি রয়েছে সরকারি হাসপাতালে ডাক্তারের অভাব, ওষুধে ভেজাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের কাজের অসহনীয় দশা। কিন্তু আন্দোলনে এসবের উল্লেখ কই? আন্দোলনটির শ্রেণি অবস্থান ও বর্শামুখ নিয়ে তাই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

অনেক মানুষ যুক্ত থাকলেও আন্দোলনের উদ্দেশ্য জনস্বার্থ সম্পর্কিত না বিশেষ গোষ্ঠীর স্বার্থে, সেই প্রশ্নও উঠছে। স্লোগান-সর্বস্বতায় নৈতিকতার পরাকাষ্ঠার প্রতীক হওয়া যায় না। এই আন্দোলন শেষপর্যন্ত সাধারণ মানুষের পক্ষে দাঁড়াল না শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে কোনও কায়েমি স্বার্থকে শক্তিশালী করে ফেলছে, তার বিশ্লেষণ সমানভাবে হওয়া দরকার।

কেন জুনিয়ার ডাক্তাররা স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণ ও জনস্বার্থের দাবিগুলি সামনে আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন? এই আন্দোলনের সমর্থনে সরব এমন বহু ব্যক্তিত্ব ও সংগঠন আছে, যারা দীর্ঘদিন গণস্বাস্থ্য আন্দোলনে যুক্ত। তারা ফার্মা লবি, স্বাস্থ্যে বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার। আন্দোলনে প্রবলভাবে সক্রিয় কর্পোরেট হাসপাতালের চিকিৎসকরা। কিন্তু এঁদের মধ্যে সরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামোকে মজবুত করে ডাক্তার ও রোগী উভয়ের স্বার্থরক্ষার ভাবনা উধাও। কারণ, এসব তাদের শ্রেণিস্বার্থ বিরোধী।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী, চিকিৎসার খরচ জোগাতে ফি বছর সাড়ে পাঁচ কোটি ভারতীয় দরিদ্র হন। এর অধিকাংশ একদা মধ্যবিত্ত। আসলে এখন 'ডক্টরহুড'-এর জমানা। এখানে কোনও শ্রেণিভেদ নাই, চশমখোর-জনদরদি ফারাকহীন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম আলোচনার পর এক ডাক্তার নেতা বলেছিলেন, রাষ্ট্র, সুপ্রিম কোর্ট, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর তাঁদের ভরসা আছে। প্রশ্ন ওঠে, তাহলে আন্দোলন কার বিরুদ্ধে?

আরজি কর মেডিকেলের পর গত প্রায় আড়াই মাসে দেশে শতাধিক ধর্ষণ-খুন হলেও কোথাও প্রতিকার হয়নি। অথচ কোথাও তেমন বিক্ষোভ, আন্দোলন দানা বাঁধেনি। বরং বাংলায় জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের মধ্যে নানা বিভ্রান্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে। ডাক্তার ও রোগীদের যুযুধান শিবির হিসাবে দেখানো হচ্ছে। রোগীদের জুড়তে না পারলে, স্বাস্থ্য পরিষেবার বেসরকারিকরণ নিয়ে নীরব থাকলে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন থাকে বৈকি!

অমৃতধারা

তুমি যা ভাববে,পরিণামে তুমি তাই হবে। যদি মুক্তি পেতে চাও তবে ঈশ্বরচিন্তায় ডুবে যাও। দেহের ধ্বংস হয়, আত্মা অবিনাশী। আত্মা নিত্যবস্তু, দেহ অনিত্য। আত্মা সচ্চিদানন্দস্বরূপ। দেহের সঙ্গে নিজেকে IDENTIFIED (একাকার জ্ঞান) করার জন্যেই মানুষের এই অশান্তি, দুঃখ, দুর্গতি ও ভবযন্ত্রণা। নিজের আসল স্বরূপের দিকে নজর নেই- ভাবছে এই রক্তমাংসের দেহটাই 'আমি, আমি অমুকের ছেলে, অমুকের মেয়ে—' সেইজন্যই তো মানুষের এত দুঃখ, অশান্তি, এত শোকতাপ, জ্বালা-যন্ত্রণা। এ সবই অজ্ঞানতা। উপলব্ধি করো যে, 'তুমি জন্মমৃত্যুহীন আত্মা- তুমি ঈশ্বরের সন্তান, ঈশ্বরের অংশ'। এই উপলব্ধি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ কেউই শান্তি পায় না, কিছুতেই ভবযন্ত্রণা দূর হয় না।

-স্বামী অভেদানন্দ

বাংলাদেশ, রাজাকার ও জামায়াতে

রবিবার পদ্মাপারে আড়াই মাস হল ইউনূসের সরকার। গণ অভ্যুত্থানের উন্মাদনা উধাও। বাজার অগ্নিমূল্য। আইনশৃঙ্খলা নেই।

অমল সরকার

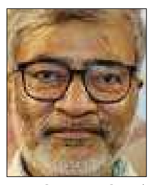

এ বছর জানুয়ারিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন কভার করতে গিয়েছিলাম। ভোটের দিন রাতে ঢাকার জনপ্রিয় টেলিভিশন চ্যানেলকে সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, নির্বাচন হল বটে, কিন্তু যে ৬০ শতাংশ মানুষ (সে দেশের নির্বাচন কমিশন দাবি করেছিল, ভোট পড়েছে ৪০ শতাংশ) ভোট দিলেন না, তাঁরা যদি রাজনৈতিক নেতৃত্বহীন থেকে যান তবে তা সরকারের জন্য বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে।

দেখা গেল, আট মাসের মাথায় বিরোধী রাজনীতির পরিসরের শূন্যতা পূরণে ছাত্ররা এগিয়ে এসে হাসিনাকে হটিয়ে দিল।

ছাত্রদের খেপিয়ে তুলতে আমেরিকার পাকা মাথা যে কাজ করেছে, তা এখন আর গোপন নেই। শেখ হাসিনার সরকার সম্পর্কে বাইডেন প্রশাসন উত্থাপিত ইস্যু এবং ছাত্রদের অভিযোগ অভিন্ন। আমেরিকা এবং ছাত্রদের কাজটা সহজ করে দেন স্বয়ং হাসিনাই। দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসনে তিনি অভাবনীয় উন্নতির নজির গড়ার পাশাপাশি বিরোধীদের কণ্ঠরোধ, ভোট লুট, বাকস্বাধীনতা হরণের ঘটনাও মাত্রা ছাড়ায়। পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে বাকিদের আড়াল করে তাঁর পিতা শেখ মুজিবুরের অবদানকে এমনভাবে তুলে ধরেছিলেন, আওয়ামি লিগেরও বহুজনের কাছে যা মানসিক সন্ত্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ইতিহাসের পাতায় কিছু চাপিয়ে চিরস্থায়ী করা যায় না। যে ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে হাসিনাকে দেশ ছাড়তে হয়, বিগত পনেরো বছর তারা তাঁরই সরকারের তৈরি ইতিহাস বই পড়েছে, যার পাতায় পাতায় মুক্তিযুদ্ধের শতভাগ কৃতিত্ব কার্যত মুজিবকে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে এই ব্রেনওয়াশের পরিণতি শেষমেশ হাসিনা ও তাঁর দলের, গোটা দেশের জন্যও ভয়ংকর পরিণতি ডেকে এনেছে।

পরিণতির আভাস পাওয়া গিয়েছিল হাসিনার দেশত্যাগ পরবর্তী ক'দিনের ঘটনাবলি থেকে। প্রশাসনের অনুপস্থিতির সুযোগে উপোসী ছাড়পোকারা হিংস্র হায়নার রূপ ধারণ করে আওয়ামি লিগ সমর্থক আর সংখ্যালঘুর রক্তে হোলি খেলে। তালিবানি কায়দায় হত্যার পর গাছে, ল্যাম্পপোস্টে দেহ ঝুলিয়ে দিয়ে উল্লাস চলে। সেই ঘটনাবলিকে তীব্র আওয়ামি বিরোধী এবং ধর্মান্ধদের অসভ্যতা বলেই ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু ৮ অগাস্ট মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি টিভিতে লাইভ দেখার সময়েই একটি প্রশ্ন আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছিল, মুজিব-কন্যার পর বাংলাদেশ কাদের হাতে গেল?

ঢাকার বঙ্গভবনের সেই শপথ অনুষ্ঠানে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের নাম উচ্চারিত হয়নি। উচ্চারিত হয়নি সে দেশের জাতীয় চার নেতা- সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান, মুহাম্মদ মনসুর আলির নাম। বঙ্গভবন অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত শপথ অনুষ্ঠানে জাতির পিতার কোনও প্রতিকৃতি ছিল না। অনুষ্ঠানের শুরুতে শুধু কোরান পাঠ হয়েছে। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের চালু প্রথা মেনে কোরানের পর গীতা, বাইবেল, ত্রিপিটক থেকে পাঠ করা হয়নি। হাসিনা-বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হলেও ৫ থেকে ৮ অগাস্ট রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক হিংসায় নিহতদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের বালাই ছিল না। শপথ নেওয়ার সাতদিনের মাথায় ১৫ অগাস্ট মুজিবকে হত্যার দিনটি জাতীয় শোক দিবস হিসাবে পালন করেনি নতুন সরকার। বাতিল হয় সেদিনের জাতীয় ছুটি।

গণ অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া ছাত্র-জনতা আওয়াজ তুলেছিল, 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার রাজাকার'। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি রাজাকাররা শতশত খুন আর হাজার হাজার নারীর উপর যৌন নিপীড়ন চালিয়েছিল। ইউনূসের নানা পদক্ষেপে স্পষ্ট, সেই রাজাকারদের অভিভাবক জামায়াতে ইসলামি তাঁর আসল উপদেষ্টা।

প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্বভার নেওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই জামায়াতের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছেন তিনি। জামাতকে খুশি করতে আরও সাতটি জাতীয় ছুটি বাতিল করতে গিয়ে ৭ মার্চকেও ছাড় দেননি ইউনূস। ১৯৭১-এর ওইদিনে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণে দীপ্তকণ্ঠে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' যে ভাষণ শুনে ওপারের স্বনামধন্য কবি নির্মলেন্দু গুণ লিখেছিলেন, 'সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।'

৭ মার্চের সেই ভাষণকে অস্বীকার করার অর্থ ন'মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধ, ২৬ মার্চের স্বাধীনতা এবং ১৬ ডিসেম্বরের বিজয় দিবসকেও নস্যাৎ করার চেষ্টা। ৭ মার্চের ওই ভাষণই গোটা জাতিকে যুদ্ধের প্রেরণা জুগিয়েছিল। রক্তের মূল্যে কোনও স্বাধীনতার লড়াইকে মাপা হলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অমূল্য, যার সঙ্গে মিশে আছে ভারতীয় সেনার রক্তও।

মুজিবের 'জাতির পিতা' স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া এবং টাকা থেকে তাঁর ছবি মুছে ফেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। জাতীয় সংগীত, রবি ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা......' বাতিলের দাবি সম্পর্কে নীরব অন্তর্বর্তী সরকারের অভিভাবকরা। মুজিবের চালু করা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লেখার সরকারি বাসনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

এভাবেই দেশের ইতিহাসকে কলমের খোঁচায় মুছে ফেলার কর্মসূচি নিয়ে এগোচ্ছেন ইউনূস, যিনি প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার আগে ৮৪ বছরের জীবনে একবারের জন্য সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহিদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে যাননি। মুক্তিযুদ্ধের সময় বিদেশে পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে বাংলাদেশ কার হাতে পড়েছে এবং কোন দিকে এগোচ্ছে।

মুজিবের 'জাতির পিতা' স্বীকৃতি কেড়ে নেওয়া এবং টাকা থেকে তাঁর ছবি মুছে ফেলা এখন সময়ের অপেক্ষা। জাতীয় সংগীত, 'আমার সোনার বাংলা...' বাতিলের দাবি সম্পর্কে নীরব অন্তর্বর্তী সরকারের অভিভাবকরা। মুজিবের চালু করা সংবিধান বাতিল করে নতুন করে লেখার সরকারি বাসনা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে।

৭ মার্চের সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।' সেই বাংলাদেশে উগ্র ইসলামপন্থীদের হুমকির মুখে এবার অনেক জায়গায় দুর্গাপুজো হয়নি। চট্টগ্রামের মতো বন্দর শহরে পুজোমণ্ডপে জোর করে ঢুকে ইসলামিক সংগীত পরিবেশন করেছে জামাত-ঘনিষ্ঠ সংগঠন। ঢাকায় প্রতিমা লক্ষ্য করে পেট্রোল বোমা ছোড়া হয়। সংখ্যালঘু, বিশেষ করে হিন্দুদের উপর হুমকি-সন্ত্রাসের এমন আবহে ইউনূস সরকার ১৫ জুলাই থেকে ৮ অগাস্টের মধ্যে সংঘঠিত খুন, ধর্ষণ, সরকারি সম্পত্তি ধ্বসংকারী অপরাধীদের গণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, নিপীড়নের যে ২০১০টি ঘটনা ঘটে তার ৯০-৯৫ ভাগই ঘটেছে ৫ থেকে ৮ অগাস্টের মধ্যে। সংখ্যালঘুদের উপর এমন নজিরবিহীন হামলার ঘটনায় অভিযুক্তদের কারও সাজা হবে না, যারা মূলত জামাত ও বিএনপি'র সন্ত্রাসী।

আক্রান্ত শুধু সংখ্যালঘুরা নন। মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিও বিপন্ন সে দেশে। জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ৭৫ বছর বয়সি অধ্যাপক আনোয়ার হুসেনের উপর হামলার পর হাসপাতালে কর্তব্যরত নার্স প্রবীণের মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় শুনে পরামর্শ দেন, 'বাবা, এখন এই পরিচয়ের কথা কাউকে আর না বলাই ভালো।'

গত রবিবার আড়াই মাস পূর্ণ করেছে ইউনূস সরকার। কেমন আছেন বাংলাদেশের মানুষ? ঢাকার কাওরান বাজার শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি বাজারের মতো ব্যাগ ভরে মাছ-সবজি কেনাকাটা করার বড় মার্কেট। শনিবার সকালে ঢাকার এক সাংবাদিক ফোনে জানালেন, রাজধানীর সেই বড়বাজারে ক্রেতাদের অনেকেই আজকাল একটা বেগুন, চারটে পটল কিনছেন। দেড়-দু'মাস ধরে একশো টাকার নীচে কোনও সবজি নেই। কঠোর বাস্তব তুলে ধরতে একজন ফেসবুকে লিখেছেন, 'ছোটবেলায় মা একটা ডিম পাঁচ ভাগ করে পাঁচ-ভাইবোনের পাতে দিতেন। সরকারকে ধন্যবাদ ছেলেবেলা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য।' ডিম ১৮০ টাকা ডজন।

হাসিনার নামে ঢাকার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল যখন গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে, তখন সরকারের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে বহু মানুষ টিভি ক্যামেরার সামনে বলতে শুরু করেছেন, 'এর থেকে হাসিনাই ভালো ছিল।' আড়াই মাসেই গণ অভ্যুত্থানের উন্মাদনা উধাও। জনক্ষোভের মূলে জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য ছাড়াও আছে অস্থির আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সামাজিক মাধ্যমে, টিভি চ্যানেলে ছুরি, পিস্তল ঠেকিয়ে ছিনতাইয়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজের ছড়াছড়ি। সদ্য ঢাকা ফেরত কলকাতার এক সাংবাদিকের কথায়, ৫ অগাস্ট পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সর্বোপরি সামাজিক পরিস্থিতি বলতে গেলে আড়াইশো কিলোমিটার বেগে বয়ে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী অবস্থার মতো। সব লন্ডভন্ড হয়ে আছে। কিছুই স্বাভাবিক হয়নি।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৫৪

কবি জীবনানন্দ দাশের জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

২০০২

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক বিনয় মুখোপাধ্যায়।

আলোচিত

যদি ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে ঈশ্বরই সমাধানের পথ দেখান। রামজন্মভূমি-বাবরি মসজিদ মামলার রায় ঘোষণার আগে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। তিনি সমাধানের পথ খুঁজে দিয়েছেন।

- ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়

ভাইরাল/১

মুখ, হাতের চামড়া কুঁচকেছে। সত্তরোর্ধ্ব এমন একজন বৃদ্ধাকে টি-শার্ট গুটিয়ে হাতের পেশি দেখাচ্ছেন এক তরুণ। কিন্তু গুগলি দিলেন বৃদ্ধা। নিজের মুঠো করা হাত কনুই থেকে আস্তে আস্তে মুড়তে থাকেন। বৃদ্ধার বাইসেপস আলুর মতো ফুলে ওঠে। নিজের হাতা নামিয়ে নিলেন তরুণ।

ভাইরাল/২

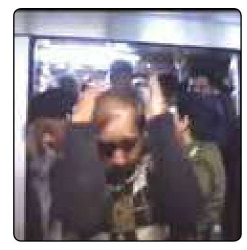

জনাকয়েক পুরুষ দিল্লিতে মেট্রোর মহিলা কামরায় উঠে পড়েছিলেন। মহিলা যাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের তুমুল ঝগড়া শুরু হয়। পরের স্টেশন আসতেই পুলিশ হস্তক্ষেপ করে। পুরুষ যাত্রীদের চড় মেরে নামানো হয়। পুলিশের সঙ্গ দেন মহিলা যাত্রীরা।

জনমন জনমত

সুবিধাভোগীদের ভিড়ে কমছে চাকরির সুযোগ

পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা ভারতে সরকারি চাকরির বিষয়টি আজ এত নিম্নসীমায় পৌঁছেছে যে, সর্বস্তরের চাকরিপ্রার্থীই যে সরকারি চাকরি করবে - এমন স্বপ্নের কথা জোর গলায় কেউ বলতে পারে না। কেননা কোনও নিশ্চয়তা নেই। যে ছেলেটা স্বপ্ন দেখেছিল হাইস্কুলে শিক্ষকতা করবে তার স্বপ্নের মৃত্যু হয়েছে গত আট বছর এসএসসি হয়নি বলে। এরকম এক হতাশাজনক পরিস্থিতিতে যতটুকু নিয়োগ রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার করছে, তাতে অর্ধেকের বেশি রিজার্ভ শ্রেণির জন্য পূর্বনির্ধারিত। বিশেষ করে যে কোনও চাকরির পরীক্ষায় এসটি এবং পিএইচ শ্রেণির কাটঅফ অর্ধেকে নেমে যায়।

শিক্ষা বলে সমতার কথা। কিন্তু আমরা সহানুভূতির নামে বিভেদ করে রেখেছি। একজন এসটি শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থী এবং তার পাশে জেনারেল শিক্ষার্থী একই ক্লাস করল, একই সুযোগসুবিধা পেল। কিন্তু এসটি শ্রেণিভুক্ত শিক্ষার্থী চাকরির যোগ্যতার পরীক্ষায় অনেক কম পেয়েও এগিয়ে কেন? এসটিদের যে অর্থে সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়, আদতে কি সেইসব সুবিধা সব এসটি শিক্ষার্থী পাওয়ার যোগ্য?

যে ব্যক্তি এসটি কোটায় চাকরি পেলেন সেই অবধি ঠিক আছে। কিন্তু সেই ব্যক্তির সন্তানের তো সেই সুবিধা পাওয়ার কথা না। কিন্তু পায়। যে কারণে সুবিধাভোগীদের ভিড়ে হারিয়ে যায় জেনারেলরা। পাশাপাশি একজন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে এগিয়ে দেওয়া হল ঠিকই, কিন্তু যেসব বিভাগে জায়গা পূরণ হল সেসব বিভাগের কাজ পূরণ কি সম্ভব?

শিক্ষার আঙিনা থেকে যারা বহুদূরে তাদের শিক্ষার আঙিনায় নিয়ে আসার অন্য পদ্ধতি হতে পারত। যোগ্যতার পরীক্ষায় সর্বদা মেধাকে প্রাধান্য দেওয়া হোক।

রাসেল সরকার, শিলিগুড়ি।

ভারত-কানাডার মধ্যে টানাপোড়েন

সম্প্রতি ভারত ও কানাডার মধ্যে যে কূটনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে, তা উদ্বেগজনক। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতকে অকারণে খালিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন। এমন ভিত্তিহীন অভিযোগ আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে অনভিপ্রেত এবং দুই দেশের সম্পর্কের জন্য ক্ষতিকর। বিশেষত ট্রুডোর এই অভিযোগ কানাডায় বসবাসকারী শিখদের একটি চরমপন্থী অংশকে তুষ্ট করতে করা হয়েছে বলে মনে হয়, যা কানাডার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকেই ইঙ্গিত করে।

ভারত তার কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ছয়জন ভারতীয় কূটনীতিককে দেশে ফিরিয়ে এনেছে। দুই দেশের মধ্যে বহু বছর ধরে গড়ে ওঠা সম্পর্ক, বিশেষ করে জনগণের মধ্যে যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য রয়েছে, তা এখন এক সংকটময় অবস্থায় পৌঁছেছে।

ভারতের বিশ্বমঞ্চে ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে মাথায় রেখে এ ধরনের দ্বন্দ্ব সমাধানের জন্য উভয় দেশেরই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত। কানাডার উচিত কূটনৈতিকভাবে এই সমস্যার সমাধান করা, যাতে ভবিষ্যতে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হয়। আশা করি, উভয় দেশ এই সংকট থেকে শীঘ্রই উত্তরণের পথ খুঁজে বের করবে।

নীলাচল রায়, মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

যে সম্পর্কগুলোর কোনও ডাকনাম নেই

চলার পথে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আত্মার সম্পর্ক হয়। তারপর তাঁরা হারিয়ে যান একদিন। উৎসবের মরশুমে বেশি মনে পড়ে।

জয়ন্ত চক্রবর্তী

ভোরের কুয়াশায় ঢেকে আছে ক্যাম্পাস। সামনেই পরীক্ষা। এসময় বায়োলজিকাল ক্লক ভীষণ সক্রিয়। সকাল সকাল কীভাবে যেন ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই এক কাপ গরম চা যে ভীষণ দরকার! অগত্যা কোনওভাবে গরম চাদর চাপিয়ে হস্টেল থেকে এক'পা দু'পা করে এগিয়ে একটু দেখে নেওয়া সুবলদার চায়ের দোকানের ঝাঁপ খোলা কি না। হ্যাঁ, ঠিক খোলা।

সুবলদাও জানেন, ফি-বছর পরীক্ষার মরশুমে সকাল সকাল ছেলেদের একটু গরম চা চাই। তাই খুব ভোরে সাইকেলের পেছনের ক্যারিয়ারে বেকারির বিস্কুট আর গরম টাটকা পাউরুটির কার্টন দড়ি দিয়ে বেঁধে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছেন তিনি। কুয়াশার পথ ধরে। কয়লার উনুনটি জ্বেলে দুধ-চিনি সহযোগে কড়া পাকের দুধ চা চাপিয়ে দেন উনুনে। গরম চায়ে চুমুক দিতেই শরীরের আড়মোড়া ধীরে ধীরে কাটতে থাকে।

ওদিকে কুয়াশা ভেদ করে অনতিদূরে জেগে ওঠে কার্সিয়াং পাহাড়। এভাবেই একদিন পরীক্ষা শেষ হয়। ছেলেরা যে যার মতো ক্যাম্পাস ছেড়ে বাড়ি ফেরে। নতুন ছাত্রছাত্রীর সমাগমে ক্যাম্পাস আবার সরগরম হয়ে ওঠে। সুবলদার চায়ের দোকান রোজ খোলা হয়। পাহাড়টা ঠিক আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

বন্দর এলাকা। কয়েকটি দোকান। একটি সবুজ খেলার মাঠ ও মাঠ সংলগ্ন চারপাশে খোলা বারান্দার একটি প্রাইমারি স্কুল, আর ব্যাংকের একটি ছোটখাটো শাখা। দূরদূরান্ত থেকে

আসা কয়েকজন ব্যাংককর্মীর নিতান্ত প্রয়োজনে এ-তল্লাটে গড়ে উঠেছে মেসবাড়ি। মেসবাড়িতে রান্না করেন কল্পনা মাসি। তেলে-ঝালে রান্নায় স্বাদ আনাতে তাঁর বেশ সুনাম। কিন্তু না, বাঁকুড়া থেকে আসা ধ্রুব পান্ডা'র তেল-ঝাল পেটে সয় না। তাই কল্পনা মাসি রোজ রাঁধতে গিয়ে একবার ধ্রুবর কথা মনে পড়তেই সতর্ক হন। নিজেকে নতুনভাবে প্রয়োগ করতে চান তিনি। হঠাৎ একদিন কল্পনা মাসি জানতে পারেন, ধ্রুব মেস ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। কেননা তাঁর পোস্টিং হয়েছে বাড়ির কাছাকাছি।

জেলা শহরের মোটর ভেহিকল অফিসে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের আনাগোনা। অফিসের পাশেই অস্থায়ী একচালা ঘরে এক সাদামাঠা খাবারের হোটেল চালায় এক দম্পতি। অনেক মানুষের ভিড়ে অফিসের এক বাবুও টিফিন আওয়ারে এসে খেয়ে যান ভাত। হোটেলের রাঁধুনি গৃহবধূ জেনে গিয়েছেন বাবুর ধনেপাতা দিয়ে বাটা মাছের পাতলা ঝোল খুব পছন্দ। তাইতো পরম মমতায় মাঝেমধ্যেই বাটা মাছ রাঁধা হয় এই তুচ্ছ হোটেলে। একদিন বাবুটির আসা বন্ধ হয়। বাটা মাছ পড়ে থাকে। পরে জানা যায়, ট্রান্সফার হয়ে তিনি নাকি অন্যত্র চলে গিয়েছেন।

জীবনে চলার বাঁকে আমাদের এভাবেই বেশ কিছু অদৃশ্য সম্পর্ক তৈরি হয়। এমন সম্পর্কগুলোকে কখনও সংজ্ঞায়িত করা যায় না। সম্পর্কগুলোর কোনও ডাকনাম নেই। কিন্তু সম্পর্ক তৈরি হয়- কখনও স্কুলবেলায় পঁচিশ পয়সার বিনিময়ে আইসক্রিম হাত থেকে নেওয়া সেই বরফওয়ালার সঙ্গে, কখনও মেসবাড়িতে থাকতে গিয়ে পাশের মুদিখানার দোকানির সঙ্গে, কখনও ডেইলি যাতায়াতের সুবাদে বাস কনডাক্টরের সঙ্গে। এমন সম্পর্কগুলো হঠাৎ ছিন্ন হলে শুরুতে কোনও অভিঘাত তৈরি হয় না ঠিকই, কিন্তু মনের ভেতরে কোথাও যেন সম্পর্কগুলো ঘুমিয়ে থাকে। বহু বছর পর রাতে ঘুম না এলে হঠাৎ সুবলদা, কল্পনা মাসিরা জেগে ওঠেন। বেশি করে যেন উৎসবের সময়, উৎসব হারিয়ে যাওয়ার সময়ই।

(লেখক শিক্ষক, দিনহাটার বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৬৭

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	৫					
৬			★	★	★	★	★
★	★	★	★	★	৭		৮
৯		১০		১১		★	
	★		★		★	★	
১২			★	১৩			

পাশাপাশি : ১। কোমল ও মসৃণ ৩। কিছু দেওয়ার জন্য বারবার অনুরোধ ৫। যেখানে আশার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ৬। যে জুলুম বা অন্যায় আচরণ করে ৭। হিংস্র বন্যপ্রাণী ৯। বাধাবিপত্তি বা আঘাত এবং প্রত্যাঘাত ১২। সেনাবাহিনীর জন্য খাদ্য সম্ভার ১৩। যে কল টিপলে জল পড়ে।

উপর-নীচ : ১। বিশেষভাবে বিচার বা পরীক্ষা করে দেখা ২। যারা মিষ্টির কারবার করে ৩। যেসব বর্ণ তালুকে ছুঁয়ে উচ্চারিত হয় ৪। পুত্রসন্তান বা বালক ৫। এই ফল খেতে খুব তেতো ৭। যেখানে কড়া পরলেই গ্রেপ্তার ৮। নাকানিচোবানি অবস্থা ৯। ঘুঙুর বা নূপুর ১০। কোনও বিষয়ে অনিচ্ছাকৃত ভুল ১১। সুযোগের অপেক্ষায় ওঁত পেতে থাকা।

সমাধান ■ ৩৯৬৬

পাশাপাশি : ১। ফালতু ৪। মুখর ৫। হাবা ৭। নাকাল ৮। শরিকানা ৯। বাতায়ন ১১। সীবন ১৩। চাড় ১৪। চশমা ১৫। নাচার।

উপর-নীচ : ১। ফাতনা ২। তুমুল ৩। দরবেশ ৬। বাহানা ৯। বাগিচা ১০। নষ্টচন্দ্র ১১। সীমানা ১২। নজির।

বিন্দুবিসর্গ

সিতাই কেন্দ্রের উপনির্বাচন

একসময়ের গড়ে বিপাকে কংগ্রেস

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে একসময় বেশ কয়েকবার জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। এই কেন্দ্র থেকেই ভোটে জিতে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হয়েছিলেন ফজলে হক। অথচ সেই কংগ্রেস এখন অথই জলে। সব দল উপনির্বাচনের প্রার্থী ঘোষণা করে দিলেও কংগ্রেস করেনি। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কী করবে তা নিয়ে দলের অন্দরে আলোচনা কংগ্রেস মিটিং, মিছিল করার জন্য লোক খুঁজে পাচ্ছে না। পরিস্থিতি এমন যে স্থানীয় স্তরের কার্যালয়গুলি তো বটেই, জেলা পার্টি অফিস খোলার লোক নেই কংগ্রেসের। সারাদিনে হাতেগোনা কয়েকজন কর্মীকে পার্টি অফিসে দেখা যায়। সামনে ভোট থাকলেও কংগ্রেসের দুর্দশা নিয়ে চিন্তিত অনেক কর্মীই। কীভাবে ভোট পরিচালনা হবে, তা নিয়েও এখনও পর্যন্ত কোনও পরিকল্পনা হয়নি বলে দলীয় সূত্রে খবর। দিন এগিয়ে এলেও এখনও

কোচবিহার জেলা কংগ্রেসের কার্যালয় বন্ধ। সোমবার। ছবি : জয়দেব দাস

চলছে। তাছাড়া সব বুথে তো দূর অস্ত, ১০ থেকে ১৫ শতাংশ বুথে তারা এজেন্টও দিতে পারবে কি না তা নিয়ে সন্দিহান দলীয় কর্মীরা।

যদিও দলীয় সূত্রে খবর, দুজন প্রার্থীর নাম অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিশনে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের একজন হলেন হরিহর রায় সিংহ, অপরজন জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুকমল বর্মন। দুজনই ছাত্র পরিষদের পুরোনো কর্মী। পেশায় আইনজীবী হরিহর পুরোনো কংগ্রেস কর্মী হলেও তাঁর ছেলে কল্লোল রায় সিংহ তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী। মাঝেমধ্যেই তৃণমূলের প্রচারে দেখা যায় কল্লোলকে। অপরদিকে, হরিহরকে অনেকদিন ধরে পার্টির কোনও মিটিংয়ে দেখা যায় না। এই অবস্থায় হরিহরকে নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এই দুজনের পাশাপাশি ছায়ারানি বর্মনের নামও শোনা যাচ্ছে। তিনিও দীর্ঘদিনের কংগ্রেস কর্মী। তিনি সেবাদলের রাজ্য সম্পাদিকার দায়িত্বে রয়েছেন।

এদিকে, দলের জেলা কমিটি এবং বুথ কমিটিও দীর্ঘদিন থেকেই ভাঙা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে উপনির্বাচনে কে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন সেকথা এখনও স্পষ্ট করেনি কংগ্রেস। উপনির্বাচনে অন্য দলগুলি মিটিং-মিছিল শুরু করে দিলেও কোনও মিটিং না হওয়ায় দলের অন্তরে ক্ষোভ বাড়ছে।

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি রবিন রায় বলেন, শীঘ্রই আমাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হবে। এখনও নাম ঘোষণা না হলেও প্রার্থীকে জেতানোর জন্য আমাদের কর্মীরা কাজ শুরু করে দিয়েছেন।'

প্রশ্ন দলে

- দুজন প্রার্থীর নাম অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিশনে পাঠানো হয়েছে
- একজন হরিহর রায় সিংহ, অপরজন জেলা যুব কংগ্রেসের সভাপতি সুকমল বর্মন
- হরিহর পুরোনো কংগ্রেস কর্মী, তবে বর্তমানে তাঁকে পার্টির কোনও মিটিংয়ে দেখা যায় না
- হরিহরের ছেলে কল্লোল আবার তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী
- এই অবস্থায় হরিহরকে নিয়ে দলের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে

বামের প্রার্থী ফব'র অরুণ

গৌরহরি দাস ও শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : সিতাই বিধানসভা উপনির্বাচনে বামফ্রন্টের প্রার্থী হলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের অরুণকুমার বর্মা। সোমবার রাজ্য বামফ্রন্ট তাঁকে সিতাইয়ের প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছে। সিতাইয়ের এই প্রার্থী দীর্ঘদিন ধরে ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী। তবে এর আগে কোনও নির্বাচনে দাঁড়াননি। সোমবার অরুণকে নিয়ে সিতাই এলাকায় সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভায় ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার, সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর ছাড়াও সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ফব'র সর্বক্ষণের কর্মী অরুণের নিজস্ব জমি রয়েছে। সেখান থেকে রোজগার হয়। এদিন অরুণ বললেন, 'আমি আশা করছি, সিতাই কেন্দ্রে আমরাই জয়ী হব।' যদিও এই আসনটিতে এবার জেলা সিপিএমও তাদের প্রার্থী দিতে চেয়েছিল। বিশেষ সূত্রে খবর, প্রার্থীর নাম নিয়ে জেলা বামফ্রন্টের বৈঠকে শেষপর্যন্ত বনিবনা না হওয়ায় সিপিএম এবং ফরওয়ার্ড ব্লক, দুই তরফেই জেলা থেকে একটি করে নাম পাঠানো হয়। শেষপর্যন্ত রাজ্য বামফ্রন্ট ফরওয়ার্ড ব্লকের অরুণকেই সিতাইয়ে প্রার্থী হিসাবে ঘোষণা করেছে। এরপর অরুণকে প্রার্থী হিসাবে সিপিএম কতটা আমল দেয়, সেটাই দেখার। ফরওয়ার্ড ব্লকের জেলা সভাপতি দীপক সরকার বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি। বামফ্রন্টের সমস্ত শরিকদল মিলে একসঙ্গে কর্মীসভা করা হচ্ছে।'

কোচবিহার জেলায় মোট নয়টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। এর মধ্যে সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রটিতে জেলা বামফ্রন্টের থেকে বরাবরই ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হয়ে আসছে। ফলে সিতাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফে প্রার্থী দাঁড় করানো হবে, সেটা অলিখিত নিয়মের মতো। এদিকে, জেলায় বামফ্রন্টের অবস্থা এখন আর আগের মতো নেই।

বিশেষ করে ফরওয়ার্ড ব্লকের অবস্থা একেবারে সংকটজনক। দলের অধিকাংশ কর্মী দল বদলে ফেলায় পরিস্থিতি এখন এমন যে দল চালানোর মতো প্রয়োজনীয় অর্থও নেই। সেকারণে বাধ্য হয়ে বছরখানেক আগে জেলায় দল চালাতে নিজেদের জেলা কার্যালয়ের অর্ধেক অংশ ভাড়া দিয়ে দিয়েছে। কর্মীর অভাবে

কোচবিহার জেলা শাসকের অফিস থেকে ইভিএম নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মাঝেমধ্যে দিনেরবেলায়ও জেলা কার্যালয়ের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে থাকতে দেখা যায়।

ফব'র এই পরিস্থিতিতে সিপিএম এবার সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রটি ফরওয়ার্ড ব্লককে ছাড়তে রাজি হয়নি। কিন্তু ফরওয়ার্ড ব্লকও বিষয়টি মেনে নিতে চায়নি। সিতাইয়ে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে জেলা বামফ্রন্টের মধ্যে যথেষ্ট মনোমালিন্য হয়। এই নিয়ে তাঁরা একাধিকবার বৈঠকেও বসেন। তারপরেও কোনও রফা হয়নি। শেষে সিদ্ধান্ত রাজ্য বামফ্রন্টের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়।

সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, 'সিতাই কেন্দ্রটির জন্য এবার প্রথম ফরওয়ার্ড ব্লকের পাশাপাশি আমরাও নাম পাঠিয়েছি। বিষয়টি রাজ্য বামফ্রন্টের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। সোমবার অরুণকুমার বর্মাকে বামফ্রন্টের তরফে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। তারা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটাকে মেনে নিয়ে আমরা একজোট হয়ে লড়াই করব।'

সমাধান মিলল

- জেলা বামফ্রন্টের সঙ্গে একাধিকবার প্রার্থী দেওয়া নিয়ে বৈঠক
- সমাধানসূত্র না বেরোনোয় সিতাইয়ের প্রার্থী বাছাইয়ের সিদ্ধান্ত রাজ্য বামফ্রন্টকে
- শেষে রাজ্য বামফ্রন্টের তরফে ফব'র পাঠানো নামকে মান্যতা

সবে মিলে।। মালবাজারে ছবিটি তুলেছেন রাজদীপ নাগ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

বৃত্তি পরীক্ষা

কোচবিহার ব্যুরো

২১ অক্টোবর : সোমবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পর্ষদের চতুর্থ শ্রেণির বার্ষিক বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হল। কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা, মেখলিগঞ্জের মোট ১৫০টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হয়। পর্ষদের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, এদিন বাংলা পরীক্ষা হয়েছে। ২৫ অক্টোবর পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১১ হাজার ২৯৪। প্রথম দিনের পরীক্ষায় ৬৭৫ জন অনুপস্থিত ছিল।

বৈঠক

ঘোকসাডাঙ্গা, ২১ অক্টোবর : রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের আটপুকুরি রাঙ্গামাটি ডাউয়াগুড়িতে এবছর ২৫ এবং ২৬ নভেম্বর দরবারে আফজালিয়া ইসালে সওয়াব আয়োজিত হবে। আয়োজকদের তরফে সেরাজুল ইসলাম জানান, এবছর তাঁদের এই আয়োজন চার বছরে পড়ল। সোমবার একটি বৈঠকে ইসালে সওয়াবের দিন ঠিক করা হয়েছে। সঙ্গে রক্তদান শিবির করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠান

ঘোকসাডাঙ্গা, ২১ অক্টোবর : সোমবার রুইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রুইডাঙ্গা মহাবীর সংঘের পরিচালনায় এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলা হল। উদ্যোক্তাদের তরফে প্রসেনজিৎ বর্মন বলেন, 'দুর্গাপুজোর বেঁচে যাওয়া টাকার সঙ্গে এলাকাবাসীর সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও মেলার আয়োজন করা হয়েছে।'

ধানখেতে দাঁড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিরা। মাথাভাঙ্গায় সোমবার। - সংবাদচিত্র

আমনের খারাপ ফলনে দিশেহারা ৭০ চাষি

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ২১ অক্টোবর : একটি কোম্পানির উচ্চফলনশীল আমন ধান চাষ করে বিপাকে পড়েছেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের রাঙ্গাপানি, বালাসি ও পার্শ্ববর্তী মেখলিগঞ্জ ব্লকের কাউয়ারটারি এলাকার প্রায় ৭০ জন চাষি। ধানের খারাপ ফলনে দিশেহারা চাষিরা। জানা গিয়েছে, ওই ধানের বীজ নন-সার্টিফায়েড ছিল। কিন্তু নন-সার্টিফায়েড বীজ কীভাবে বিক্রি হচ্ছে দোকানে? এখানে কি কৃষি দপ্তরের নজরদারির অভাব রয়েছে? বিষয়টি নিয়ে এরকম নানা প্রশ্ন উঠছে।

এ বিষয়ে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ মলয়কুমার মণ্ডল বলেন, 'ঘটনার কথা শুনেছি। আমরা সব সময় চাষিদের সার্টিফায়েড বীজ ব্যবহার করতে বলি। ওই এলাকায় চাষিরা যে ধানের বীজ কিনেছিলেন, তা নন-সার্টিফায়েড ছিল। গোটা বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখছি।'

উচ্চফলনশীল ধান চাষ করে লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে রাঙ্গাপানি, বালাসি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার প্রায় ৭০ জন চাষি একটি কোম্পানির নন-সার্টিফায়েড উচ্চফলনশীল ধানের বীজ কিনে আমন ধানের চাষ করেছিলেন। সোমবার এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ওই ধানের চাষ যেসব জমিতে করা হয়েছে, সেসব জমির ধানের ফলনের শোচনীয় অবস্থা। ধানের শিষের বেশিরভাগই কালো চিটা।

রাঙ্গাপানি, বালাসি এলাকার চাষি চুনিলাল সরকার, নুপুর মণ্ডল, পরীক্ষিৎ মণ্ডলদের বক্তব্য, তাঁরা কোনটা সার্টিফায়েড আর কোনটা নন-সার্টিফায়েড বীজ তা বোঝেন না। বিক্রেতার বিশ্বাসে ভালো ফলন ও লাভের আশায় আমন বীজ কিনে চাষ করেছিলেন। কিন্তু ধানের শিষ বের হলেও ফলন হয়নি বললেই চলে। ধারদেনা ও লোনের টাকায় কেউ পাঁচ বিঘা, কেউ চার বিঘা আবার কেউ তিন বিঘা করে জমিতে এই ধানের চাষ করেছিলেন।

বালাসি ও কাউয়ারটারি এলাকায় জলঢাকা নদীর চরে প্রায় দেড়শো বিঘা জমিতে এই ধানের চাষ করা হয়েছিল। টাকা খরচ করে জমির ধান গাছ কেটে পরিষ্কার করতে হচ্ছে চাষিদের। বিক্রেতা জানিয়েছিলেন প্রতি বিঘায় এই ধানের ফলন হবে কুড়ি মন। কিন্তু এখন ধানের খারাপ ফলন দেখে চাষিরা দিশেহারা।

চাষি শ্যামকান্ত বর্মন বলেন, 'স্থানীয় মোরঙ্গা বাজারের যে বীজ বিক্রেতার কাছ থেকে ধানের বীজ নেওয়া হয়েছিল, তাঁকে বিষয়টি জানানো হয়। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।' কাউয়ারটারি এলাকার চাষি কার্তিক বিশ্বাস পাঁচ বিঘা জমিতে ওই উচ্চফলনশীল ধানের চাষ করেছিলেন। তাঁর কথায়, 'বীজ বিক্রেতা বলেছিলেন, প্রতি বিঘায় এই ধানের ফলন হবে কুড়ি মন। কিন্তু এখন ধানের খারাপ ফলন দেখে আমরা দিশেহারা। কি করব বুঝে উঠতে পারছি না।' চাষিদের দাবি, ওই বীজ কোম্পানি ও কৃষি দপ্তরের পক্ষ থেকে এলাকায় এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখে ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের ক্ষতিপূরণে ব্যবস্থা করা হোক।

মোরঙ্গা বাজারের রাসায়নিক সার ও বীজ বিক্রেতা কমল রায়ের কথায়, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন নামী কোম্পানির ধানের বীজ বিক্রি করছি। এবছর একটি জাতের ধানের ফলনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছে। সেটা মাটির জন্য, নাকি অন্যকিছু তা বুঝতে পারছি না।'

বীজে সমস্যা

- ওই ধানের বীজ নন-সার্টিফায়েড ছিল
- নন-সার্টিফায়েড বীজ কীভাবে বিক্রি হচ্ছে দোকানে
- কৃষি দপ্তরের কি নজরদারির অভাব রয়েছে, এরকম নানা প্রশ্ন উঠছে

মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙচুর, অবরোধ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২১ অক্টোবর : রথবাড়িঘাট ছোট বোয়ালমারি এলাকায় রাতের অন্ধকারে এক কালী মন্দিরে বিগ্রহ ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। সোমবার সকালে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা দিনহাটা-গোসানিমারি রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। ঘটনাস্থলে দিনহাটা থানার পুলিশ গিয়ে অবরোধকারীদের দোষীদের গ্রেপ্তারের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়। যদিও তিন ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা অবরোধের জেরে ব্যাপক সমস্যায় পড়ে সাধারণ মানুষ।

সোমবার সাতসকালে পুরোহিত পুজো দিতে মন্দিরে ঢুকতেই দেখতে পান বিগ্রহ সরানো হয়েছে এবং বিগ্রহের কিছু অংশ ভাঙাও হয়েছে। এই খবর গ্রামে চাউর হতেই স্থানীয় বাসিন্দা ও মন্দির কমিটির সদস্যরা এককাট্টা হয়ে সকাল ৭টায় দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে দিনহাটা-গোসানিমারি রোড অবরোধ করেন। অবরোধের খবর পাওয়ামাত্র দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী রথবাড়িঘাট এলাকায় পৌঁছায়। আইসি মন্দিরের পুরোহিত ও অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর অবরোধকারীদের দাবিমতো

অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তারের পাশাপাশি মন্দিরের নিরাপত্তা সুনিশ্চিতের আশ্বাস মিললে সকাল ১০টা নাগাদ অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা প্রতীক রায় সরকার বলেন, 'আমাদের গ্রামের এক মন্দিরে কালী বিগ্রহ ভাঙা হয়েছে। তারই প্রতিবাদে আজকের পথ অবরোধ। আমাদের দাবি, দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করুক পুলিশ।'

হাসপাতাল থেকে রোগী উধাও

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : রবিবার প্রসূতিমৃত্যুর পর মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ভেতর ঢুকে বিক্ষোভ দেখান রোগীর পরিজনরা। সেই রেশ কাটতে না কাটতে এবার একই হাসপাতাল থেকে রোগী উধাও। প্রশ্ন উঠছে হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়ে।

কুচলিবাড়ি এলাকায় এক মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণ ফসলের ক্ষতি করছিলেন। গ্রামের একজনের সঙ্গে মারামারিও হয় তাঁর। আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে কুচলিবাড়ি থানার পুলিশ মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। থানার ওসি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ওই হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে তাঁকে তুফানগঞ্জ মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হবে।

কিন্তু তার আগেই সোমবার হাসপাতাল থেকে উধাও হয়ে যান ওই মানসিক ভারসাম্যহীন তরুণ।

বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাপস দাস। কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায় বলেন, 'পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে। সেই ব্যক্তির খোঁজ চলছে। খোঁজ পেলেই আমরা তাঁকে উন্নততর চিকিৎসার জন্য বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব।'

টুকরো খবর

প্রতিষ্ঠা দিবস

পুণ্ডিবাড়ি, ২১ অক্টোবর : সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লক সোমবার খাগড়াবাড়ি চৌপথিতে আজাদ হিন্দ সরকারের ৮১তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করে। সংগঠনের জেলা সভাপতি দীপকচন্দ্র সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক নগেন্দ্রনাথ রায় নেতাজির প্রতিকৃতিতে মালা দেন। বাণেশ্বর লোকাল কমিটির সম্পাদক পঞ্চানন রায়, খাগড়াবাড়ি লোকাল কমিটির সম্পাদক তপন সরকার প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

মৃতদেহ উদ্ধার

মাথাভাঙ্গা, ২১ অক্টোবর : পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের মাশানধামে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হল সোমবার। মৃতের নাম ক্ষিতীন বর্মন (৫৮)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন বলে পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন। এদিন সকালে বাড়ির পাশের একটি গাছে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। পুলিশ জানিয়েছে, দেহ উদ্ধার করে মাথাভাঙ্গা মর্গে পাঠানো হয়েছে। এঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

সেরা পুজো

দেওয়ানহাট, ২১ অক্টোবর : দেওয়ানহাট বাজার ব্যবসায়ী সমিতি সোমবার এলাকার তিনটি দুর্গাপুজো কমিটিকে পুরস্কৃত করল। দেওয়ানহাট বারোয়ারি পুজো কমিটি, পূর্বপাড়া ইউনিট ও বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাব যথাক্রমে সেরা প্রতিমা, সেরা মণ্ডপ ও সেরা আলোকসজ্জার পুরস্কার পেল।

উপার্জন কমলেও পেশা আঁকড়ে ওঁরা

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : বাজারে টুনি সহ বিভিন্ন অত্যাধুনিক লাইটের ব্যবসা এখন রমরমিয়ে চলছে। এর মধ্যে কোচবিহারের মাটির প্রদীপ বিক্রি হচ্ছে আলিপুরদুয়ার, সলসলাবাড়ি, ফালাকাটা সহ বিভিন্ন জায়গায়। ৪০০-৪৫০ টাকা দরে ১০০০ পিস মাটির প্রদীপ পাইকারি হারে বিক্রি করছেন মৃৎশিল্পীরা। পাইকারদের হাত ধরে সেই প্রদীপ পৌঁছে যাচ্ছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়।

প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত কোচবিহারের এক মৃৎশিল্পী। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

এই ছবিটা যেমন সত্যি, সেইসঙ্গে এখন যে বাজারে মাটির প্রদীপের চাহিদা কমেছে, সেটাও সত্যি। ফলে বিপাকে পড়েছে মাটির প্রদীপ তৈরির সঙ্গে জড়িত পরিবারগুলি। অনেকে পেশা বদলালেও কেউ কেউ বংশপরম্পরায় চলে আসা এই পেশা ছাড়তে পারছেন না। কিন্তু এভাবে কতদিন চলবে, তা নিয়ে সন্দিহান মৃৎশিল্পীরা। সেরকমই একজন নিরানন্দ পাল। বংশপরম্পরায় মাটির বিভিন্ন সরঞ্জাম তৈরির কাজ করেন বড়খাতা এলাকার ওই বাসিন্দা। তাঁর কথায়, 'মূলত মাটির হাঁড়ি বা অন্যান্য সামগ্রী তৈরি করলেও কালীপুজোর সময় প্রদীপ বানাই। দুর্গাপুজোর সময় থেকে প্রদীপ তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছি।' কাজের সেরকম চাহিদা না থাকায় তাঁর গলায় আক্ষেপের সুর।

কোচবিহার-২ ব্লকের আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বরাইবাড়িতে কয়েক ঘর মৃৎশিল্পী রয়েছেন। এছাড়া, বাণেশ্বরের বড়খাতা এলাকাতেও পাঁচ-ছয়টি মৃৎশিল্পী পরিবার রয়েছে। সারাবছর তাঁরা দইয়ের হাঁড়ি, চায়ের ভাঁড়, প্রদীপ, ঘট, ধূপদানি ইত্যাদি মাটির জিনিসপত্র তৈরি করে জীবিকানির্বাহ করেন। তবে ইদানীং মাটির জিনিসপত্রের চাহিদা কিছুটা কমে যাওয়ায় সংকটে পড়েছেন তাঁরা।

মারুগঞ্জ, কালজানি থেকে পিকআপ ভ্যানে করে মাটি নিয়ে আসেন তাঁরা। মাটির জন্য ভ্যান প্রতি ২৩০০-২৫০০ টাকা খরচ হয় তাঁদের। কিন্তু পাইকারি বা খুচরো বাজারে প্রদীপ বিক্রি করে সেই খরচটা ওঠে না বলে জানালেন তাঁরা।

আর কয়েকদিন বাদে কালীপুজো। প্রদীপ বানানোর পর কেউ কেউ পাইকারিতে প্রদীপ বিক্রি করলেও অনেকে বাণেশ্বর, খাগড়াবাড়ি সহ শহরের বিভিন্ন বাজারে প্রদীপ বিক্রি করেন। বরাইবাড়ির নারায়ণ পাল বলেন, 'আলিপুরদুয়ার, সলসলাবাড়ি, ফালাকাটা সহ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের তৈরি প্রদীপ যায়।'

বৃষ্টিতে মার খেয়েছে শীতের সবজির আবাদ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২১ অক্টোবর : অসময়ে অতিবৃষ্টির কারণে এবার অনেকটাই দেরিতে শীতের সবজি বাজারে আসবে। এমনটাই আশঙ্কা করছে মহকুমা কৃষি দপ্তর। ডিসেম্বরের গোড়ার দিকে শীতের আগাম সবজির মূল সরবরাহ বাজারে আসবে। পুরোমাত্রায় শীতকালীন সবজি পাওয়া যাবে জানুয়ারি নাগাদ। হলদিবাড়ির সবুজ বাংলা অ্যাগ্রি অ্যান্ড হর্টি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের (ফার্মার্স ক্লাব) এমডি মানস মিত্রের বক্তব্য, 'বাজারে আগাম শীতকালীন শাকসবজি আসতে শুরু করেছে। এগুলো বিশেষ পদ্ধতিতে চাষ করা ও ভিনরাজ্য থেকে আনা। ফলে স্বাদ ও পুষ্টিগুণে ঘাটতি রয়েছে।' অতিবৃষ্টির ফলে শীতকালীন সবজি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। এতে উত্তরের বিভিন্ন বাজারে বেশি দামে সবজি কিনতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সবজির দাম আকাশছোঁয়া। ফুলকপি, টমেটো, বেগুন ৮০-১০০ টাকা কেজি দরে বাজারে বিক্রি হচ্ছে।

মহকুমা কৃষি দপ্তর জানিয়েছে, নতুন করে চাষের প্রস্তুতি নিতে মাসখানেকের বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। এসময়ে আর আগাম চাষ সম্ভব হবে না। ফলে এবছর সবজি

কুঁকড়ে গিয়েছে বেগুন গাছ। (ডানে) ডাঙ্গাপাড়া এলাকায় জমিতে শীতের সবজি রোপণ।

উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হবে না বলে আশঙ্কা কৃষি আধিকারিকদের।

কৃষকদের দাবি, বৃষ্টি শুরুর আগে জমিতে শোভা পাচ্ছিল শিম, বাঁধাকপি, ফুলকপি, বেগুন, মুলো, লাউ, করলা, পালংশাক ও লালশাক। কিন্তু বৃষ্টির জন্য বেশিরভাগ ফসলের জমি নষ্ট হয়ে যায়। ডাঙ্গাপাড়া এলাকার কৃষক সত্যজিৎ মণ্ডলের কথায়, পুজোর ঠিক আগে অতিবৃষ্টির কারণে এবছর অনেক বীজতলা সহ ফসল নষ্ট হয়েছে। বিশেষ করে শীতের আগাম সবজি চাষ ব্যাহত হয়েছে। জমির মাটি ভেজা থাকায় ও বীজতলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় 'অসময়ের বৃষ্টিতে শীতের আগাম সবজিচাষ ক্ষতির মুখে পড়েছে। অনেকের চাষের জমি তৈরি করা হলেও বর্তমানে জমির মাটি ভেজা রয়েছে। অনেকেরই টমেটো, কপির বীজতলা নষ্ট হয়েছে।' ফসল নষ্ট হওয়ায় চিন্তায় পড়েছেন কৃষকরা। বৃষ্টির পর রোদের কারণে বেগুন, পটল, লাউ সহ অন্য সবজির গাছ কুঁকড়ে যেতে শুরু করেছে। ক'দিন পরে সেগুলি মারা যাবে বলে দাবি করেছেন আরেক কৃষক সাদ্দাম হক।

তিনি জানান, অনেকেই জমিতে পুনরায় টমেটো, বেগুন, কপির মতো সবজির চারা বুনছেন।

ছোট তারা

কোচবিহারের সেন্ট মেরিস স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্র ত্রিদিব দে পড়াশোনায় মনোযোগী। ছবি আঁকায় তার পুরস্কার রয়েছে। ফুটবল খেলতে ভালোবাসে এই খুদে।

আড্ডার পালাবদল

আড্ডা নিয়ে প্রচলিত ধারণা পালটাচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, বৌদ্ধিক কার্যকলাপ যাকে আমরা কগনিটিভ স্কিল বলি তা নানা কারণে বাড়তে পারে। যেমন আমরা অচেনা অজানা মানুষের সঙ্গে খেতে যাই না। আমাদের কাছের বন্ধুদের সঙ্গে, যাদের সঙ্গে একটু গল্প করা যায়, মনের কথা বলতে ভালো লাগে, তাদের সঙ্গেই বসে আমরা খাওয়াদাওয়া করি। এই ভালো লাগাটাই আমাদের মনে প্রভাব ফেলে। একটা পজিটিভিটি তৈরি করে। আর এই ইতিবাচক পরিবেশই আমাদের দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। কোচবিহারের নবীন প্রজন্ম বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত। তাই তাদের আড্ডার পালাবদল ঘটেছে, লিখেছেন **শিবশংকর সূত্রধর**।

কোচবিহারের দুই রেস্তোরাঁয় ছবি দুটি তুলেছেন জয়দেব দাস।

নতুন ৫০

শেষ কয়েক বছরে কোচবিহার শহর ও সংলগ্ন এলাকায় ৫০টিরও বেশি নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে। পাড়ার মোড় কিংবা সাগরদিঘির পাড়ের আড্ডা এখন ক্রমেই সরে যাচ্ছে সেই রেস্তোরাঁগুলিতে। সন্ধের পর রেস্তোরাঁগুলিতে ঢুঁ মারলেই দেখা যাচ্ছে ইয়ং জেনারেশনের আনাগোনা লেগেই রয়েছে।

নিরিবিলিতে নদী

কোথাও রকমারি আইসক্রিমের ভাণ্ডার, আবার কোথাও কাবাব, রোল। কোচবিহার শহরে যেমন চার দেওয়ালের মাঝে নিরিবিলি রেস্তোরাঁ হয়েছে। তেমনই রয়েছে খোলা ছাদের রেস্তোরাঁ। তোর্ষার পাড় এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় আবার খেতে খেতেই নদীর দৃশ্য উপভোগ করা যায়। স্বাভাবিকভবেই আড্ডা দেওয়ার নতুন জায়গা হয়ে উঠছে কোচবিহারের সেই রেস্তোরাঁগুলি।

খাওয়া প্লাস

কোচবিহারের ১ নম্বর কালীঘাট রোডে সম্প্রতি একটি রেস্তোরাঁ খোলা হয়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের মাঝে সেই রেস্তোরাঁয় বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন তরুণ-তরুণী। তাঁদের মধ্যেই শর্মিষ্ঠা দাস বললেন, 'রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিলে খাওয়াদাওয়া ও আড্ডা দুটি একসঙ্গেই হয়। ব্যস্ততার জন্য বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে হওয়া হয় না। মাঝেমধ্যে যখন সময় হয় তখন কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে আড্ডা দিই।'

কাজের ফাঁকে

রেস্তোরাঁয় আড্ডা দিতে গিয়ে কি পাড়ার মোড়ের আড্ডা কমছে? অনেকেই এই প্রশ্নের জবাবে 'হ্যাঁ' বলছেন। সুনীতি রোডের ধারে একটি রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে শুভম সরকার বলেছেন, 'আগে আমরা আড্ডা বলতেই পাড়ার মোড় কিংবা স্কুল, কলেজের টিফিন সময়কে বুঝতাম। এখন কাজের ফাঁকে রেস্তোরাঁয় আড্ডা দেওয়া হয়।'

বিরিয়ানি ও গল্প

রাজমাতাদিঘি সংলগ্ন একটি রেস্তোরাঁর বিরিয়ানির খুব সুনাম রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়াতে তা নিয়ে বেশ চর্চাও হয়। সেখানেই খাচ্ছিলেন বেশ কয়েকজন। তাঁদেরই একজন রাজেশ বর্মনের কথায়, 'আমাদের পাড়ার এক দাদা বেঙ্গালুরুতে চাকরি করেন। পুজোতে কোচবিহারে ফিরেছেন। পুজোর সময় দাদা তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। এখন ফাঁকা হয়ে পাড়ার ছোট ভাইদের নিয়ে রেস্তোরাঁয় এসেছেন। এখানেই দাদার কাছে বেঙ্গালুরুর গল্প শুনছি। সঙ্গে খাওয়াদাওয়া।'

দুই পরিপূরক

পুজোর সময় দূর-দূরান্তে থাকা বহু মানুষই বাড়িতে ফেরেন। সেই সূত্রে আলাদা থাকা সকলেই একত্রিত হন। কর্মস্থলে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত স্থানীয় বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেই দিন কাটে। সেই বন্ধুদের আড্ডাও গিয়ে পৌঁছায় রেস্তোরাঁ পর্যন্ত। একটি রেস্তোরাঁর জেনারেল ম্যানেজার সমীরণ রায় বলেছেন, 'খাওয়াদাওয়া ও আড্ডা যেন একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের এখানে সবাই যেমন তৃপ্তি সহকারে খান, তেমনই মন খুলে আড্ডাও দেন।'

পুজোর রেশ

কোচবিহার শহরের সুনীতি রোডের ধারে একটি রেস্তোরাঁর মালিক সুরোজকুমার ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'পুজোর পরেও পুজোর রেশ থেকে যায়। দুর্গাপুজোর পর কালী পুজো আসছে। তাই এই সময়টায় পুজোর আড্ডার ভিড় হচ্ছে।' রাজমাতাদিঘি সংলগ্ন আরআরএন রোডের একটি রেস্তোরাঁর তরফে দেবজ্যোতি চক্রবর্তী বলেছেন, 'পুজোর সময় বন্ধুরা বাইরে থেকে ফিরে আসে। সন্ধ্যায় রোল, কাবাব খেতে খেতে তাই আড্ডাটাও বেশ ভালো জমে।'

সোমবার সুকান্তপল্লির একটি বাড়িতে চুরির পর তদন্তে পুলিশ।

তুফানগঞ্জে দু'সপ্তাহে ১৫ বাড়ির মন্দিরে চুরি

তুফানগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : বাড়ির মন্দির থেকে কিছুতেই চুরি কমছে না তুফানগঞ্জে। দৈনিক কোনও না কোনও এলাকায় চুরির ঘটনা ঘটছেই। শুধুমাত্র শহরেই গত দু'সপ্তাহে অন্তত ১৫টি বাড়ির মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটেছে। পুলিশকে জানানোর পরেও উপদ্রব কমছে না চোরের। সোমবার বিষয়টি ছড়িয়ে পড়তেই ব্যাপক হইচই পড়েছে শহর ও শহর সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকায়। এ ব্যাপারে কতটা সক্রিয় পুলিশ প্রশাসন? মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বৈভব বাঙ্গারের বক্তব্য, চুরি ঠেকাতে পুলিশের তরফে সব রকমের চেষ্টা চলছে।

পুর এলাকার ৩ নম্বর ওয়ার্ডের সুকান্তপল্লির ঘটনা। রবিবার রাতে একসঙ্গে দু-দুটো বাড়ির মন্দিরে চুরির ঘটনা ঘটে। বাড়ির গৃহকর্ত্রী দীপ্তি দেবনাথের অভিযোগ, সন্ধ্যায় পুজো দেওয়ার পর মন্দিরে তালা দিয়ে রাতে ঘুমোতে যাই। সকালে উঠে মন্দিরে এসে দেখি পিতলের প্রদীপ সহ অন্যান্য সরঞ্জাম উধাও। দুষ্কৃতীরা গার্ডওয়াল ডিঙিয়ে আসার পর মন্দিরের তালা অক্ষত রেখে হাত ঢুকিয়ে ভিতরের সরঞ্জাম নিয়ে চম্পট দিয়েছে।

ওই এলাকার আরেক প্রতিবেশী পরিতোষ সাহা পেশায় মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী। তাঁর বাড়িতেও মন্দিরের ভেতর থেকে পিতলের সামগ্রী চুরির পর ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁর কথায়, গভীর রাতে দুষ্কৃতীরা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর যথারীতি মন্দিরের গ্রিলের ভিতর থেকেই পিতলের জয়ঢাক, গাছা নিয়ে পালিয়ে যায়।

> পুলিশ প্রশাসনকে মৌখিকভাবে ইতিমধ্যে বিষয়টি জানানো হয়েছে। চুরি আটকাতে আবারও জানানো হবে।
>
> **-কৃষ্ণা ঈশোর**
> *চেয়ারপার্সন, তুফানগঞ্জ পুরসভা*

পরবর্তীতে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হলে তারা পরিদর্শন করে যায়। শুধু এখানেই শেষ নয়, শহরের অন্য ওয়ার্ডেও বাড়ির ভিতরে থাকা বালতি, বাসনপত্র চুরি যাচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তবে এটা কোনও একজন নয়, স্থানীয় মাদকাসক্ত কয়েকটি চক্র এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে বলে অনুমান এলাকাবাসীর।

প্রায় এক মাস থেকে শহরের ভিতরে এই ঘটনা ঘটতে থাকলেও চোরেদের শনাক্ত করতে এত সময় লাগছে কেন? তা নিয়েও ক্ষুব্ধ এলাকার মানুষ। স্থানীয় ভুক্তভোগী সজল দেবনাথের কথায়, 'দ্রুততার সঙ্গে চোরদের ধরে অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসন আমাদের আতঙ্কমুক্ত করুক। প্রয়োজনে পুলিশ চাইলে আমারাও সহযোগিতা করতে রাজি।'

পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোর জানিয়েছেন, পুলিশ প্রশাসনকে মৌখিকভাবে ইতিমধ্যে বিষয়টি জানানো হয়েছে। চুরি আটকাতে আবারও জানানো হবে।

হাসপাতালে দূষণ ছড়াচ্ছে আবর্জনা

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২১ অক্টোবর : এক সপ্তাহের বেশি সময় ধরে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণ না করায় ভ্যাটে উপচে পড়ছে আবর্জনা। ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনের ভ্যাট থেকে এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে।

ভ্যাটের আবর্জনা থেকে খাবার সংগ্রহ করতে সেখানে ভিড় জমাচ্ছে গবাদি প্রাণীরা। হাসপাতালের চিকিৎসা বর্জ্য গ্রিনজেনের পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হলেও রোগীদের খাবারের অংশবিশেষ সহ অন্য বর্জ্য হাসপাতালের সামনের ভ্যাটে রেখে দেওয়া হয়। পুরসভা সেই আবর্জনা অপসারণ করে।

ঘাটতি কবুল

- এক সপ্তাহ ধরে পুরসভার কর্মীরা হাসপাতালের ভ্যাট থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করছেন না
- ভ্যাটে উপচে পড়ছে আবর্জনা। হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডের সামনে দূষণ ছড়াচ্ছে
- তার ওপর ভ্যাটের আবর্জনা থেকে খাবার সংগ্রহ করতে সেখানে ভিড় জমাচ্ছে গবাদি প্রাণী
- পুরসভা পরিকাঠামোগত সমস্যার দোহাই দিলেও বর্জ্য অপসারণের ঘাটতি স্বীকার করেছে

হাসপাতালের সুপার মাসুদ হাসান ছুটিতে থাকায় ভারপ্রাপ্ত সুপার নির্মাল্য রায়কে হাসপাতালের ভ্যাটে আবর্জনা নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমার জানা নেই তবে খোঁজ নিয়ে আগামীকালের মধ্যে অপসারণের ব্যবস্থা করা হবে।'

হাসপাতালের আবর্জনা অপসারণের ভারপ্রাপ্ত সুপারভাইজার আলিবর হোসেন বলেন, সপ্তাহখানেক ধরে পুরসভার কর্মীরা হাসপাতালের ভ্যাট থেকে আবর্জনা সংগ্রহ করছেন না। তাই ভ্যাট উপচে আবর্জনা পড়ছে। পুরসভা জানিয়েছে, আগামী দু'-একদিনের মধ্যে ভ্যাটের আবর্জনা অপসারণ করা হবে।

হাসপাতালের ভ্যাট থেকে যে গত এক সপ্তাহ ধরে বর্জ্য অপসারণ করা হচ্ছে না তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক। তিনি বলেন, 'উৎসবের মরশুমে শহরের অন্য স্থানের বর্জ্য অপসারণের মতো হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণে ঘাটতি থেকে গিয়েছে। এছাড়াও পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল।' তিনি জানান, সম্প্রতি পুরসভার পক্ষ থেকে ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি আর্থমুভার কেনায় সেই সমস্যা দূর হয়েছে। আগামী দু'-একদিনের মধ্যেই হাসপাতালের বর্জ্য অপসারণ করা হবে বলে দাবি চেয়ারম্যানের।

শহরজুড়ে চষে বেড়ানো গবাদি প্রাণীর প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান বলেন, খুব শীঘ্রই শহরে গবাদি প্রাণীর বিচরণ বন্ধ করতে ব্যবস্থা নেবে পুরসভা।

মাথাভাঙ্গা হাসপাতালের ভ্যাট থেকে উপচে পড়ছে আবর্জনা।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(সোমবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	২
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	২

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	১
ও পজিটিভ	৪
ও নেগেটিভ	১

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৪
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	২
ও নেগেটিভ	১

কোচবিহারে শ্রমিক মিছিল

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : বিড়ি শ্রমিকদের পেনশন মাসে এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে তিন হাজার টাকা করা, বৃদ্ধি হওয়া মজুরি সঠিক সময়ে প্রদান করা, আইডেন্টিটি কার্ড দেওয়া সহ পাঁচ দফা দাবিতে কোচবিহারে একটি মিছিল করেন বিড়িশ্রমিকরা। পাওয়ার হাউস চৌপথি এলাকায় হাজারের বেশি বিড়ি শ্রমিকের মিছিলটি শহরের বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করে। বিড়িশ্রমিক নেতা গৌরাঙ্গ আদিত্য বলেন, 'খুব শীঘ্রই বিড়িশ্রমিকদের দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।'

খবরের জেরে মাঠ সাফাই

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে এবার নড়েচড়ে বসল পূর্ত দপ্তর। গত ১৬ তারিখে 'রাসমেলার মাঠ যেন ডাম্পিং গ্রাউন্ড ' শীর্ষক শিরোনামে খবর প্রকাশিত হয়। খবর প্রকাশিত হতেই রাসমেলা মাঠে থাকা রাস্তার ভাঙাচোরা টুকরো থেকে শুরু করে বিভিন্ন সামগ্রী সরিয়ে নিতে শুরু করে পূর্ত দপ্তর। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই মাঠ পরিষ্কার করে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার মৃন্ময় দেবনাথ।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র

দিনহাটা, ২১ অক্টোবর : নতুন করে আরও একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অনুমোদন পেল দিনহাটা পুরসভা। এতদিন দিনহাটা পুরসভা ১ নম্বর, ৫ নম্বর ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে তিনটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালাচ্ছিল। এবার তার সঙ্গে আরও একটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালানোর অনুমোদন পেল পুরসভা। পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার অলোককুমার সেন বলেন, নতুন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে তৈরি করা হবে। জমি দেখার কাজ শেষ হয়েছে। খুব শীঘ্রই বিল্ডিং তৈরির কাজ শুরু হবে। পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীর কথায় এরফলে দিনহাটার বাসিন্দাদের চিকিৎসার সুযোগ আরও বাড়বে।

মেখলিগঞ্জ শিশু উদ্যানে দেখা নেই শিশুদের

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : দু'বছর ধরে মেখলিগঞ্জ শিশু উদ্যানে শিশুদের খেলার বেশিরভাগ সরঞ্জাম নষ্ট হয়ে পড়ে থাকায় তাদের আনাগোনা কমেছে। এই পার্কে এখন শিশুদের তুলনায় তরুণ-তরুণীদের বেশি দেখা যায়। ইতিমধ্যেই পুরসভা দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে পার্কের চারপাশ রং করেছে। কিন্তু তাতে শিশুদের উপস্থিতির হার বাড়েনি।

তবে পার্ককে আকর্ষণীয় করে তোলা গেলে শহরের শিশুদের পাশাপাশি শহর সংলগ্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শিশুরাও ভিড় জমাবে বলেই ধারণা শহরবাসীর একাংশের। স্থানীয় বাসিন্দা রত্নাদিত্য দত্ত বলেন, 'শিশু উদ্যানে শিশুদের তুলনায় তরুণ-তরুণীদের দেখা বেশি মিলছে। তার প্রধান কারণ শিশু উদ্যানে শিশুদের খেলার সরঞ্জামের অভাব। পুরসভার উচিত শিশুদের উপযোগী খেলার সরঞ্জাম নিয়ে আসা। এরফলে তাদের শারীরিক বিকাশ ভালোভাবে ঘটবে যা সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথে সহায়ক হবে।'

মেখলিগঞ্জ শিশু উদ্যানে ভেঙে পড়ে রয়েছে শিশুদের খেলার উপকরণ।

> উদ্যানে শিশুদের আকর্ষণ করতে হলে আরও বেশি খেলার সরঞ্জাম আনতে হবে। তাহলেই শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যানে আসতে চাইবে। পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও নজর দিতে হবে।
>
> **- অনুপম বর্মন**
> অভিভাবক

অভিভাবক অনুপম বর্মন বলেন, 'উদ্যানে শিশুদের আকর্ষণ করতে হলে আরও বেশি পরিমাণে খেলার সরঞ্জাম আনতে হবে। তাহলেই শিশুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্যানে আসতে চাইবে। পাশাপাশি রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও নজর দিতে হবে।' পুরসভার চেয়ারম্যান কেশব দাস বলেন, 'আমরা আরবান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্সের কাছে প্ল্যান এস্টিমেট জমা দিয়েছি। অনুমোদন পেলেই শিশু উদ্যান শিশুদের উপযোগী করে তোলার কাজ শুরু করা হবে। আশা করছি ছটের পরেই অনুমোদন পাওয়া যাবে।'

ছটপুজোর কমিটি

মেখলিগঞ্জ, ২১ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জে ছটপুজো কমিটি গঠিত হল। শহরের শতাধিক পুণ্যার্থী প্রতিবছর ছটপুজো পালন করে থাকেন। রবিবার রাতে তাঁরা একত্রিত হয়ে একটি বৈঠক করেন। সোমবার তাঁদের তরফে চলতি বছরের জন্য ছটপুজো কমিটির তালিকা প্রকাশ করা হয়। এই বছর কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন গোপালপ্রসাদ সাহা, সম্পাদক পদে রয়েছেন ভোলাপ্রসাদ সাহা ও কোষাধ্যক্ষ পদে রয়েছেন রাজারাম সাহা। কমিটির সভাপতি বললেন, 'ছটপুজোর কমিটি গঠন সম্পন্ন হয়েছে। আমরা সুষ্ঠুভাবে পুজো পরিচালনার জন্য প্রতিবারের মতো এবারও পুলিশ প্রশাসন ও পুরসভার সহযোগিতা চাইছি। খুব শীঘ্রই ছটপুজোর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা বৈঠকে বসব।'

অবস্থান বিক্ষোভ

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : জুনিয়ার ডাক্তারদের দশ দফা দাবি মেনে নেওয়ার দাবিতে ও আরজি করের ঘটনায় দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবিতে কোচবিহারে আন্দোলন করল সিটিজেন ফর জাস্টিস কোচবিহার। সংগঠনের তরফে সোমবার কোচবিহারের ব্রাহ্মমন্দির লাগোয়া সুনীতি রোডের ধারে অবস্থান বিক্ষোভ আন্দোলন করা হয়। প্রায় ঘণ্টাতিনেক ধরে চলা ওই আন্দোলনে সংগঠনের জেলা সভাপতি নীহার হোড় সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা বইমেলা

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে জেলা বইমেলা। সম্প্রতি এই নোটিশ পায় জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ। ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে। গতবছর দিনহাটায় জেলা বইমেলা হলেও এবছর কোথায় এই মেলা হবে, সে নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে নির্বাচনের পর মিটিংয়ে এবিষয়ে সিদ্ধান্ত হবে বলে জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে জানিয়েছেন।

বিগ বাজেটের পুজো ব্যায়ামকেন্দ্রে

দিনহাটা, ২১ অক্টোবর : দিনহাটা শহরের যে কয়েকটি বিগ বাজেটের কালীপুজো হয়, তার অন্যতম হল দিনহাটা মহামায়াপাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের পুজো। এ বছর ৬৩তম বর্ষে ব্যায়াম বিদ্যালয়ের পুজোয় মণ্ডপ হিসেবে থাকছে কাল্পনিক মন্দির। নবদ্বীপের শিল্পীদের হাতে এই কাল্পনিক মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে। প্রতিমাতেও চমক থাকছে বলে পুজো কমিটির কর্মকর্তারা জানালেন।

তবে, এই পুজোর আকর্ষণের আরও একটি কারণ হচ্ছে দ্য গ্রেটেস্ট শো। যেখানে জেলার ও জেলার বাইরের বডি বিল্ডাররা দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন করেন। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুমন মোদক ও অভয় সাহা জানান, এ বছরও দেশের সেরা বডি বিল্ডার তাদের গ্রেটেস্ট শো'র মঞ্চে দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শন করবেন। আগামী ৩১ অক্টোবর পুজোর উদ্বোধন হবে। এরপর ১ নভেম্বর ওয়েট লিফটিং প্রতিযোগিতা, ২ নভেম্বর যোগাসন প্রতিযোগিতা, ৩ নভেম্বর পাওয়ার লিফটিং প্রতিযোগিতা এবং ৪ নভেম্বর বহিরাগত বডি বিল্ডারের দেহসৌষ্ঠব প্রদর্শনের পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিযোগিতার ফাইনাল পর্ব অনুষ্ঠিত হবে।

মহামায়া ব্যায়াম বিদ্যালয়ের পুজোমণ্ডপ।

তবে, এবছর আরেক বিগ বাজেটের পুজো যুব সংস্থার পুজোর আয়োজনে আড়ম্বর থাকছে না। ঘরোয়াভাবে পুজো হবে বলেই জানালেন পুজো কমিটির সদস্যরা। পুজো কমিটির পক্ষে নিখিলরঞ্জন সাহার কথায়, 'এ বছরে ক্লাবেই পুজো হচ্ছে। পুজোর পরের দিন ৫০০ দুঃস্থকে কম্বল বিতরণ করা হবে।'

ভারতে আরও থাকার আর্জি তসলিমার

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : ভারতকে নিজের 'দ্বিতীয় বাড়ি' বলে অভিহিত করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'কে চিঠি দিলেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন। ভারতে থাকার অনিশ্চয়তা নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন চিঠিতে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা বার্তায় তসলিমা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ট্যাগ করে লিখেছেন, 'প্রিয় অমিত শা জি, নমস্কার। আমি ভারতে থাকি, কারণ আমি এই মহান দেশকে ভালোবাসি। গত ২০ বছর ধরে এটি আমার দ্বিতীয় বাড়ি। কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ২০২২ সালের জুলাই থেকে আমার এ দেশে বসবাসের অনুমতি সম্প্রসারিত করেনি। আমি এ ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন। আপনি আমাকে এখানে থাকতে দিলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।'

ইস্তফার নথি নেই হাসিনার

ঢাকা, ২১ অক্টোবর : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের চাপে ৫ অগাস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন শেখ হাসিনা। দেশ ছাড়ার আগে তিনি প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন কি না তা নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধছে। সোমবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিন দাবি করেছেন, ভারতে চলে যাওয়ার আগে শেখ হাসিনা তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়ে যাননি।

রাষ্ট্রপতির বয়ান মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের বৈধতাকেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। রাষ্ট্রপতির বিবৃতি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির দাবিতে চাঞ্চল্য

প্রকাশ্যে আসতেই পালটা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেন, 'এটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতির শপথ লঙ্ঘনের শামিল। তিনি যদি তাঁর বক্তব্যে অটল থাকেন, তাহলে তাঁর রাষ্ট্রপতি পদে থাকার যোগ্যতা রয়েছে কি না, সেটি অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টামণ্ডলীর সভায় ভেবে দেখতে হবে।'

তিনি বলেন, 'রাষ্ট্রপতি যে বলেছেন, তিনি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগপত্র পাননি। এটি মিথ্যা এবং তাঁর শপথ লঙ্ঘনের শামিল। কারণ, তিনি নিজেই ৫ অগাস্ট রাত ১১টা ২০ মিনিটে পিছনে তিন বাহিনীর প্রধানকে নিয়ে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তাঁর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন এবং তিনি সেটি গ্রহণ করেছেন।'

দিল্লি নজরে জাস্টিস লিগ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দিল্লির রোহিণীতে সিআরপিএফের স্কুলের বাইরে বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্তে নেমেছে একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা। সূত্রের খবর, প্রাথমিক তদন্তে ঘটনার পিছনে খালিস্তানপন্থীদের হাত থাকার ইঙ্গিত মিলেছে। সেই সূত্রেই গোয়েন্দাদের নজর পড়েছে জাস্টিস লিগ ইন্ডিয়া (জেএলআই) নামে একটি টেলিগ্রাম চ্যানেলে। তাদের সম্পর্কে তথ্য পেতে টেলিগ্রাম কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠিয়েছে দিল্লি পুলিশ।

মন্দির পুনর্নির্মাণ পাকিস্তানে

ইসলামাবাদ, ২১ অক্টোবর : পাক পঞ্জাবের নারোয়াল জেলার জাফারওয়ালে ইরাবতী নদীর তীরে থাকা বাওলি সাহিব মন্দির নতুন করে গড়া শুরু হল। এই কাজ করছে সংখ্যালঘু ধর্মীয় স্থান দেখাশোনার দায়িত্বে থাকা ইভাকুই ট্রাস্ট প্রপার্টি বোর্ড (ইটিপিবি)। জরাজীর্ণ মন্দিরটি গত ৬৪ বছর ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায়। শেষ উপাসনা হয়েছে ১৯৬০ সালে। নারোয়ালে কোনও মন্দির নেই। এই জেলায় হাজারের বেশি হিন্দু বসবাস করেন। তাঁদের পুজো দিতে যাওয়ার মন্দির না থাকায় বাড়িতেই পুজোআচ্চা করতে হয়। পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠার সময় নারোয়াল জেলায় ৪৫টি মন্দির ছিল। সময়ের আবর্তে সেগুলি ভেঙে পড়েছে। বাওলি সাহিব মন্দিরের সংস্কারের কথা গত কুড়ি বছর ধরে বলে আসছেন বলে জানিয়েছেন রতনলাল আর্য। একসময়ে তিনি ইটিপিবি-র সভাপতি ছিলেন। পঞ্জাব প্রদেশে লাহোর, শিয়ালকোটে অবশ্য মন্দির আছে।

পাকিস্তান হবে না কাশ্মীর : ফারুক

গান্ডেরবাল হামলা : কেন্দ্রের সুরে সুর

শ্রীনগর, ২১ অক্টোবর : কাশ্মীর পাকিস্তান নেহি বনেগা।

'পাকিস্তান ৭৫ বছর ধরে কাশ্মীর দখল করার চেষ্টা করছে। এতদিনে যখন পারেনি ভবিষ্যতেও পারবে না।' রবিবারের গান্ডেরবাল হামলার নিন্দা করতে গিয়ে সোমবার এই ভাষাতেই পাকিস্তানকে নিশানা করলেন জম্মু ও কাশ্মীরে সদ্য ক্ষমতায় আসা ন্যাশনাল কনফারেন্সের (এনসি) প্রধান ফারুক আবদুল্লা।

গান্ডেরবালের সোনমার্গে জঙ্গি হামলায় ৬ জন পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। প্রাণ হারিয়েছেন একজন কাশ্মীরি চিকিৎসকও। আহত বেশ কয়েকজন। হামলার পর এলাকা ঘিরে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে যৌথবাহিনী। এদিকে হামলার দায় স্বীকার করে বিবৃতি দিয়েছে জঙ্গি গোষ্ঠী দ্য রেজিস্টেন্স ফ্রন্ট (টিআরএফ)। এই প্রথম উপত্যকায় কাশ্মীরি ও ভিনরাজ্যের বাসিন্দাদের একসঙ্গে নিশানা করল জঙ্গিরা। রবিবারই গান্ডেরবালে হামলার তীব্র নিন্দা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। সোমবার একধাপ এগিয়ে কেন্দ্রের সুরে সুর মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে পাকিস্তানকে নিশানা করেছেন এনসি সভাপতি তথা জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা।

শ্রীনগরে এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আমি পাকিস্তানের নেতাদের বলতে চাই যে, তাঁরা যদি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক চান, তাহলে তাঁদের এটা (সন্ত্রাসবাদে মদত দান) বন্ধ করতে হবে। কাশ্মীর পাকিস্তান হবে না।' ফারুকের হুঁশিয়ারি, 'সময় এসেছে সন্ত্রাস বন্ধ করার, নইলে পরিণতি হবে ভয়াবহ... কীভাবে? আমাদের নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করলে কী করে আলোচনা হবে?'

রবিবার জঙ্গির হাতে নিহত স্বামীর দেহ পেয়ে কান্না স্ত্রীর। জম্মুতে।

পরিযায়ী শ্রমিকদের জঙ্গিদের সফট টার্গেটে পরিণত করার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, 'এই আক্রমণটি খুব দুর্ভাগ্যজনক... পরিযায়ী দরিদ্র শ্রমিকরা এবং একজন চিকিৎসক প্রাণ হারিয়েছেন। সন্ত্রাসবাদীরা এর থেকে কী পাবে? তারা কি এখানে একটি পাকিস্তান তৈরি করতে পারবে?' এনসি নেতারা হামলার নিন্দা করলেও সামাজিক মাধ্যমে জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন নেটিজেনদের একাংশ।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে রবিবারের হামলাকে সন্ত্রাসবাদী নাশকতা বলতে রাজি হননি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'গান্ডেরবালে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে এই নির্বোধ সহিংসতাকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিন্দা জানাই। তাদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা।'

এদিন হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। তিনি বলেন, 'নির্মাণ শ্রমিকদের ওপর নৃশংস ও বর্বর হামলার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। আমি জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনীকে এমন একটি মূল্য নির্ধারণ করতে বলেছি যা সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের সহযোগীরা ভবিষ্যতে মনে রাখবে।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্য, 'জম্মু ও কাশ্মীরের গান্ডেরবালে সন্ত্রাসবাদীদের একজন চিকিৎসক এবং পরিযায়ী শ্রমিক সহ বহু মানুষকে হত্যা করা খুবই কাপুরুষোচিত এবং ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। সন্ত্রাসবাদীদের এই দুঃসাহসিকতা কখনই জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের আস্থা ভঙ্গ করবে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ।'

এয়ার ইন্ডিয়ায় না চড়ার হুমকি পান্নুনের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : বিদেশে ঘাঁটি গেড়ে থাকা খালিস্তানপন্থী জঙ্গিরা যে ভারতের উড়ান শিল্পে অস্থিরতা সৃষ্টি করতে চাইছে, সেই ইঙ্গিত ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। গত একসপ্তাহে শতাধিক বিমানে হামলা চালানোর ভুয়ো হুমকি এসেছে বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম মারফত। সেই তালিকায় নতুন সংযোজন ১ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে না চড়তে যাত্রীদের হুঁশিয়ারি। হুমকিবার্তা দিয়েছেন আমেরিকাবাসী খালিস্তানপন্থী জঙ্গি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের নেতা পান্নুনের বিবৃতি প্রকাশ্যে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে কেন্দ্র। সোমবার উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসেছিলেন অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রকের কর্তারা। যাত্রীদের আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে অসামরিক বিমান নিরাপত্তা সংস্থা ব্যুরো অফ সিভিল অ্যাভিয়েশন সিকিউরিটি (বিসিএএস)। সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল জুলফিকার হাসান জানিয়েছেন, ভারতের আকাশপথ পুরোপুরি নিরাপদ। নিশ্চিন্তে বিমান সফর করতে পারেন যাত্রীরা।

মাদ্রাসা বন্ধের প্রস্তাবে সুপ্রিম স্থগিতাদেশ

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : মাদ্রাসা বন্ধের জন্য সম্প্রতি রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দিয়েছিল জাতীয় শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন। সেই পরামর্শ মেনে কেন্দ্র ও রাজ্য পদক্ষেপ করতেও শুরু করেছিল। কমিশনের প্রস্তাব এবং সরকারের পদক্ষেপের ওপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কমিশনের পরামর্শের ভিত্তিতে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না বলেও শীর্ষ আদালত জানিয়েছে। অভিযোগ ছিল, এই মাদ্রাসাগুলি শিক্ষার অধিকার (আরটিই) আইনের সঙ্গে সংগতি রেখে পরিচালিত হচ্ছে না।

উত্তরপ্রদেশ এবং ত্রিপুরা সরকার সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল, অনুমোদনহীন এবং সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসাগুলি থেকে পড়ুয়াদের সরকারি স্কুলে ভর্তি করাতে হবে। জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ওই নির্দেশিকাগুলি জারি করা হয়েছিল। উভয় রাজ্যের নির্দেশিকার ওপরেও স্থগিতাদেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চ।

উত্তরপ্রদেশ সরকারের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল জামিয়াত উলেমা-ই-হিন্দ নামে একটি সংগঠন। মামলাকারী পক্ষের অভিযোগ, সরকারি নির্দেশিকায় সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালানোর অধিকার খর্ব হচ্ছে। মামলাটি ওঠে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে। কমিশনের প্রস্তাব এবং দুই রাজ্যের নির্দেশিকার ওপর সোমবার স্থগিতাদেশ জারি করেছে আদালত। এর মধ্যে আর কোনও রাজ্য এই বিষয়ে নির্দেশিকা জারি করলে সেটির ওপরেও স্থগিতাদেশ কার্যকর থাকবে। একই সঙ্গে কেন্দ্র এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারের থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

সম্প্রতি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট তৈরি করে জাতীয় শিশু অধিকার রক্ষা কমিশন। তাতে মাদ্রাসার 'ঐতিহাসিক ভূমিকা' এবং শিশুদের শিক্ষার অধিকারে তার প্রভাব নিয়ে তথ্য দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১১ অধ্যায়ের ওই রিপোর্টে কমিশনের মূল পরামর্শ ছিল, বিভিন্ন রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিতে আর্থিক সহায়তা দেওয়া বন্ধ করা হোক এবং সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোক।

ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গে বিপর্যয়ের শঙ্কা

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় 'ডানা'র প্রভাবে বুধ ও বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দিল্লির মৌসম ভবন জানিয়েছে ঘূর্ণিঝড়টি ওডিশার পুরী ও বাংলার সাগরদ্বীপের মধ্যবর্তী কোনও স্থানে ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার বেগে আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যেই সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে বারণ করা হয়েছে মৎস্যজীবীদের। ঘূর্ণিঝড়ের মোকাবিলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় ইতিমধ্যেই সতর্কিত ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। সমুদ্রবাঁধের তীরবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দাদের উঁচু এলাকায় রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বুধবার থেকেই কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি সহ বিভিন্ন জেলায় অতিভারী বৃষ্টি শুরু হবে। বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকালের মধ্যে এটি পুরী ও সাগরদ্বীপের মাঝে কোনও জায়গায় আছড়ে পড়বে। ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় 'আয়লা'র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ব্যবস্থা নিচ্ছে রাজ্য প্রশাসন। ইতিমধ্যেই মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সুন্দরবন এলাকায়। সাগর, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি, বকখালি প্রভৃতি এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের তরফে মাইকে প্রচার করা হচ্ছে। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি সাইক্লোন সেন্টার খোলা হয়েছে। সমুদ্রবাঁধের কাছে যারা বসবাস করেন, তাঁদের সরিয়ে সাইক্লোন সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাকদ্বীপে মহকুমা শাসকের দপ্তরে ২৪ ঘণ্টার কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য ইতিমধ্যেই সিভিল ডিফেন্স, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ প্রভৃতি সংস্থাকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় সমুদ্রবাঁধের নজরদারিতে সেচ দপ্তরের কর্মীদের মোতায়েন করা হয়েছে। কোথাও বাঁধে ফাটল দেখা দিলে দ্রুত তা মেরামত করা হচ্ছে। রাজ্যের কৃষি বিভাগ কৃষকদের আবেদন জানিয়েছে, ধান ৮০ শতাংশ পেকে গেলে তা যেন কেটে নেওয়া হয় এবং যত দ্রুত সম্ভব মাঠ থেকে তা তুলে নেওয়া হয়। মাঠে থাকা বিভিন্ন সবজি, পানের বরজ, ডাল, শস্যের জমি প্রভৃতিতে যথাযথ জলনিকাশি ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে।

ওষুধের দাম বৃদ্ধি

প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : সম্প্রতি বেশকিছু জীবনদায়ী ওষুধের দাম ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল প্রাইসিং অথরিটি। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য তিনি দাবিও জানিয়েছেন। হাঁপানি, টিবি, গ্লকোমা, চোখের সমস্যা, অন্যান্য সংক্রমণ, মানসিক রোগ ও থ্যালাসেমিয়া রোগের ওষুধের দাম বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত হয়েছে। কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি হওয়ায় ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলিকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত দাম বৃদ্ধির অনুমতি দিয়েছে মূল্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর চিঠিতে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী লিখেছেন, 'কয়েকমাস আগেই এনপিপিএ, ডায়াবিটিস, ব্লাড প্রেসার, অ্যান্টিবায়োটিক সহ একাধিক ওষুধের দাম বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এত কম সময়ের মধ্যে এই ভাবে ওষুধের দামবৃদ্ধি বাংলার আমজনতাকে বিপদের মধ্যে ফেলবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের দামবৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষ এমনিতেই চিন্তিত। তার ওপর দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী ওষুধের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হচ্ছে। যা আমজনতার কাছে বিরাট ধাক্কা।'

কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে সদর্থক পদক্ষেপ করবে বলেও আশা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত এপ্রিল মাস থেকেই প্যারাসিটামল সহ ৮০০ ওষুধের দাম বেড়েছিল। এইসব ওষুধ ছাড়াও অ্যাট্রোপিন ইনজেকশন, বেনজিন পেনিসিলিন ১০ লাখ আইইউ ইনজেকশন, লিথিয়াম ট্যাবলেট ৩০০ গ্রাম, স্ট্রেপটোমাইসিন পাউডার, স্যালবুটামল ট্যাবলেট সহ একাধিক ওষুধের দামেও প্রভাব পড়বে কেন্দ্রীয় এই সিদ্ধান্তের কারণে।

২৪-এ মন্ত্রীসভার বৈঠক মমতার

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মন্ত্রীদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান, আরজি কর কাণ্ড সহ বিভিন্ন দুর্নীতি ইস্যুতে পরিস্থিতি অস্থির হলেও মন্ত্রীদের দপ্তরের নির্দিষ্ট প্রকল্পের কাজ সময়সীমার মধ্যে শেষ করতেই হবে। কোনও গাফিলতি থাকা চলবে না। ২০২৬-এ বিধানসভার ভোট। আবার সামনের মাসে ১৩ নভেম্বর রাজ্যে ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। সেইসব মাথায় রেখেই বর্তমানে বিভিন্ন কারণে চূড়ান্ত ব্যস্ততার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী বৃহস্পতিবার নবান্নে রাজ্য মন্ত্রীসভার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল মন্ত্রীসভার বৈঠকে এবার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিককে হাজির থাকতে বলা হয়েছে। সাধারণভাবে মন্ত্রীসভার বৈঠকে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিব থাকেন। থাকেন সব দপ্তরের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীরা। এবারই কয়েকটি দপ্তরের আধিকারিককে মন্ত্রীসভার বৈঠকে থাকতে বলা হয়েছে। এদিন নবান্নে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকের কথা জানানো হয়েছে।

বিভিন্ন জেলার মন্ত্রীদের বৃহস্পতিবারের বৈঠকে হাজির থাকার জন্য বার্তাও পাঠিয়েছে নবান্ন। সামনেই ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ভোট। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে ৬টি উপনির্বাচনের ভোট শাসকদল তৃণমূলের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ৬টি আসনে জেতা শাসকদলের কাছে 'মর্যাদার লড়াই'। এলাকার মন্ত্রীদের এই ব্যাপারে মন্ত্রীসভার বৈঠকে বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট সংশ্লিষ্ট এলাকার মন্ত্রীদের এলাকায় থাকার বার্তাও দিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ ছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীদের তাঁদের দপ্তরের উন্নয়নমূলক কাজের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দিতে পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের এক দফা কথাও হয়ে গিয়েছে। 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার', 'স্বাস্থ্যসাথী'র মতো সামাজিক প্রকল্পগুলির কাজের ধারা যাতে কোনওভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়। সামাজিক প্রকল্পগুলিতে উপভোক্তার সংখ্যা আরও বাড়াতে চান মুখ্যমন্ত্রী। প্রকল্পগুলির আর্থিক সুবিধা আরও বাড়ানোর পক্ষপাতী তিনি। সম্ভবত এই কারণে বৈঠকে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকদের থাকতে বলা হয়েছে।

রাজ্য সফর বাতিল শা'র

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আশা জাগিয়েও বাতিল হল অমিত শা'র রাজ্য সফর। আগামী ২৩ ও ২৪ অক্টোবর রাজ্যে দু'দিনের সফরে আসার কথা ছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র। সফরে সরকারি কর্মসূচির পাশাপাশি দলীয় কর্মসূচিতেও তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। রাজ্যে ৬ আসনে উপনির্বাচনের মুখে শা'র এই সফর ঘিরে সংগঠনকে চাঙ্গা করার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল বঙ্গ বিজেপির। কিন্তু এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক শা'র সেই সফর বাতিল করায় হতাশ গেরুয়াশিবির। শা'র সফর বাতিলের কারণ হিসেবে সরকারিভাবে কিছু জানানো না হলেও ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আসন্ন দুর্যোগের আশঙ্কাতেই তাঁর কমসূচি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র।

ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আবহাওয়া দপ্তরের এই সতর্কবার্তার পর এটা প্রত্যাশিতই ছিল। কারণ, ঘোষিত এই সাইক্লোনের প্রভাবে ব্যাপক দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে। অথচ সেইদিনই রাজ্যে অমিত শা'র তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি কীভাবে সম্ভব? তাছাড়া রাজ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

উপস্থিত থাকলে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতে হবে। সেক্ষেত্রে দুর্যোগের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। এসব কথা মাথায় রেখেই শা'র সফর বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র।

এলএসিতে টহলদারি মতৈক্য ভারত-চিনের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : পূর্ব লাদাখের গালওয়ানে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ৪ বছর পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলএসি) সেনা সক্রিয়তা কমানো এবং অবাধ টহলদারি ইস্যুতে একমত হল ভারত ও চিন। সোমবার বিদেশসচিব বিক্রম মিসরি জানিয়েছেন, সমঝোতা অনুযায়ী এলএসি বরাবর টহল দেবে ভারত এবং চিনের বাহিনী।

তিনি বলেন, 'ভারত-চিনের কূটনৈতিক এবং সামরিক প্রতিনিধিরা বিভিন্ন ফোরামে একে অপরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলছেন। দু-পক্ষের আলোচনার ফলস্বরূপ, ভারত-চিন সীমান্তে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর টহল দেওয়ার বিষয়ে একটি চুক্তিতে পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় স্তরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, সেনা প্রত্যাহার এবং মতবিরোধ দূর করার পথ প্রশস্ত হয়েছে।' বিদেশসচিব আরও বলেন, 'কয়েকসপ্তাহ ধরে ভারত ও চিনের মধ্যে কূটনৈতিক স্তরে টানা আলোচনা চলেছে। এর ফলে আমরা বেশ কয়েকটি বিষয়ে একমত হতে পেরেছি। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় নজরদারি চালানোর ব্যাপারেও আমাদের মধ্যে মতবিনিময় হয়েছে। এর ভিত্তিতে সেনা প্রত্যাহার এবং ২০২০ থেকে তৈরি হওয়া সমস্যাগুলির সমাধানে পদক্ষেপ করবে দুই দেশ।'

ব্রিকসের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চলতি সপ্তাহেই রাশিয়ার

সুদিন ফিরবে? ইন্দো-চিন সেনাদের মৈত্রীর ফাইল ছবি।

কাজানে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। ভারত, চিন দুই দেশই ব্রিকসের সদস্য। কাজানে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের উপস্থিত থাকার কথা। সম্মেলনের ফাঁকে মোদি-শি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে বলে কূটনৈতিক সূত্রে খবর। সেই বৈঠকের আগে সীমান্ত ইস্যুতে ভারত-চিন জট কাটার ইঙ্গিত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

২০২০-তে পূর্ব লাদাখের গালওয়ান উপত্যকায় রক্তাক্ত সংঘর্ষের পর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর বিপুল সেনা মোতায়েন করেছে ভারত ও চিন। পূর্ব লাদাখে একাধিক পয়েন্টে ভারতীয় বাহিনীকে টহল দিতে চিনা সেনা বাধা দিচ্ছে বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে। জট কাটাতে চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে দু-বার বৈঠক করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। এছাড়া কূটনৈতিক এবং প্রতিরক্ষা স্তরে দুই দেশের প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তত ৫২টি বৈঠক হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পরেও জট কাটেনি। সীমান্তে চিনা আগ্রাসন নিয়ে বারবার কেন্দ্রকে নিশানা করেছে কংগ্রেস। লোকসভা ভোটের প্রচারেও এই ইস্যুতে সরব হয়েছিল বিরোধীরা। তবে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং টহলদারি নিয়ে জট কাটার ইঙ্গিত কেন্দ্রের বড় সাফল্য বলে মনে করছে পর্যবেক্ষকমহল।

বাকিবুরের জামিন

হাইকোর্টের দ্বারস্থ ইডি

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত বাকিবুর রহমানের জামিনের বিরোধিতায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল ইডি। ইডির দাবি, জ্যোতিপ্রিয় ঘনিষ্ঠ বাকিবুর জামিন পেলে তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারেন। র‍্যাশন দুর্নীতি মামলায় তদন্ত চলছে। তাই এই পরিস্থিতিতে বাকিবুর জামিনে থাকলে তদন্তে বিঘ্ন ঘটতে পারে। হাইকোর্টে এখন পূজাবকাশ চলছে। পূজাবকাশকালীন বেঞ্চে বা আদালতের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়া চালু হলে মামলাটি শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

ইন্টারনেট ছাড়াই মোবাইলে টিভি চালু করছে প্রসার ভারতী

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : প্রসার ভারতী মোবাইলে ইন্টারনেট সংযোগ ছাড়াই সরাসরি টেলিভিশন চ্যানেল দেখার সুযোগ করে দিতে চলেছে। এই উদ্যোগের পরীক্ষামূলক কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রক, আইআইটি কানপুরের সহযোগিতায় উচ্চ এবং নিম্ন ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ব্যবহার করে দিল্লি সহ বিভিন্ন শহরে এই প্রকল্পের পরীক্ষা চালাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আইআইটি কানপুরের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষাটি সফল হয়েছে। তবে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য মোবাইল টাওয়ারে ট্রান্সমিটার এবং মোবাইল ফোনে নির্দিষ্ট চিপ বসানোর প্রয়োজন হবে। টিভি এবং রেডিওর মতো সিগনালের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার পাওয়া যাবে, এর জন্য ইন্টারনেটের প্রয়োজন হবে না। তবে এই সিগনাল গ্রহণের জন্য স্মার্টফোনে নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যার থাকতে হবে।

২০১৯ সালের জুলাই মাসে মোবাইলে সরাসরি সম্প্রচার সহ একাধিক বিষয় নিয়ে গবেষণা ও পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। বর্তমানে প্রসার ভারতীর মোবাইল অ্যাপ অনেক মানুষ ব্যবহার করছেন কিন্তু এবার লাইভ টেলিভিশন সম্প্রচার ব্যবস্থা আরও উন্নত করতে কাজ শুরু হয়েছে যা ভবিষ্যতে মোবাইল ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন এক যুগের সূচনা করবে।

সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কুলতলি কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবার সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। কুলতলির বিধায়কের সঙ্গেই তারা নবান্নে আসে এবং কথা বলে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। এদিন নাবালিকার পরিবারের তরফে তার মা-বাবা ও মামা আসেন। সঙ্গে ছিলেন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক সওকত মোল্লা। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সঙ্গে কথা বলে সুবিচারের আশ্বাস দেন।

জয়নগরের মহিষমারি এলাকায় টিউশন থেকে ফেরার পথে ৯ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। যা নিয়ে উত্তাল হয় কুলতলি। আদালতের নির্দেশে কল্যাণীর জেএনএম হাসপাতালে এইমসের চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত হয় নাবালিকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় তিনমাসের মধ্যে পকসো আদালতে মামলা রুজু করে ফাঁসির দাবি করেন।

হার্ডডিস্ক ফরেন্সিকে পাঠাল সিবিআই

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তদন্তে নেমে ৪টি হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করে সিবিআই। সেই হার্ডডিস্কগুলি চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হল। তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই হার্ডডিস্কগুলি থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে ফেলা হতে পারে। তদন্তের ক্ষেত্রে সিবিআইয়ের হাতে আসা হার্ডডিস্ক, টালা থানার ডিভিডি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার আগে ও পরের অনেক রহস্যের উদঘাটন ওই ডিজিটাল তথ্যপ্রমাণ থেকে উঠে আসতে পারে। তাই যদি কিছু তথ্য মুছে ফেলা হয় এবং তা যাতে সিবিআই পেতে পারে সেই কারণেই এখন মরিয়া হয়ে উঠেছেন তদন্তকারীরা।

সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের ফোন কলের কথোপকথন, রেকর্ডিং মুছে ফেলা হয়। ফরেন্সিক পরীক্ষার মাধ্যমে তা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। ফলে সিবিআইয়ের সংশয়, ওই হার্ডডিস্কগুলি থেকেও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মুছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে। তাই সেগুলির ফরেন্সিক পরীক্ষা করাতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় সিবিআই। আদালতের সম্মতিতেই চণ্ডীগড়ের ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। সূত্রের খবর, ফরেন্সিক টেস্টের রিপোর্ট হাতে আসার পর ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে আবার জেরা করতে পারে সিবিআই। সিবিআইয়ের আশঙ্কা, ওই হার্ডডিস্কগুলিতে ঘটনার সময়কার জরুরি বিভাগের সমস্ত ফ্লোরের সিসিটিভি ফুটেজ রয়েছে। তাই তথ্যপ্রমাণ লোপাট এবং কাউকে আড়াল করার জন্য তথ্য মুছে দেওয়া হয়ে থাকতে পারে।

সিকিমের বিপর্যয়েই সমতলে বন্যা : কেন্দ্র

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২১ অক্টোবর : গত বছর পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা পরিস্থিতির জন্য সেবার সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই দায়ী। কেন্দ্রীয় জলশক্তিমন্ত্রকের অধীনস্থ সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের (সিডব্লিউসি) প্রকাশিত ১৪৩ পাতার 'রিপোর্ট অন ফ্লাড ড্যামেজ স্ট্যাটিস্টিক্স'-এ এই বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। ওই রিপোর্টে প্রকাশ, গত বছর মেঘ ভেঙে সিকিমে প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়। উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদ ফেটে তিস্তায় ১৫ থেকে ২০ ফুট উঁচু জলস্ফীতি হয়েছিল। তাতে সিকিমের ছ'টি জেলা ছাড়াও উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির (কেন্দ্রীয় রিপোর্টে অবশ্য একে বন্যা হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে) সৃষ্টি হয়। গত বছর ৩ এবং ৪ অক্টোবর সিকিমের ওই ঘটনায় বহু মানুষ মারা যান ও নিখোঁজ হন। সবমিলিয়ে সংখ্যাটি ২৪০।

সিকিমের ঘটনার কারণেই পশ্চিমবঙ্গকে গত বছর প্রচণ্ড ভুগতে হয়েছে বলে বহুবার অভিযোগ ওঠে। কিন্তু সেই সময় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়নি। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিকের বক্তব্য, 'গত অক্টোবরে রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতির কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেই তিস্তার প্রবল জলস্ফীতিতে জলপাইগুড়ি জেলায় এই নদীর বিভিন্ন অংশে প্রভাব পড়ে। নদীবক্ষে বালির পুরু স্তর জমে। যা ড্রেজিং করতে রাজ্যে ডিপিআর পাঠানো হয়েছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় অর্থসাহায্য না পেলে ড্রেজিং করা অসম্ভব।' পাশাপাশি, ওই বিপর্যয়ে তিস্তার বাঁধ, স্পারের ক্ষতি ও ভূমিক্ষয় সংক্রান্ত ক্ষতি মেরামত করতে রাজ্যের কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে কৃষ্ণেন্দু জানান। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র কি তাহলে পশ্চিমবঙ্গকে অর্থসাহায্য করবে? জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়ের বক্তব্য, 'এমন নয় যে, কেন্দ্র সহযোগিতা করতে প্রস্তুত নয়। তিস্তার সমস্যা নিয়ে আমি লোকসভায় বহুবার সরব হয়েছি। কিন্তু রাজ্য তো স্থায়ীভাবে কোনও পরিকল্পনাই করে না। সেই পরিকল্পনা তৈরি করে কেন্দ্রের কাছে পাঠানোর পাশাপাশি আমাকেও জানানো হোক। আমার পূর্ণ সহযোগিতা থাকবে। সুষ্ঠুভাবে কোনও কাজ না করে শুধু বঞ্চনার গান গাইলে হবে না।'

কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, মেঘ ভেঙে প্রচুর বৃষ্টিতে উত্তর সিকিমের লোনাক হ্রদ ফেটে সেখানকার বিপুল জল তিস্তায় মেশে। চুংথাংয়ে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন তিস্তা জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের সেতুটিই ভেঙে গিয়েছিল। ওই বিপর্যয়ে ৩ হাজার ৮৩টি ঘর পুরোপুরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১ হাজার ৪৩১টি গবাদিপশু মারা যায়। গোটা দেশে অসম ও পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বন্যা হয় বলে ওই রিপোর্টে সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান কুশবিন্দর ভোরা জানিয়েছেন।

বন্যার কারণ হিসেবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ক্রমাগত নগরায়ণ ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের পাশাপাশি বিশ্ব উষ্ণায়নকে তিনি দায়ী করেছেন। সিকিমের আবহাওয়া দপ্তরের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'গত বছর সিকিমের প্রাকৃতিক দুর্যোগে সেখানকার পাহাড়ি এলাকার পাশাপাশি সমতলে তিস্তার বুকে বালি, নুড়ির স্তূপ জমেছে। এর জেরে তিস্তার জলধারণ ক্ষমতাও কমেছে।'

গোটা বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

একনজরে রিপোর্ট

- গত বছর সিকিমে হ্রদ ফেটে দুর্যোগে দার্জিলিং, কালিম্পং ও জলপাইগুড়ি জেলায় বন্যা
- সিডব্লিউসি প্রকাশিত 'রিপোর্ট অনফ্লাড ড্যামেজ স্ট্যাটিস্টিক্স'-এ একথা জানানো হয়েছে
- বন্যাজনিত নানা পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকারের প্রচুর খরচ হয়
- এই রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার পর রাজ্য সরকার এক্ষেত্রে টাকা পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে

এমজেএনে সিসিটিভি মনিটরিং রুম পরিদর্শনে পুলিশ সুপার।

এমজেএনে ২৭ মহিলা রক্ষী নিয়োগ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২১ অক্টোবর : এমজেএন মেডিকেল কলেজের জুনিয়ার চিকিৎসকরা এখনও আংশিকভাবে কাজ করছেন। নিরাপত্তা সংক্রান্ত দাবিপূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা পুরোপুরি কাজে যোগ দেবেন না বলে জানিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের দাবিগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে শুরু করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এর আগে কখনও সেখানে মহিলা নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। সেখানে নতুন করে ৪৬ জন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ করা হচ্ছে। তার মধ্যে ২৭ জন মহিলা থাকছেন। ইতিমধ্যে নিয়োগের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি চিকিৎসকদের দাবি মেনে নিরাপত্তার জন্য হাসপাতালে আরও কিছু কাজ করা হচ্ছে। আলোর ব্যবস্থা, সিসিটিভি মনিটরিং রুম তৈরি করা হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। সোমবার কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য ওই ঘরটি পরিদর্শন করেন। কাজকর্মও খতিয়ে দেখেন। এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের কথায়, 'সম্প্রতি হাসপাতালে নিরাপত্তা বিষয়ে প্রচুর কাজকর্ম করা হয়েছে। চিকিৎসকদের জন্য মাতৃমায় একটি ঘরও তৈরি করা হচ্ছে।'

আরজি কর কাণ্ডের পর এবার চিকিৎসকদের নিরাপত্তার স্বার্থে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে। বর্তমানে হাসপাতালে ৫৭ জন নিরাপত্তারক্ষী রয়েছেন। আরও ৪৬ জনকে নিয়োগের জন্য তাঁদের 'পুলিশ ভেরিফিকেশন' চলছে। চিকিৎসকদের বিশ্রামের জন্য এতদিন চারটি ঘর ছিল। সেটি বাড়িয়ে দশটি করা হয়েছে। নতুন করে ছয়টি শৌচালয় তৈরি করায় এখন মোট শৌচালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশটি। হাসপাতাল চত্বরে আগে ১৭২টি সিসিটিভি ক্যামেরা ছিল। আরজি কর কাণ্ডের পর আরও ২০০টি সিসিটিভি বসানো হয়েছে। হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ১৪০টি ও কলেজ ক্যাম্পাসে ৬০টি বসেছে। সবগুলিই চলছে বলে জানানো হয়েছে। মাতৃমার একটি ঘর বাদে চিকিৎসকদের সব দাবি একশো শতাংশ পূরণ হয়েছে বলে দাবি কর্তৃপক্ষের। দিন কয়েকের মধ্যে মাতৃমার কাজও সম্পন্ন হবে।

এছাড়া, আরজি করের ঘটনার পর পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা দফায় দফায় হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন। তাঁরা ৪০টি 'ব্ল্যাক-স্পট' চিহ্নিত করেন। সেই জায়গাগুলিতে আলোর অভাব ছিল। এবার সেখানে আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর আগে ৫০টি জায়গায় আলো ছিল। বর্তমানে হাসপাতালের মোট ৯০টি জায়গায় আলোর ব্যবস্থা রয়েছে। তবে কাজ যেদিন সম্পন্ন হবে সেদিন থেকেই পুরোপুরি ডিউটি করবে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের জুনিয়ার চিকিৎসক গ্লোরি মোছারি। তাঁর কথায়, 'নিরাপত্তা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আমরা আংশিকভাবে ডিউটি করছি। আমরা রাতে ডিউটি করছি না। এটা ঠিক যে অনেকটা কাজ হয়েছে। তবে এখনও কিছু কাজ বাকি রয়েছে।'

> সম্প্রতি হাসপাতালে নিরাপত্তা বিষয়ে প্রচুর কাজকর্ম করা হয়েছে। চিকিৎসকদের জন্য মাতৃমায় একটি ঘরও তৈরি করা হচ্ছে।
>
> **সৌরদীপ রায়**
> এমএসভিপি

পদ ছাড়ার ইঙ্গিত অনুব্রতর

রামপুরহাট, ২১ অক্টোবর : চতুর্থবার মমতাকে মুখ্যমন্ত্রী করে তবেই বীরভূমের জেলা সভাপতির পদ ছাড়বেন অনুব্রত মণ্ডল। সোমবার এমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি।

কেবল তিনি নন, মমতা ফের মুখ্যমন্ত্রী হলে জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নুরুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়েই পদ ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি।এদিন সিউড়ির দুটি ব্লকে বিজয়া সম্মিলনির আয়োজন করেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। সিউড়ি-২ ব্লকে আয়োজিত সম্মেলনের আহ্বায়ক ছিলেন নুরুল ইসলাম। সেখানেই এই কথা বলেন অনুব্রত। তিনি বলেন, 'মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলছিলেন নুরুল নাকি বলেছে ব্লক সভাপতির পদ ছেড়ে দেবে। আমি নুরুলকে অনুরোধ করব, আর একবার দিদিকে মুখ্যমন্ত্রী করে দাও। তারপর পদ ছাড়লে এক সঙ্গে ছাড়ব। দুই দাদা-ভাইয়ে ছাড়ব।'

আপনমনে...

গজদর্শন *রবিবার রাত ৭টা নাগাদ প্রায় ৩৬টি হাতি বাগডোগরা জঙ্গলের রিসাবাড়ি ব্লক থেকে কিরণচন্দ্র চা বাগান হয়ে এশিয়ান হাইওয়ে-টু সড়কে ওঠে। এদিকে, সেই খবর পেয়ে বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা সড়কের দু'পাশে যানবাহন দাঁড় করিয়ে দেন। যাতে কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটে। একই ঘটনা ভোরেও। ছবি- খোকন সাহা।*

থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত বহিষ্কৃত ছাত্রদের বিক্ষোভ

অধ্যক্ষকে ঘেরাও, হাসপাতালে তালা

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : হাসপাতালের 'থ্রেট কালচার' বন্ধ করা নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে জুনিয়ার ডাক্তাররা। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সোমবার দরবারও করেন তাঁরা। এই আবহেই থ্রেট কালচারের অভিযোগ পালটা অভিযোগ নিয়ে সোমবার সরগরম হয়ে উঠল ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। থ্রেট কালচারের অভিযোগে হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাক্তার উৎপল দাঁ ৮ জুনিয়ার ডাক্তারকে হস্টেল থেকে বহিষ্কার করেছিলেন।

এদিন সেই জুনিয়ার ডাক্তাররা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পালটা থ্রেট কালচারের অভিযোগ তুলে হাসপাতালের অ্যাকাডেমিক বিল্ডিংয়ে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরিস্থিতি সামলাতে আসে পুলিশ।

চাপে পড়ে ওই জুনিয়ার ডাক্তারদের হস্টেল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে। গোটা বিষয়টি জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে মেল করে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম।

আরজি করের ঘটনার পরেই বিভিন্ন হাসপাতালে থ্রেট কালচারের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়। ডায়মন্ড হারবার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ৮ জুনিয়ার ডাক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণের পর তাঁদের হস্টেল ঢুকতে বারণ করা হয়। এদিন সেই জুনিয়ার ডাক্তাররাই বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন হাসপাতালের স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মচারীরা। হাসপাতালের অধ্যক্ষ উৎপল দাঁ বলেন, 'ওই জুনিয়ার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে প্রশ্নফাঁস, অন্য ছাত্রদের ভয় দেখানো সহ বিভিন্ন অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। এজন্যই তাঁদের হস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হয়। বর্তমানে তাঁরাই মিথ্যা অভিযোগ এনে ঝামেলা পাকাচ্ছেন। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে চাকরি ছেড়ে দেব।'

উল্লেখ্য, এদিন ১২ দফা দাবি নিয়ে ওই বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা গেটে তালাও ঝুলিয়ে দেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে আসেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক ও হাসপাতালের সুপার। দীর্ঘক্ষণ আলোচনার পর খোলা হয় তালা। পাশাপাশি ওই ৮ জুনিয়ার ডাক্তারকে হস্টেল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত রাখা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকের সময় রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটছে। এটা একটা থ্রেট কালচার।'

তিনি বিশেষভাবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত এনবিএমসিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের জেরে ডিন ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনে বলেন, 'উত্তরবঙ্গে এক চিকিৎসককে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল। এটা থ্রেট কালচার নয়?'

বিষয়টি নিয়ে এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে মেল করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডক্টরস ফোরাম। সংগঠনের সভাপতি ডাক্তার কৌশিক চাকি বলেন, 'দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালের অধ্যক্ষদের ধমক দিয়ে মুখ বন্ধ করে দেন এদিন। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের অধ্যক্ষ কোনও অন্যায় করেননি। ন্যাশনাল মেডিকেল কমিশনের আইন অনুযায়ী কাজ করেছেন তিনি। এভাবে অভিযুক্তদের পক্ষে যদি সরকার দাঁড়ায় তাহলে সুষ্ঠু প্রশাসন চালানো সম্ভব নয়।'

> এই ধরনের ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটছে। এটা একটা থ্রেট কালচার।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

জেলার খেলা

সেমিতে কালীঘাট ও মালবাজার

দিনহাটা, ২১ অক্টোবর : এমএলএ গোল্ড কাপের সেমিফাইনালে উঠল কালীঘাট ফুটবল লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন ও এসটি ব্রাদার্স মালবাজার। রবিবার সংহতি মাঠে তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে কালীঘাট ৪-২ গোলে কলকাতার ইস্টার্ন রেলওয়েকে হারিয়েছে।

জোড়া গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন কালীঘাটের সুরজ মণ্ডল। তাদের বাকি দুই গোল সুজাউদ্দিন মোল্লা ও থমাসের।

রেলওয়ের গোলস্কোরার নাসিরুদ্দিন মোল্লা ও সুধাম নায়েক। অন্যদিকে, চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে মালবাজার সাডেন ডেথে ৬-৫ গোলে জিতেছে কলকাতার সুরুচি সংঘের বিরুদ্ধে। ম্যাচের সেরা স্টিফেন।

ফাইনালে ফুলবাড়ি

মাথাভাঙ্গা, ২১ অক্টোবর : ঝংকার ক্লাবের রমণীকান্ত বর্মন ও কেশবচন্দ্র বর্মন ট্রফি ফুটবলের ফাইনালে উঠল ফুলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত একাদশ। মাথাভাঙ্গা এটিএম মাঠে তারা ৫-২ গোলে মাথাভাঙ্গা আজাদ হিন্দ সংঘকে হারিয়েছে।

হ্যাটট্রিক করেন ফুলবাড়ির সুরজ থাপা। জোড়া গোল করেন রাজ থাপা। মাথাভাঙ্গার জোড়া গোল করেন মানিক মিয়াঁ। বুধবার ফাইনালে ফুলবাড়ি নামবে ফকিরেরকুঠি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের বিরুদ্ধে।

৫ কেন্দ্রে বামের প্রার্থী

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : রাজ্যের ৫টি বিধানসভা আসনে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা করল বামেরা। কোচবিহারের সিতাইয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মা, আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাটে আরএসপি প্রার্থী পদম ওঁরাও, মেদিনীপুরে সিপিআই প্রার্থী মণিকুন্তল খামরুই, বাঁকুড়ার তালডাংরায় সিপিএম প্রার্থী দেবকান্তি মহান্তি, নৈহাটিতে সিপিআইএমএল (লিবারেশন) প্রার্থী দেবজ্যোতি মজুমদার। হাড়োয়া আসনটিতে প্রার্থীর নাম পরে ঘোষণা করা হবে বলে বিবৃতিতে জানিয়েছে বামফ্রন্ট। কংগ্রেস ছাড়াই এবার উপনির্বাচনে লড়াইয়ের সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়ল।

প্রদেশ কংগ্রেসের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষার পর শেষপর্যন্ত প্রার্থীতালিকা দিল বামফ্রন্ট। তাৎপর্যপূর্ণভাবে বঙ্গ রাজনীতিতে প্রথমবার সিপিএমের সঙ্গে সমঝোতা করে লড়াই করতে চলেছে সিপিআইএমএল (লিবারেশন)। প্রদেশ কংগ্রেসের সঙ্গে আসনরফার বিষয়টি ভেস্তে যেতেই বাম শরিকদের বাইরেও লিবারেশনের সঙ্গে আলোচনা শুরু হয়। সূত্রের খবর, আইএসএফের সঙ্গে ইতিমধ্যেই বামেদের আসনরফা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। হাড়োয়া আসনটিতে প্রার্থী দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে আইএসএফ। সিপিএমের তরফেও সদর্থক ইঙ্গিত দিয়ে রাখা হয়েছে। সোমবার বামফ্রন্টের প্রকাশ করা প্রার্থীতালিকায় হাড়োয়া আসনটি ছেড়ে বাকি আসনগুলিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ওই আসনটি আইএসএফের জন্য ছেড়ে রাখা হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝোতার রাস্তা প্রশস্ত না হতেই পুনরায় আইএসএফের হাত ধরতে চলেছে সিপিএম।

সূত্রের খবর, কংগ্রেসের তরফেও একক শক্তিতে লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেসের নির্বাচনি কমিটির বৈঠক শেষে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের নাম হাইকমান্ডকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে একটি আসনে ৩ জন করে প্রার্থীর নাম মনোনয়ন করে শীর্ষ নেতৃত্বকে পাঠানো হয়েছে।

হাইকমান্ড তার মধ্যে থেকে নির্বাচিত নাম বেছে নিয়ে শীঘ্রই প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করবে। রাজনৈতিক মহলের মতে, উপনির্বাচনে এক ভিন্ন পরিস্থিতি তৈরি হল। প্রতিটি আসনে চতুর্মুখী লড়াই হতে চলেছে।

আদালতের নির্দেশে রূপান্তরকামী শিক্ষিকা পুনর্বহাল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে গঠিত প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের আপিল কমিটির রায়ে শিক্ষকতায় পুনর্বহাল হলেন রূপান্তরকামী শিক্ষিকা সুরঞ্জনা মণ্ডল।

সরকার-বিরোধী কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ায় তাঁকে অবৈধভাবে বরখাস্ত করার অভিযোগে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। আদালতের নির্দেশে পর্ষদ আপিল কমিটি গঠন করে। সেই কমিটি ১ অক্টোবর ওই শিক্ষিকাকে পুনর্বহালের নির্দেশ দিয়ে জানায়, আগামী ২ মাসের মধ্যে তাঁকে বহাল করতে হবে। ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই থেকে তাঁর প্রাপ্য বেতন মেটাতে হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিককে।

রূপান্তরকামী ওই শিক্ষিকা দক্ষিণ ২৪ পরগনার গনিপুর অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলের সহকারী শিক্ষিকা। তাঁর অভিযোগ, মহার্ঘভাতা, নিয়োগ দুর্নীতি সহ সরকার-বিরোধী একাধিক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তিনি অংশ নেওয়ায় তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ২০২৩ সালের জুলাইতে প্রথমে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়। ডিসেম্বর মাসে তাঁকে ছাঁটাই করা হয়। তারপর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলে বিচারপতি অমৃতা সিনহা প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে আপিল কমিটি গঠন করার ও ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেন।

অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে আপিল কমিটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিককে শিক্ষিকাকে চাকরিতে যোগদান করানোর নির্দেশ দেয় ও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের আইন অনুযায়ী তদন্ত করতে বলা হয়।

রূপান্তরকামী শিক্ষিকা সুরঞ্জনা মণ্ডল 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে বলেন, 'পুজোর ছুটির পর শনিবার থেকে প্রাথমিক স্কুল খুলেছে। আমি শনিবার ও সোমবার দু'দিনই আপিল কমিটির নির্দেশ নিয়ে স্কুলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমায় যোগদান করতে দেওয়া হয়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, শীর্ষ মহলের নির্দেশ না পেলে তাঁরা যোগদান করাতে পারবেন না।'

অনশন-ধর্মঘটে ইতি

প্রথম পাতার পর

সিস্টেম বলেও একটা জিনিস আছে, সিস্টেমটা বুঝুন।' যদিও স্টেট লেভেল টাস্ক ফোর্সের পাশাপাশি কলেজ লেভেল টাস্ক ফোর্স গড়তে রাজ্য সরকার সদিচ্ছা দেখিয়েছে। ২০২৫-এর মার্চের মধ্যে মেডিকেল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করাতেও সরকার সম্মত হয়েছে।

তবে সুপ্রিম কোর্টের শুনানিতে আন্দোলনকারীদের আইনজীবীর 'হাসপাতালে তুলো ছাড়া নাকি কিছু পাওয়া যায় না' বক্তব্যের উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটা কি ঠিক? দেশের কাছে রাজ্যের মুখ কতটা পুড়েছে? আমরা পরস্পর পরস্পরকে অনেক কথা বলতে পারি। কিন্তু ঘরের দরজা বন্ধ রাখলেও মনের জায়গাটা খোলা রাখতে হয়।'

টাকা তুলছে দল

প্রথম পাতার পর

'এসব ব্যাপারে দলকেও ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা বিভিন্ন মিটিং, কর্মসূচি করে বলছি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না।'

আবাস যোজনার ঘরের নাম করে রাজ্য শাসকদলের নেতা-নেত্রীরা টাকা নিচ্ছেন বলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি অনেকদিন ধরেই অভিযোগ করছিল। এবার খোদ দলের মন্ত্রী দলীয় কর্মসূচিতে সে কথা স্বীকার করে নেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে দলের অন্দরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে উদয়ন পরে বলেন, 'কর্মীদের বলা মানে আমি যে তার বাইরে তা তো নয়। আমার কথা হচ্ছে, স্বচ্ছতার সঙ্গে, সততার সঙ্গে দলটা করতে হবে। সে যেই হোন। মানুষ তো আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা আমাদের দ্বারা যদি বঞ্চিত হয়, তাহলে কেন আমার পাশে থাকবে।'

জেলা শাসককে জানানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কিছু প্রশাসনিক ব্যাপার রয়েছে। যেটা আমরা করতে পারি না। যেটায় আমাদের হাত দেওয়ার কোনও অধিকার নেই। জেলা প্রশাসন দেখবে। তাতে একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে যদি মনে কোথাও কোনও সমস্যা হচ্ছে, তাহলে সেটা জেলা প্রশাসনকে জানানোর দায়িত্ব তো আমাদের জনপ্রতিনিধিদের।'

জেলা সভাপতি হিপ্পি বলেন, 'ঘর নিয়ে টাকা তোলার বিষয়টি মন্ত্রী আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। দলীয়ভাবেও আমরা খুব শীঘ্রই ব্যবস্থা নেব।'

বোমাবর্ষণের পরেও অক্ষত মন্দির

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২১ অক্টোবর : ১৯৭১ সালের কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলছে তখন। পাকিস্তানি সেনারা বাংলাদেশের ভূখণ্ডের পাশাপাশি হেমকুমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালীতলা এলাকায় আক্রমণ চালায়। এলাকায় প্রচুর বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বাদ যায়নি এলাকার কালী মন্দিরও। তবে এত বোমাবর্ষণের পরও অক্ষত সেই মন্দির। সেসময় যেন মা নিজের মহিমা প্রকাশ করে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, অদ্ভুতভাবে মন্দির লাগোয়া এলাকায় পড়া একটি বোমাও ফাটেনি। মন্দির চত্বরের মাটিতে পড়তেই সব বোমা নিজে থেকেই নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। রক্ষা পায় মন্দির ও সংলগ্ন বিএসএফ সীমান্ত চৌকি সহ সমগ্র এলাকা।

সেই থেকে মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবী ভদ্রাকালীর পুজোয় শামিল হন স্থানীয়দের পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানরাও। প্রতিবছর দীপাবলির দিন দেড়শো শতাব্দীপ্রাচীন ওই কালী মন্দিরের পুজোকে ঘিরে আনন্দে মেতে ওঠে কালীতলার বাসিন্দারা। এবারও ইতিমধ্যে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে।

দেখতে দেখতে আনুমানিক ১৭১ বছর হয়ে গেল ওই পুজোর। স্থানীয়দের পাশাপাশি বিএসএফ জওয়ানরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মন্দিরের পুজোর কাজ করেন। ফলে কালীতলা বিএসএফ ক্যাম্পে আলাদা কোনও কালী মন্দিরও তৈরি করা হয়নি। পুজো উদ্যোক্তা সুব্রত রায়ের কথায়, 'এই মন্দিরে আজও বলিপ্রথা প্রচলিত আছে। এখানে মায়ের কাছে কিছু মানত করলে তার ফল পাওয়া যায়। তাই কারও মানত থাকলে পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। আগে দেবীর উদ্দেশ্যে প্রচুর বলি হত।'

ওই মন্দিরের নিয়মনিষ্ঠাই পুজোর মূল আকর্ষণ। তবে সংরক্ষণের অভাবে প্রাচীন মন্দিরটি ভগ্নদশায় রয়েছে বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা। সংস্কারের অভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে বলে বলছেন স্থানীয় বাসিন্দা মানব রায়। এই পরিস্থিতিতে মন্দিরটি সংস্কারের দাবি তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা।

হেমকুমারীর কালীতলার প্রাচীন মন্দিরে পুজোর তোড়জোড় শুরু।

টাক দিয়ে যায় চেনা, জানে তৃণমূল

প্রথম পাতার পর

এই কর্মসূচি কেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন সওকত। বলেছেন, টাকমাথা পুরুষরা বেশি বুদ্ধিমান। তাই তিনি তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। পরে আরও ঘটা করে এই টাকের প্রতিযোগিতা আয়োজন করারও ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি।

জানি না, এটা তৃণমূলের দলীয় অনুমোদিত কর্মসূচি কি না। অন্তত এখনও পর্যন্ত কোনও তৃণমূল নেতাকে এ নিয়ে কিছু বলতে শুনিনি। কেউ আপত্তি করেছেন বলেও শোনা যায়নি। তবে টাকের সঙ্গে বুদ্ধির কোনও যোগ আছে বলে কস্মিনকালেও কানে আসেনি। তবে যে যাই বলুন, সকাল থেকে সন্ধে টাকের সঙ্গে যে আমাদের আত্মিক যোগ তা কে অস্বীকার করতে পারবে? বিছানা ছেড়ে ওঠা থেকে শুরু করে বিছানায় শোওয়া পর্যন্ত যে টাক ছাড়া গতি নেই। জীবন চালাতে যে নোট দরকার তাতেও তো টাকের মাহাত্ম্য। দেশের সবথেকে খ্যাতনামা টাকের মালিকের ছবি যে সেখানে জ্বলজ্বল করছে। গান্ধিকে তো টাক দিয়েই চেনা যায়। হয়তো সেখান থেকেই টাক আর টাকার অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কের কথা বাজারে এসেছে।

বাংলার রাজনীতিতে অবশ্য টাকওয়ালা নেতা তেমন দেখা যায়নি। তাঁরা হাতেগোনা, দুর্লভ। তবে বাকি দুনিয়ার দিকে তাকিয়ে দেখুন, তাঁরা অনেকে। চার্চিল থেকে লেনিন, মুসোলিনি থেকে গর্বাচভ, খ্রুশ্চেভ, পুতিন আরও কত বড় বড় নেতা মাথাজোড়া টাক নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। হিন্দি সিনেমায় অনুপম খের কিংবা দক্ষিণী সুপারস্টার রজনীকান্ত তাঁদের টাক নিয়ে মোটেই বিব্রত নন। বাংলায় এখন তেমন কোনও হেভিওয়েট টাক না থাকলেও অতি সম্প্রতি এক তরুণ তুর্কি দল বদলে মাথা কামিয়ে ফেলে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছেন, তৃণমূল নবান্ন থেকে না হটলে তিনি আর কেশবান হবেন না। তাই আপাতত তিনি চকচকে টাক নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আরও কতদিন যে খালি চাঁদি নিয়ে তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হবে কে জানে।

সমীক্ষা বলছে, মাঝারি থেকে ব্যাপক চুল পড়া পুরুষদের অনুপাত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে থাকে। ১৮ থেকে ২৯ বছর বয়সি পুরুষদের ১৬ শতাংশ, তার থেকে বেড়ে ৪০ থেকে ৪৯ বছর বয়সি পুরুষদের ক্ষেত্রে ৫৩ শতাংশ। তাই টাক ব্যাপারটা যে বয়স্কদের, তা বোঝা মোটেই কঠিন নয়। কে না জানে, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বাড়ে। এবং জ্ঞানী লোকদের টাক বাড়ে। তবে চুল ছাড়া মানুষের আত্মবিশ্বাস যে বেশ খানিকটা কমে যায়, কে না জানে। টাকে চুল গজানোর কতশত ওষুধের ফলাও কারবার এমনিতে হয় না। বিধায়ক সওকত জানিয়েছেন, টাক ঈশ্বরের দান। এনিয়ে হীনমন্যতা বা মন খারাপের কোনও দরকার নেই। যাঁদের মাথায় চুল নেই তাঁদের সংবর্ধনা দেবেন তিনি। আপাতত দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচি। ভবিষ্যতে গোটা বিধানসভা এলাকাজুড়ে এই কর্মসূচি চলবে। বিধায়কের এই টাকপ্রীতিতে আপ্লুত টেকোরা। তাঁদের কথায়, অনেক রকম তেল, ওষুধ মেখেও কোনও কাজ হয়নি। ৪০ বছরেই সব চুল উঠে গিয়েছে। তাঁদের মনোবল বাড়াতে বিধায়ক যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেজন্য তাঁরা কৃতজ্ঞ। এরপর টাকের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ নিয়ে কেউ গবেষণা করে কেশশ্রী পুরস্কার পেতেই পারেন। চেষ্টা করবেন নাকি?

অনুষ্কার সঙ্গে কীর্তন দেখে হেলিকপ্টারে পুনেতে কোহলি

কালো মাটির পিচে কিউয়িদের চ্যালেঞ্জের পরিকল্পনা

পুনে, ২১ অক্টোবর : ৪৬ রানে ঘরের মাঠে অল আউটের লজ্জা। ৩৬ বছর পর দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট হারের যন্ত্রণা।

জোড়া অস্বস্তি সঙ্গে নিয়েই আজ দুপুরের দিকে বিশেষ চার্টার্ড বিমানে বেঙ্গালুরু থেকে পুনে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। একই বিমানে নিউজিল্যান্ডও হাজির হয়েছে ছত্রপতি শিবাজির শহরে। মারাঠা সাম্রাজ্যের লড়াইয়ের দীর্ঘ ইতিহাস টিম ইন্ডিয়াকে আগামীর অক্সিজেন দেবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু পুনের এমসিএ স্টেডিয়াম থেকেই জোরদার ধাক্কার পর নয়া দৌড় শুরু করতে মরিয়া রোহিত শর্মার ভারত।

পুনেতে কালো মাটির মন্থর গতির পিচের চ্যালেঞ্জ ছুড়ছেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা।

একই চার্টার্ড বিমানে দুই দলই বেঙ্গালুরু থেকে পুনে পৌঁছালেও তার মধ্যে অনুপস্থিত ছিলেন বিরাট কোহলি। বরং আজ সকালের দিকে তাঁকে আলাদাভাবে বেঙ্গালুরু বিমানবন্দরে দেখা গিয়েছিল। সেখান থেকে কোহলি চলে যান মুম্বই। সেখানে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এক কীর্তনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন বিরাট। সেই কীর্তন সেরে মুম্বই থেকে বিশেষ হেলিকপ্টারে বিকেলে পুনে পৌঁছেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। কীর্তনের আসর বিরাটের মানসিক যন্ত্রণা কতটা কাটাতে পেরেছে, সময় বলবে।

কিন্তু তার আগে মঙ্গলবার বেলার দিকে পুনের এমসিএ স্টেডিয়ামে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। সৌজন্যে পুনের কালো মাটির মন্থর চরিত্রের পিচ। বছর কয়েক আগে এই পুনের মাটিতেই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্টে আড়াই দিনে ম্যাচ হেরেছিল টিম ইন্ডিয়া। আনকোরা অজি স্পিনার স্টিভ ও'কিফ একাই শেষ করে দিয়েছিলেন ভারতীয় ব্যাটিংকে। কালো মাটির মন্থর গতির ঘূর্ণির ঘেরাটোপ বানাতে গিয়ে ফের সেভাবেই পা হড়কে যাবে না তো টিম ইন্ডিয়ার? প্রশ্নটা উঠতে শুরু করেছে। যদিও রোহিত শর্মার ভারত অতীত নিয়ে না ভেবে সামনে তাকাতে চাইছে। জানা গিয়েছে, অধিনায়ক রোহিত ও কোচ গৌতম গম্ভীরের পরামর্শেই এমন মন্থর গতির ঘূর্ণি পিচ তৈরি হয়েছে রাচিন রবীন্দ্রদের চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য। সন্ধ্যার দিকে পুনে থেকে টিম ইন্ডিয়ার একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, চিন্নাস্বামীর মতো বাউন্স একেবারেই থাকছে না পুনেতে। তুলনায় দিনের শুরু থেকেই বল নীচু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এমন উইকেটে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা ও কুলদীপ যাদবদের পাশে চতুর্থ স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানো নিয়েও চলছে আলোচনা। তেমনটা হলে মহম্মদ সিরাজকে হয়তো বসতে হতে পারে।

পুনের পিচের চরিত্র জেনে যাওয়ার পর কিউয়িরাও বাড়তি স্পিনার খেলানোর ভাবনা শুরু করেছে। তাছাড়া সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পর অধিনায়ক টম লাথাম তাঁর সতীর্থদের সতর্ক করে দিয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যাঘাতের অতীত ইতিহাস নিয়েও। সবমিলিয়ে কালো মাটির মন্থর ঘূর্ণি পিচে স্পিন এক্স ফ্যাক্টার হতে চলেছে দুই দলের জন্যই।

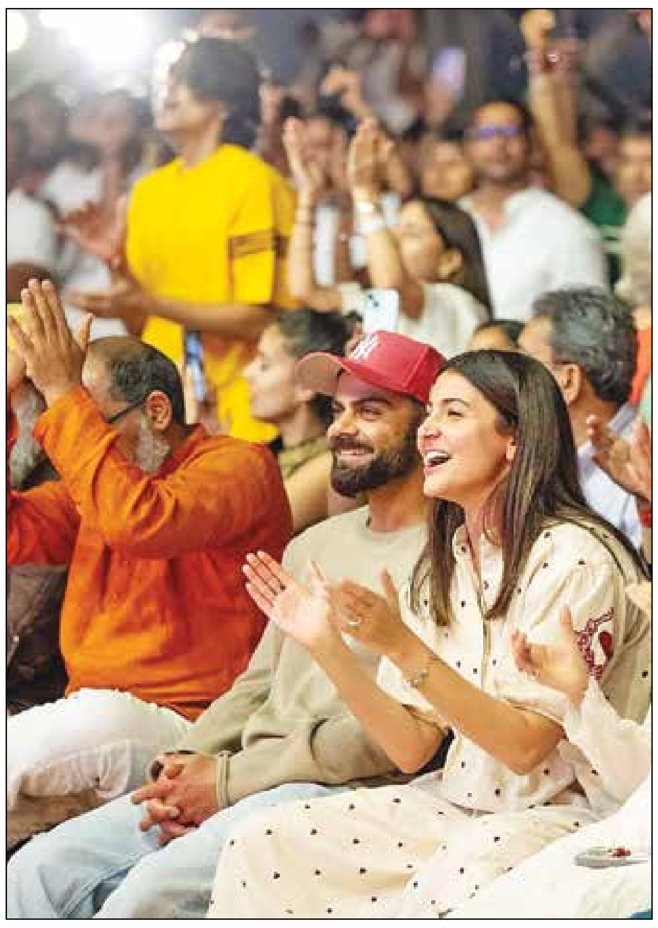

মুম্বইয়ে স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে এক কীর্তনের অনুষ্ঠানে বিরাট কোহলি।

বিরাট-বন্দনায় প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

লন্ডন, ২১ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডের কাছে অপ্রত্যাশিত হার।

৪৬-এর ভরাডুবিতে লজ্জার ইতিহাস বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। জুতসই প্রত্যাঘাতের লক্ষ্য নিয়ে ভারত ২৪ অক্টোবর পুনেতে নামবে দ্বিতীয় টেস্টে। বেঙ্গালুরু থেকেই সাময়িক ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরেছেন বিরাট কোহলি। সামাজিক অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক অংশগ্রহণ করতেও দেখা গিয়েছে।

এর মাঝেই প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের ঢালাও প্রশংসা প্রাপ্তি। বিরাট কোহলিকে 'অসাধারণ নেতা' আখ্যা দিয়েছেন ক্যামেরন। এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে নিজের প্রিয় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে রাহুল দ্রাবিড় ও বিরাট কোহলির কথা তুলে ধরেন প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী। স্মৃতিচারণ করবেন ছোটবেলায় বিষেণ সিং বেদির স্পিন-মুগ্ধতা নিয়েও।

ক্যামেরন বলেছেন, 'আমি পুরোনো দিনের। বড় হয়েছি বিষেণ সিং বেদিকে দেখতে দেখতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দুর্দান্ত শতরানের সাক্ষীও ছিলাম। মনে আছে, কনজারভেটিভ পার্টির আরও এক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের পাশেই বসেছিলাম। উনি বলেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে দেখো, অত্যন্ত ভালো ক্রিকেটার।'

দ্রাবিড় থেকে সোজা বিরাট কোহলিকে নিয়ে মুগ্ধতা ঝরে পড়ল। বলেন, 'বিরাট কোহলিকে নিয়ে একটা কথাই মনের মধ্যে ভিড় করে, তুমি একজন অসাধারণ নেতা। আমাদের বেন স্টোকস যেমন, তেমনই মাঠে যথার্থ অর্থেই তুমি দুর্দান্ত অধিনায়ক এবং সবার অনুপ্রেরণা।'

ইংল্যান্ডের ক্রিকেটে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের প্রভাবও অনস্বীকার্য। রনজি সিংজি, দলীপ সিংজি থেকে মন্টি পানেসর - তালিকা রীতিমতো লম্বা। ডেভিড ক্যামেরন সেই কথাও তুলে ধরেন।

আমি পুরোনো দিনের। বড় হয়েছি বিষেণ সিং বেদিকে দেখতে দেখতে। ইংল্যান্ডের মাটিতে রাহুল দ্রাবিড়ের দুর্দান্ত শতরানের সাক্ষীও ছিলাম। মনে আছে, কনজারভেটিভ পার্টির আরও এক প্রধানমন্ত্রী জন মেজরের পাশেই বসেছিলাম। উনি বলেছিলেন, রাহুল দ্রাবিড়কে দেখো, অত্যন্ত ভালো ক্রিকেটার।

ডেভিড ক্যামেরন

জানান, ক্রিকেটভক্ত হিসেবে অনেক কিংবদন্তি ব্রিটিশ-ভারতীয় খেলোয়াড়দের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আগামীদিনেও আসবে, যাঁরা সাফল্যের কান্ডারি হবে।

খেলায় আজ

১৯৮৩ : কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিনের শেষবেলায় ম্যালকম মার্শালের আগুনে ওপেনিং স্পেলে (৮-৫-৯-৪) ভারত প্রথম ইনিংসে ৩৪/৫ হয়ে যায়। টেস্টটি ভারত এক ইনিংস ও ৮৩ রানে হেরেছিল। দুই ইনিংস মিলিয়ে মার্শাল ৬৬ রানে ৮ উইকেট পেয়েছিলেন।

সেরা অফবিট খবর

বাস্কেটবলের সুজির ক্রিকেট বিশ্বকাপ জয়

নিউজিল্যান্ডকে প্রথমবার টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন সুজি বেটস। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ফাইনালে ওপেন করতে নেমে এই কিউয়ি মহিলা ব্যাটার ৩২ রান করেন। পরে তিনটি ক্যাচও ধরেছেন। সুজি ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিকে নিউজিল্যান্ড বাস্কেটবল দলের হয়ে নেমেছিলেন। সেবার তাঁরা গ্রুপে ৫ ম্যাচ খেলে মাত্র একটিতে জয় পেয়েছিলেন।

ভাইরাল

পাক অধিনায়ককে সমবেদনা শ্রেয়াঙ্কার

টি২০ বিশ্বকাপের মাঝে পাকিস্তানের অধিনায়ক ফাতিমা সানার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তারপরও তিনি বিশ্বকাপ খেলতে দুবাইয়ে ফিরে এসেছিলেন। কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁকে ভরসা জুগিয়েছিল ভারতীয় মহিলা দলের স্পিনার শ্রেয়াঙ্কা পাতিলের হাতে আঁকা সুন্দর একটি কার্ড। যেখানে লেখা ছিল, ডু হোয়াট ইউ লাভ। ইনস্টাগ্রামে ফাতিমা পোস্ট করে শ্রেয়াঙ্কার পাঠানো কার্ডের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ওডিআই বিশ্বকাপে ভারত প্রথম জয়টি কাদের বিরুদ্ধে পায়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. হ্যারি কেন, ২. মনসুর আলি খান পতৌদি।

সঠিক উত্তরদাতারা

নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, অমৃত হালদার, নীলেশ হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, সুখেন স্বর্ণকার, সুজন মহন্ত, প্রবালকান্তি দে, নীরাধিপ চক্রবর্তী, নির্মল সরকার।

অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য মুখিয়ে সামি

বেঙ্গালুরু, ২১ অক্টোবর : গোড়ালির সমস্যা আর নেই। হাঁটুর যন্ত্রণাও কমে গিয়েছে। আগের তুলনায় এখন অনেক ভালো রয়েছেন মহম্মদ সামি। এতটাই ভালো যে, বাইরের দুনিয়া যাই ভাবুক না কেন, সামি নিজে মিশন অস্ট্রেলিয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন।

গতকালই বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে হেরে গিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। রোহিত শর্মাদের ম্যাচ হারের ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই চিন্নাস্বামীর নেটে বল হাতে নেমে পড়েছিলেন সামি। টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ মরনি মরকেল, সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারদের কড়া নজর ছিল তাঁর উপর। অতীতের মতো পুরো রানআপে বোলিং করেছিলেন সামি। তাঁর বোলিংয়ের সামনে ব্যাট করতে নেমে শুভমান গিলকে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছিল বারবার। এহেন সামি আজ নিজেই জানিয়েছেন, তিনি এখন ফিট। মাঠে ফেরার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। গতকাল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পুরো রানআপে বোলিং করাটা দারুণ উপভোগ করেছেন। তাঁর গোড়ালি ও হাঁটুতে লম্বা সময় বোলিংয়ের পরও কোনও অস্বস্তি হয়নি। বেঙ্গালুরুতে আজ এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সামি তাঁর আগামীর ভাবনা নিয়ে বলেছেন, 'গতকাল চিন্নাস্বামী টেস্টের শেষে মাঠের মূল পিচে পুরো রানআপে বোলিং করেছি আমি। পুরো রানআপে বোলিংয়ের পর আমি নিজের পারফরমেন্সে খুশি। বল হাতে নিজের একশো শতাংশ উজাড় করে দিয়েছি। দীর্ঘসময় বোলিংয়ের পরও কোনও সমস্যা হয়নি আমার।'

গোড়ালি ও হাঁটুতে কোনও সমস্যা নেই, জানিয়ে দিলেন মহম্মদ সামি।

সামি সরাসরি না বললেও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন, স্যর ডনের দেশে পাঁচ টেস্টের চ্যালেঞ্জের জন্য তিনি তৈরি। মিশন অস্ট্রেলিয়ায় পাঁচ টেস্টের দীর্ঘ সিরিজে টিম ইন্ডিয়াও সামিকে নিয়ে যেতে চাইছে প্রবলভাবে। কিন্তু এক বছর পর ভারতীয় দলে ফিরেই কি সামি মাঠে নেমে পড়বেন? ঘরোয়া ক্রিকেট না খেলার জন্য সমস্যা হবে না তো? সামি নিজে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের নির্দেশে বাংলার হয়ে রনজি খেলতে রাজি ছিলেন। এখনও সেই ভাবনা রয়েছে তাঁর। কিন্তু আদৌ কি সেটা সম্ভব হবে? সামি বলছেন, 'বাংলার হয়ে রনজি খেলার পরিকল্পনা আগেই ছিল। এখনও সেই পরিকল্পনা রয়েছে। দেখা যাক কী হয়। আমি দ্রুত মাঠে ফেরার ব্যাপারে আশাবাদী।' আগামীর পরিকল্পনা প্রসঙ্গে সামির আরও ক্রিকেটীয় ব্যাখ্যা হল, 'আমার গোড়ালি ও হাঁটুতে এখন কোনও সমস্যা নেই। শরীরের কোথাও কোনও যন্ত্রণাও নেই। বলতে পারেন, মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি। কিন্তু সেটা কবে সম্ভব, এখনও জানা নেই।'

কেরলের বিরুদ্ধে সামিকে চাইছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আশঙ্কাই সত্যি হল। বিহারের বিরুদ্ধে ম্যাচ শেষপর্যন্ত ভেস্তে গেল। আজ খেলার চতুর্থ তথা শেষ দিনে এক বলও খেলা হয়নি। অথচ, গত কয়েকদিনের মতো আজও সকাল থেকে ঝলমলে রোদ ছিল কল্যাণীর আকাশে।

বেলা বাড়ার সঙ্গে বার দুয়েক মাঠ পর্যবেক্ষণ করে আম্পায়াররা ভিজে থাকা আউটফিল্ডের সুবাদে ম্যাচ বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। আম্পায়ারদের এমন সিদ্ধান্তের পর স্বাভাবিকভাবেই বাংলা ক্রিকেট সংসারে রয়েছে বিস্তর ক্ষোভ। সেই ক্ষোভের মূল কারণ সিএবি-র শীর্ষ কর্তাদের অপদার্থতা। কল্যাণীতেই রয়েছে বাংলা ক্রিকেট সংস্থার মূল অ্যাকাডেমি ও মাঠ। বছরে প্রায় ৩৯ লাখ টাকা ব্যয় হয় এই অ্যাকাডেমি ও মাঠের পরিচর্যার পিছনে। বিপুল অর্থ খরচ হলেও মাঠের বেহাল দশা নতুনভাবে সামনে এসেছে। যা নিয়ে সিএবি-র অন্দরে অস্বস্তির পাশে চলছে পরস্পরকে দোষারোপের পালাও। বাংলার অধিনায়ক অনুষ্টুপ মজুমদার আজ বিকেলের দিকে একরাশ হতাশা নিয়ে বলছিলেন, 'বিরল ঘটনা। বহু বছর বাংলার হয়ে খেলছি। কিন্তু একদিন বৃষ্টির কারণে চারদিনই ভেস্তে যাওয়ার মতো ঘটনা অতীতে দেখিনি।' কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও হতাশ। সন্ধ্যার দিকে তিনি বলছিলেন, 'বিহার ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পাওয়ার যন্ত্রণা আমাদের রনজি ট্রফি অভিযানে কতটা প্রভাব ফেলবে, জানি না। কিন্তু এমন একটা অবস্থা হল, যার সঠিক ব্যাখ্যা আমার কাছেও নেই।' যাঁরা ব্যাখ্যা দিতে পারতেন, সেই সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় আপাতত দেশের বাইরে। আর সচিব নরেশ ওঝার থেকে বেশি কিছু আশা করাই অন্যায়।

ভেস্তে গেল পুরো ম্যাচই, প্রাপ্তি এক পয়েন্ট

শনিবার থেকেই কল্যাণীর মাঠে কেরলের বিরুদ্ধে রনজির তিন নম্বর ম্যাচ বাংলা দলের। সেই ম্যাচে মুকেশ কুমার, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, অভিষেক পোড়েলদের পাচ্ছে না বাংলা দল। পরিবর্ত হিসেবে মহম্মদ সামিকে কেরল ম্যাচে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন অনুষ্টুপরা। রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি সামিকে কেরল ম্যাচে পাওয়ার বিষয়টি। মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুশীলন রয়েছে বাংলা দলের। হয়তো তারপরই স্পষ্ট হবে সামির বিষয়টি। কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, 'সামির সঙ্গে কথা হয়েছে। কিন্তু ওকে দলে পেতে হলে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির ফিট শংসাপত্রও লাগবে। দেখা যাক কাল এসব নিয়ে কোনও সুখবর পাওয়া যায় কি না।' শনিবার থেকে শুরু হতে চলা কেরল ম্যাচেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সেই সময় বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ও ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব থাকবে দক্ষিণবঙ্গে। আর বৃষ্টি হলেই কল্যাণীর মাঠের অবস্থা কী হচ্ছে, সেটা এখন সবারই জানা।

নিট ফল, রনজি অভিযানের শুরুতেই নকআউটের বিদায়ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে।

অনুশীলনে চলেছেন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মণিকা বাত্রা।

কার্লসেন কলকাতায়

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : কলকাতায় আসছেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন নরওয়ের দাবাড়ু ম্যাগনার্স কার্লসেন। ১৩ নভেম্বর থেকে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হতে চলা টাটা স্টিল চেজ প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন তিনি। এর আগে ২০১৯ সালে শেষবার কলকাতায় পা রেখেছিলেন এই দাবাড়ু। এই প্রতিযোগিতায় অর্জুন এরাগাইসি, রমেশবাবু প্রজ্ঞানানন্দ, বিদিত গুজরাটিরা অংশ নেবেন। তবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ম্যাচ থাকায় আসছেন না ডোম্মারাজু গুকেশ।

তাইজুলের পাঁচে বেঁচে বাংলাদেশ

মিরপুর, ২১ অক্টোবর : ঘরের মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত বুমেরাং হয়ে গেল বাংলাদেশের। প্রথম ইনিংসে তারা মাত্র ১০৬ রানে অল আউট হয়ে যায়। যদিও দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১৪০/৬ স্কোরে আটকে রেখে বাংলাদেশ কিছুটা আশা বাঁচিয়ে রাখল। এবং তার জন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য বাংলাদেশি স্পিনার তাইজুল ইসলামের। তিনি একাই প্রোটিয়াদের ৫ উইকেট তোলেন।

দিনের শুরুটা অবশ্য ছিল আফ্রিকান বোলারদের। সকালে পিচ থেকে পাওয়া বাড়তি সুইং কাজে লাগিয়ে ভয়ংকর হয়ে ওঠেন দুই আফ্রিকান পেসার উইয়ান মুলডার (২২/৩) ও কাগিসো রাবাদা (২৬/৩)। মুলডার-রাবাদাদের দাপটে ৪৫ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় বাংলাদেশের। রাবাদা এদিন ৩০০ উইকেটের মাইলফলক ছুঁলেন। টেস্টে ৩০০ উইকেট শিকারিদের মধ্যে বলের নিরিখে তিনি দ্রুততম। ১১৮১৭ বলে মাইলস্টোন ছুঁয়ে রাবাদা পেছনে ফেলে দেন পাকিস্তানের ওয়াকার ইউনিসকে (১২৬০২ বল)। পেসারদের তৈরি মঞ্চে দাঁড়িয়ে বাকি কাজ সারেন স্পিনার কেশব মহারাজ (৩৪/৩)। নবম উইকেটে তাইজুল ইসলাম (১৬) ও নইম হাসানের (৮) মধ্যে ২৬ রানের জুটি প্রথম ইনিংসে সর্বোচ্চ। ওপেনার মাহমুদুল হাসান জয় সর্বাধিক ৩০ রান করেন।

টেস্টে সবচেয়ে কম বলে ৩০০ উইকেট নিলেন কাগিসো রাবাদা।

অন্যদিকে, প্রথম ওভারেই প্রোটিয়া অধিনায়ক আইডেন মার্করামকে (৬) ফেরান বাংলাদেশের একমাত্র পেসার হাসান মাহমুদ (৩১/১)। তারপর দিনের বাকি পাঁচটি উইকেট তোলেন বাঁহাতি স্পিনার তাইজুল (৪৯/৫)। তিনি দ্বিতীয় বাংলাদেশি বোলার হিসেবে টেস্টে ২০০ উইকেটের নজির গড়লেন।

বাংলার ১৯ গোল

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : মহিলাদের সিনিয়ার জাতীয় ফুটবলে জম্মু ও কাশ্মীরকে গোলের বন্যায় ভাসাল বাংলা। ১৯-০ গোলে জয় ছিনিয়ে আনলেন সুজাতা করের দল। বাংলার হয়ে একাই দশ গোল করেন সুলঞ্জনা রাউল। এছাড়াও মৌসুমি মুর্মু ও সোনালি সোরেন হ্যাটট্রিক করেন। প্রিয়া দাস করেন দুইটি গোল। একটি গোল এসেছে সুজাতা মাহাতোর কাছ থেকে।

প্রয়াত টমাস

কলকাতা, ২১ অক্টোবর : প্রয়াত হয়েছে প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্ডার টমাস ম্যাথুস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বছর। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮১ পর্যন্ত ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স সামলেছেন তিনি। টমাসের মৃত্যুতে ক্লাবের পক্ষ থেকে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

সরফরাজের পাশে দাঁড়িয়ে গাভাসকারের যুক্তি

'ছিপছিপে চাইলে ফ্যাশন শোয়ে যান'

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : অতীতে বারবার বলেছেন।

সরফরাজ খানের চেহারা নিয়ে সমালোচকদের একহাত নিয়েছেন সুনীল গাভাসকার। বলেছিলেন, রোগা পাতলা, ছিপছিপে চেহারার কাউকে দরকার হলে ফ্যাশন শোয়ে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে কোনও মডেলকে বেছে নিয়ে ব্যাট-বল দিয়ে মাঠে নামিয়ে দাও।

বেঙ্গালুরু টেস্টে সরফরাজের ১৫০ রানের লড়াকু ইনিংসের পর গাভাসকারের সেই কথা ফের সামনে চলে আসছে। ভাসছে গাভাসকারের কথাগুলি। সানির যুক্তি, চেহারা দিয়ে ক্রিকেট হয় না। ক্রিকেট হয় ব্যাটিং টেকনিক, টেম্পারামেন্ট দিয়ে, যা সাফল্যের মূল কথা। বিচারের একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত যা।

সানির যুক্তি ছিল, 'ছিপছিপে, কেতাদুরস্ত কাউকে দরকার হলে ফ্যাশন শোয়ে যাওয়া উচিত নির্বাচকদের এবং সেখানে গিয়ে খুঁজে নিক কোনও মডেলকে। তাকেই ব্যাট-বল দিয়ে নামিয়ে দিক। কিন্তু এভাবে ক্রিকেট হয় না। খেলোয়াড়দের চেহারা বিভিন্নরকম হতেই পারে। মূল কথা রান করা, উইকেট নেওয়া। আর মাঠে না থেকে কারও পক্ষে শতরান করা সম্ভব নয়। ফিটনেস থাকলে পরেই একমাত্র যা সম্ভব। তাই শরীরের আকার দিয়ে মাপতে যাওয়া অযৌক্তিক।'

গাভাসকারের মতে, ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে আন্তর্জাতিক আঙিনা-সরফরাজের লম্বা ইনিংসের নেপথ্যেও ফিটনেসের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মোটা চেহারার জন্য ফিটনেস নেই বলা অনুচিত। ফিট বলেই রান পাচ্ছে সরফরাজ। বারবার তা করেও দেখাচ্ছে। ক্রিকেট সাফল্য পেতে ক্রিকেট-ফিটনেস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ইয়ো ইয়ো টেস্ট কখনোই একজন ক্রিকেটারের মাপকাঠি হতে পারে না। রান করলে, উইকেট পেলে, বাকি সব গুরুত্বহীন।

এদিকে, রোহিত শর্মার নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। শেষ দিনে মহম্মদ সিরাজকে দিয়ে নতুন বলে লম্বা স্পেল করানো ভুল বলে মনে করেন প্রাক্তন তারকা। যুক্তি, পরিস্থিতি, পরিবেশ সিরাজের বোলিংয়ের অনুকূল ছিল না। তারপরও সিরাজকে টানা বল করিয়ে গিয়েছেন রোহিত।

মঞ্জরেকার বলেন, বুমরাহর বোলিংয়ের বিরুদ্ধে কিউয়ি ব্যাটাররা অস্বস্তিতে ছিল। দরকার ছিল উলটো দিকে এমন কাউকে যে চাপ বাড়াতে পারবে। নতুন বলে যে কাজটা রবিচন্দ্রন অশ্বীন করেছে অতীতে। অথচ, সিরাজকে দিয়ে টানা বল করিয়ে চাপ আলগা করে দেওয়া হয়। নিশ্চিতভাবে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত নিজের সেরাটা দিতে পারেনি।

পাকিস্তান বোর্ডের দিল্লি প্রস্তাবে বরফ গলছে না

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : দিল্লি থেকে লাহোর।

ম্যাচ খেলে সেদিনই দিল্লিতে ফিরবে ভারতীয় দল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের নতুন প্রস্তাবে অবশ্য সায় নেই ভারতের। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সূত্রের দাবি, ভারতের ম্যাচগুলি নিরপেক্ষ কোনও দেশেই করতে হবে। হাইব্রিড মডেল হলেই একমাত্র ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অংশ নেবে। নচেৎ নয়।

পাকিস্তান মরিয়া পুরো টুর্নামেন্ট ধরে রাখতে। কিন্তু ভারতের দাবি মেনে হাইব্রিড মডেল হলে গুরুত্বপূর্ণ বেশিরভাগ ম্যাচই হাতছাড়া হবে। মুখ পুড়বে পাক বোর্ডেরও। আর এই ভাবনা থেকেই 'দিল্লি টু লাহোর, লাহোর টু দিল্লি'-র ভাবনা। অর্থাৎ, পাকিস্তানে খেললেও সেখানে থাকবে না ভারতীয় দল। লাহোরে খেলেই দিল্লি অথবা সীমান্তবর্তী শহর চণ্ডীগড়ে ফিরে আসবে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ভারত অনড়ই

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের তরফে পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, এমন কোনও প্রস্তাব পিসিবির তরফে তাদের দেওয়া হয়নি। আর ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানের খেলার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের ওপর। অর্থাৎ, বল সেই কেন্দ্রীয় সরকারের কোর্টে ঠেলে পাকিস্তানে না খেলার সিদ্ধান্তে অনড় থাকা।

পিসিবিও অবশ্য মেনে নিচ্ছেন, 'দিল্লি টু লাহোর' প্রস্তাবে লাভের লাভ কিছু হবে না। এক শীর্ষকর্তা বলেন, 'আমাদের মূল অগ্রাধিকার গোটা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পাকিস্তানে করা। তবে মানসিকভাবে আমরা অন্য বিকল্প নিয়েও প্রস্তুত। শুনছি পাকিস্তানে খেলার অনুমতি ভারত সরকার দেবে না। ভারতীয় দলের ম্যাচ সেক্ষেত্রে হয়তো আমিরশাহিতেই হবে। তবে ফাইনাল নিয়ে কোনও ওজর-আপত্তি মানা হবে না। লাহোরে ফাইনাল হওয়ার কথা। ভারত যদি ফাইনালেও ওঠে তাহলেও তা লাহোরে হবে। দায়িত্ব নিতে হবে আইসিসি-কে।'

শুভেচ্ছা

☺ কলাশ্রী, সংগীত ও তবলা বাদ্য শিক্ষা কেন্দ্রের সকল ছাত্র ও ছাত্রীদের শুভ বিজয়া ও দীপাবলির প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা। **অধ্যাপক - শ্রী প্রলয় সাহা, অধ্যাপিকা - শ্রীমতী ঝুমা সাহা (চক্রবর্তী)।**

স্থানীয়দের নিতে আরসিবি-কে চাপ সরকারের

নয়াদিল্লি, ২১ অক্টোবর : তারকাখচিত দল।

মেগা লিগের অন্যতম আকর্ষণীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। যদিও খেতাবের স্বাদ থেকে এখনও বঞ্চিত রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সামনে মেগা নিলাম। নতুন করে দল সাজিয়ে অধরা স্বপ্নপূরণের জন্য ঝাঁপানো। তার আগে কর্ণাটক সরকারের চাপের মুখে ফ্র্যাঞ্চাইজি।

কর্ণাটক সরকারের দাবি, স্থানীয় প্রতিভাবান ক্রিকেটারদের সুযোগ দিক আরসিবি। অতীতে সেভাবে স্থানীয় খেলোয়াড়রা গুরুত্ব পায়নি ফ্র্যাঞ্চাইজির কাছে। রাজ্য সরকার সেই ভাবনা বদলাতে চাপ বাড়াচ্ছে বলে খবর। নিশ্চিতভাবে নিলামের আগে যা ইঙ্গিতপূর্ণ বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

সরকার যেভাবে চাপ তৈরি করছে তার প্রতিফলন মেগা নিলামে দেখা গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কর্ণাটক সরকারের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে একাধিক স্থানীয় তারকার জন্য ঝাঁপাতে পারে আরসিবি, মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল।

কর্ণাটকের বর্তমান তারকাদের মধ্যে লোকেশ রাহুল, দেবদত্ত পাডিক্কাল, প্রসিধ কৃষ্ণা, মণীশ পান্ডেরা পরিচিত মুখ। ঘরোয়া ক্রিকেট তথা কর্ণাটক প্রিমিয়ার লিগে বেশ কিছু নতুন মুখ রয়েছে। যদিও সাম্প্রতিককালে দুই-একজন বাদ দিলে, সেভাবে কেউ গুরুত্ব আরসিবির কাছে। অসন্তুষ্ট কর্ণাটক সরকারের অবস্থানের ছবি কতটা বদলায়, যা নিয়ে জোর জল্পনা।

'দ্য হান্ড্রেডে' দরপত্র দিল কেকেআর

এদিকে, ইংল্যান্ডের 'দ্য হান্ড্রেড' লিগে দল কেনার দৌড়ে আইপিএলের একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজি। ১৮ অক্টোবর দরপত্র দাখিলের শেষ দিন ছিল। সূত্রের খবর, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, চেন্নাই সুপার কিংস, কলকাতা নাইট রাইডার্সের সহ আইপিএলের একঝাঁক ফ্র্যাঞ্চাইজি দরপত্র দিয়েছে। বাকি দলগুলি হল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, লখনউ সুপার জায়ান্টস, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালস ও মহিলা প্রিমিয়ার লিগের অন্যতম দল ইউপি ওয়ারিয়জ।

খেলোয়াড়রা ভালো নেই, বলছেন অস্কার

গুরুত্ব দিচ্ছেন এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : নতুন কোচের স্পর্শেও ভাগ্য ফেরেনি ইস্টবেঙ্গলের। অবশ্য নয়া কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ডার্বির আগে দলকে অনুশীলন করানোর সুযোগ পাননি। তিনি সরাসরি ডার্বিতে ডাগআউটে বসেছিলেন। ডার্বির রেশ কাটতে না কাটতেই মঙ্গলবার ওডিশা এফসি-র মুখোমুখি হচ্ছে লাল-হলুদ। সামনে অবশ্য তাদের ঠাসা ক্রীড়াসূচি। আগামী ১১ দিনে চারটি ম্যাচ খেলতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। এর মধ্যে অবশ্য তিনটি এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের ম্যাচ। এএফসি-কে কিন্তু দারুণ গুরুত্ব দিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। কোচ অস্কার ব্রুজোঁ বলেছেন, 'আগামী ১১ দিনে আমাদের ৪টি ম্যাচ খেলতে হবে। ওডিশা ম্যাচের পরেই এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপের খেলা রয়েছে। মোহনবাগান এএফসিতে না থাকায় আমরাই ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি। সেখানে দেশের মান রাখাটাই আমাদের লক্ষ্য।'

আইএসএলে আজ

ওডিশা এফসি বনাম **ইস্টবেঙ্গল এফসি**

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : কলিঙ্গ স্টেডিয়াম, ভুবনেশ্বর
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

ওডিশা ম্যাচ থেকেই ঘুরে দাঁড়াতে চান অস্কার। তবে কাজটা যে বেশ কঠিন তা ভালো করেই জানেন স্প্যানিশ কোচ। হাতে সময়ও খুব কম পেয়েছেন তিনি। মাত্র দুইদিনের অনুশীলনে মঙ্গলবার ওডিশার বিরুদ্ধে নামবে ইস্টবেঙ্গল। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে অস্কার বলেছেন, 'আমি মাত্র দুইদিন অনুশীলন করার সুযোগ পেয়েছি। হাতে সময় খুব কম। সবাইকে বুঝিয়েছি, দল এখন তাদের কাছে কী চায়। আমাদের রক্ষণভাগকে আরও সংগঠিত হয়ে গোল খাওয়াটা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি গোলের সুযোগগুলিও কাজে লাগাতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'টানা সাতটি ম্যাচ হারার পর খেলোয়াড়রা মানসিকভাবে ভালো নেই। তবে ওদের এই সমস্যা দূর করতে হবে।'

গত বছর বসুন্ধরা কিংসের কোচ হিসেবে এএফসি কাপে ওডিশার মুখোমুখি হয়েছিলেন অস্কার। সেই অভিজ্ঞতাকেই মঙ্গলবার কাজে লাগাতে চান তিনি। সের্জিও লোবেরার দলকে সমীহ করলেও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী অস্কার। তিনি বলেছেন, 'গতবছর ওদের বিরুদ্ধে খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ওরা খুব ভালো দল। বিদেশিরাও খুব ভালো। উইং দিয়ে ক্রমাগত আক্রমণে ওঠে। তবে এই ম্যাচে হয়তো আমরা জেতার মতো খেলতে পারব।'

ওডিশার বিরুদ্ধে খেলতে যাওয়ার আগে সোমবার যুবভারতীতে শেষবেলার প্রস্তুতি সারেন লাল-হলুদ ফুটবলাররা। শুরুতে 'ফান গেমস' খেলিয়ে দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করাই লক্ষ্য ছিল অস্কারের। এদিন অনুশীলনেও বেশ প্রচন্ড সিরিয়াস মেজাজে ছিলেন ফুটবলাররা। এমনকি প্রস্তুতি চলাকালীন ডেভিড একবার সাউলকে ট্যাকেল করলে পালটা সাউল গিয়ে ডেভিডকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেন। তাদের শরীরিভাষাতেই বোঝা যাচ্ছিল, ওডিশার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া তাঁরা। মঙ্গলবার দলে একাধিক পরিবর্তন আসতে চলেছে। হেক্টর ইউস্তে ও ক্লেইটনকে বসিয়ে হিজাজি এবং দিয়ামান্তাকোস প্রথম একাদশে ফিরতে পারেন। সেই সঙ্গে সৌভিক ও ডেভিডকে বসানো হতে পারে। তাঁদের বদলে জিকসন ও পিভি বিষ্ণুর খেলার সম্ভাবনা রয়েছে।

ওডিশা এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

রেফারির বিরুদ্ধে চিঠি দিয়ে অভিযোগ

ফুটবলার বদলের পথে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : লিগ টেবিলে এখন ১১ নম্বরে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। একমাত্র মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিপক্ষে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করা ছাড়া বাকি ম্যাচ যথেষ্ট ভালো খেললেও জয় অধরাই থাকছে কলকাতার তৃতীয় প্রধানের। রবিবার নিজেদের ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে এগিয়ে গিয়েও ডিফেন্সের দোষে খালি হাতে ফিরেছে ব্ল্যাক প্যান্থার্সরা। এর সঙ্গে মহমেডান ম্যানেজমেন্টের মাথাব্যথার কারণ হয়েছে সমর্থকদের আচরণ।

যদিও কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে পেনাল্টি না দেওয়া ও দ্বিতীয় গোল খাওয়ার পর যেভাবে মাঠে বোতল পড়তে থাকে ও বাজি ফাটার জন্য কিছুক্ষণ ম্যাচ বন্ধ থাকে তাতে মহমেডানকে শাস্তি দিলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সেক্ষেত্রে জরিমানা, দর্শকবিহীন ম্যাচ থেকে হোম ম্যাচ সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাও ঘটতে পারে। যদিও এই ঘটনার পর এদিনই অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও এফএসডিএল-কে চিঠি দিয়ে রেফারির বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে মহমেডান। এদিন ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ বললেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তার জন্য আমরা পদক্ষেপ হিসাবে পুলিশের সঙ্গে আলোচনায় বসছি। ঘটনার পরই ওদের কাছে জানতে চাই, কীভাবে সমর্থকরা বোতল, বাজি-পটকা নিয়ে মাঠে ঢুকল? আগামীতে যাতে এভাবে সমর্থকরা বোতল নিয়ে মাঠে ঢুকতে না পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হবে পুলিশকে। তবে একইসঙ্গে রেফারিংয়ের ভুলত্রুটির দায়ও কিন্তু ফেডারেশন বা এফএসডিএলের। আমরা রেফারিং নিয়ে ইতিমধ্যেই ওদের চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

দুই সাইডব্যাকের পারফরমেন্সে অখুশি ম্যানেজমেন্ট। এদিনই কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভের সঙ্গে আলোচনায় বসেন তাঁরা। মোটামুটিভাবে সামাদ আলি মল্লিক ও ভানলালজুইডিকা চাকচুয়াককে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরিবর্তের খোঁজ চলছে। একইসঙ্গে একজন ভালো বিদেশি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডারও নিতে চায় মহমেডান। তবে এরইমধ্যে দল যা খেলেছে তাতে খুব একটা অখুশি নন কোচ নিজে। চেরনিশভের বক্তব্য, 'আমরা আইএসএলের অন্যতম সেরা দলের বিরুদ্ধে শুরুটা কিন্তু খারাপ করিনি। গত দশ বছর ধরে ওরা এই লিগ খেলছে। দলে প্রচুর ভালো ভালো ফুটবলার আছে। কেরালা শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও আমরাই প্রথমার্ধে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করি ও গোল পাই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আক্রমণে তীব্রতা আনে। তবু আমরা যদি নিশ্চিত পেনাল্টি পেতাম তাহলে হয়তো ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারতাম।' ম্যাচের ৭০ মিনিটে বক্সের মধ্যে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাকে হরমিপাম রুইভা অবৈধ ট্যাকল করলেও রেফারি আবেদনে কান না দিয়ে খেলা চালিয়ে যান।

> কেরালা শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও আমরাই প্রথমার্ধে খেলাটা নিয়ন্ত্রণ করি ও গোল পাই। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে ওরা আক্রমণে তীব্রতা আনে। তবু আমরা যদি নিশ্চিত পেনাল্টি পেতাম তাহলে হয়তো ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারতাম।
>
> **আন্দ্রেই চেরনিশভ**

হারের যন্ত্রণা ভুলতে সুইমিং পুলে কার্লোস ফ্র্যাঙ্কা। সোমবার।

চারে ফেরার রহস্য ভেদ স্মিথের

সিডনি, ২১ অক্টোবর : ওপেনিং ছেড়ে আবারও চেনা চার নম্বরে ব্যাটিং করতে দেখা যাবে নভেম্বরের বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে। স্টিভেন স্মিথের যে ব্যাটিং অর্ডার পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক কম হয়নি। কারও দাবি, স্মিথই নাকি টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে অনুরোধ করেছিলেন।

স্মিথ স্বয়ং এদিন পরিবর্তনের নেপথ্য গল্পটা প্রকাশ্যে জানালেন। শেফিল্ড শিল্ড খেলার ফাঁকে স্মিথ বলেন, 'দল যেখানে চাইবে সেখানেই খেলতে প্রস্তুত আমি। আমাকে এখন চার নম্বরে খেলতে বলা হচ্ছে। আমি খুশির সঙ্গেই তা মেনে নেব। এব্যাপারে আমার কোনও সমস্যা নেই।'

টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে স্মিথের কথা আলোচনায় আসে। জানতে চাওয়া হয় পছন্দের পজিশন। স্মিথের দাবি, 'প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড (কোচ) জিজ্ঞাসা করেছিল, কোথায় খেলতে পছন্দ করব। চার নম্বর বলেছিলাম। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চারে খেলার জন্য কোনও অনুরোধ করিনি। যে কোনও জায়গাতেই খেলতে প্রস্তুত। তবে দীর্ঘদিন চার নম্বরে খেলেছি। অনেক সাফল্যও পেয়েছি। তাই অগ্রাধিকারের তালিকায় সবসময় চার নম্বরই'

ডেভিড ওয়ার্নারের টেস্ট-অবসরের পর ওপেনিংয়ের দায়িত্ব নিলেও সাফল্য পাননি। অবশ্য নতুন চ্যালেঞ্জ যে তিনি উপভোগ করেছেন, তা জানিয়েও দিলেন। চারটি টেস্টে ওপেন করে ১৭১ রান করেন স্মিথ। গড় মাত্র ২৮.৬। যেখানে সামগ্রিক ব্যাটিং গড় ৫৬.৭৭।

ট্রফি জেতাই লক্ষ্য ম্যাকলারেনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : আপাতত দুইদিনের ছুটিতে আছেন জেমি ম্যাকলারেন-দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা। ফের মঙ্গলবার থেকে শুরু হবে পরবর্তী হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের প্রস্তুতি।

পরপর দুই ডার্বিতে গোল করে ম্যাকলারেন বুঝিয়ে দিয়েছেন কেন তিনি 'এ' লিগের সর্বকালের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার। ম্যাচে প্রতিটি আক্রমণের সময়ে তাঁর জায়গা নেওয়া মুগ্ধ করেছে সমর্থকদের। সেই তিনি আবার মুগ্ধ কলকাতা ডার্বির পরিবেশ দেখে। বলে দেন, 'আমি বহু বড় ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু এই ডার্বি অসাধারণ। এইরকম একটা ম্যাচে গোল করে সেলিব্রেশনের মজাই আলাদা। আমার তো ফেন্সিং টপকে সমর্থকদের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু এখনও প্রচুর ম্যাচ বাকি। সময় পাব।' এরপরেই তাঁর ঘোষণা, 'আমি এখানে ট্রফি জিততেই এসেছি। সেই চেষ্টাই থাকবে। আমাদের দলটা অসাধারণ। সমর্থকদের যে হাসিমুখে বাড়ি ফেরাতে পেরেছি, এতেই আমি খুশি। আসলে ডার্বিতে আলাদা করে কৌশল বলে কিছু থাকে না। জেতার ইচ্ছেটাই আসল। আর আমাদের সেই ইচ্ছেটা ইস্টবেঙ্গলের থেকে বেশি ছিল।'

> আমি বহু বড় ম্যাচ খেলেছি। কিন্তু এই ডার্বি অসাধারণ। এইরকম একটা ম্যাচে গোল করে সেলিব্রেশনের মজাই আলাদা। আমার তো ফেন্সিং টপকে সমর্থকদের কাছে চলে যেতে ইচ্ছে করছিল।
>
> **জেমি ম্যাকলারেন**

ম্যাচের সেরা গ্রেগ স্টুয়ার্টের সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়া শুরু থেকেই নজরে পড়ছে। ম্যাকলারেনও বলছেন, 'আমার শুরুতে শারীরিক সমস্যা ছিল। তাই বোঝাপড়া তৈরি হতে সময় লেগেছে। এখন আর অসুবিধা হচ্ছে না। আর গ্রেগ অসাধারণ ফুটবলার। ও দেখে নেয় কোথায় কী মুভ হচ্ছে আর কে কোনদিকে দৌড়াচ্ছে। সেই বুঝে খেলাটা পরিচালনা করে। ওর সঙ্গে খেলার অভিজ্ঞতা দারুণ।' আগামী হায়দরাবাদ ম্যাচে সম্ভবত এই জুটিকে বসিয়ে দিমিত্রি-জেসন কামিংস জুটিকে ফেরাতে পারেন মোহনবাগান কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তাঁর কাছে এখন আবার বড় চ্যালেঞ্জে আক্রমণের চার ফুটবলারকে ম্যাচ অনুযায়ী খেলিয়ে তাঁদের কাছ থেকে সেরাটা বার করে আনা।

ক্লাসিকোর আগে পাঁচতারা বার্সা

বার্সেলোনা, ২১ অক্টোবর : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখ এবং লা লিগায় রিয়াল মাদ্রিদ ম্যাচের আগে সেভিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে মনোবল অনেকটাই বাড়িয়ে নিল বার্সেলোনা। জয়ের নেপথ্যে বার্সার সেই ফ্রন্ট থ্রি- অধিনায়ক রাফিনহা, রবার্ট লেওয়ানডস্কি ও লামিনে ইয়ামাল। ২৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে দলকে এগিয়ে দেন লেওয়ানডস্কি। ৪ মিনিট পরেই ডি বক্সের মাথা থেকে বুলেট শটে বার্সার দ্বিতীয় গোল করেন চোটের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকা পেড্রি। ৩৯ মিনিটে লেওয়ানডস্কির দ্বিতীয় গোলে বার্সার পক্ষে স্কোরলাইন হয় ৩-০। দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসেবে নেমে পাবলো টোরে ৮২ ও ৮৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন। অন্যদিকে, স্ট্যানিস ইদুম্বো সেভিয়ার একমাত্র গোল শোধ করেন ৮৭ মিনিটে। ১০ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লা লিগার শীর্ষে রাইল বার্সা। সমান ম্যাচ খেলে দুইয়ে থাকা রিয়ালের পয়েন্ট ২৪।

একদিন আগে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে নিউজিল্যান্ড। ট্রফি নিয়ে 'আইন দুবাই'-এর সামনে সোফি ডিভাইন। সোমবার।

রিয়াল চায় জয়ে ফিরতে, প্রতিশোধ লক্ষ্য বরুসিয়ার

মাদ্রিদ, ২১ অক্টোবর : খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। জুন মাসের শুরুতেই উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দলই। তবে সেবার ধারেভারে এগিয়ে থাকা রিয়াল মাদ্রিদ ২-০ গোলে বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে হারিয়ে ১৫তম খেতাব জয় করে। তারপর কালের নিয়মে সময় প্রায় পাঁচমাস কেটে গিয়েছে। পিএসজি ছেড়ে রিয়ালের শ্বেতশুভ্র জার্সি গায়ে তুলেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। আবার ফুটবলকে বিদায় জানিয়েছেন জার্মান মিডিও টনি ক্রুজ। তবে বর্তমানে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের রাজাদের অবস্থা বর্তমানে খুব একটা ভালো নয়। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুইটি ম্যাচের একটি জয় ও একটি পরাজয় নিয়ে ৩ পয়েন্ট পেয়েছে তারা। যেখানে বরুসিয়া চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দুইটি ম্যাচেই জয় পেয়েছে। এর মধ্যে গত ম্যাচে ৭-১ গোলে সেল্টিককে উড়িয়ে দিয়েছে নুরি শাহিনের ছেলেরা। তাই গতবারের রিয়ালের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী বরুসিয়া।

আজ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে

মোনাকো বনাম রেড স্টার বেলগ্রেড
এসি মিলান বনাম ক্লাব ব্রাগ
সময় : রাত ১০টা ১৫ মিনিট
রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম পিএসভি আইন্দহোভেন
আর্সেনাল বনাম শাখতার ডোনেস্ক
জুভেন্তাস বনাম ভিএফবি স্টুর্টগার্ট
অ্যাস্টন ভিলা বনাম বোলোগনা
জিরোনা বনাম স্লোভান বাতস্লাভা
স্পোর্টিং সিপি বনাম এসকে স্টুর্ম গ্রজ
সময় : রাত ১২টা ৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপে

অন্যদিকে, রিয়ালের চিন্তা কাটিয়ে গত ম্যাচেই মাঠে ফিরেছেন ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপে। তাই বরুসিয়ার বিরুদ্ধে শুরু থেকেই ভিনি-এমবাপে জুটিকে দেখা যাবে। অন্যদিকে, বরুসিয়ার বড় ভরসা কিন্তু এমরে ক্যান, জুলিয়ান ব্রান্ডট ও মাইকেল সাবিৎজারের মতো মিডিওরা। আপফ্রন্টে দলকে ভরসা দিতে তৈরি সারথু গুয়ারসি। অন্যদিকে, বর্ষীয়ান মিডিও লুকা মডরিচের ওপরেই বাজি ধরছেন কার্লো আন্সেলোত্তি। তবে ফেডেরিকো ভালভের্দে, জুডে বেলিংহ্যামরাও তৈরি রয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতিতে রিয়ালের লুকা মডরিচ।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে আর্সেনাল মুখোমুখি হবে শাখতার ডোনেস্কের। তবে এই ম্যাচে চোটের জন্য নেই দলের অধিনায়ক মার্টিন ওডেগার্ড। এছাড়াও খেলতে পারবেন না তাকিহিরো টমিয়াসু ও কিয়ারেন টিয়ার্নে। তাই শাখতারের বিরুদ্ধে গানার্সদের তুরুপের তাস সেই বর্ষীয়ান তারকা রহিম স্টার্লিং। এছাড়া স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস ও ডেকলান রাইসের মতো খেলোয়াড়দের ওপরেই ভরসা রাখছেন কোচ মিকেল আর্তেতা। অন্যদিকে, শাখতার ডোনেস্কের একমাত্র বাজি ২২ বছর বয়সি ইউক্রেনের জিওর্জিও সুদাকোব।

অস্ট্রেলিয়ায় 'এ' দলের নেতৃত্বে রুতুরাজ

মুম্বই, ২১ অক্টোবর : প্রত্যাশামতোই অস্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় 'এ' দলের নেতৃত্ব দেবেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়। সহ অধিনায়ক করা হয়েছে বাংলার রনজি ট্রফি দলের অভিমন্যু ঈশ্বরণকে। বাংলা থেকে তিনি ছাড়াও এই দলে সুযোগ পেয়েছেন অভিষেক পোড়েল ও মুকেশ কুমার। ১৫ জনের এই 'এ' দলটি অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে ম্যাকে ও মেলবোর্নে দুইটি তিনদিনের ম্যাচ খেলবে। এছাড়াও পারথে ভারতীয় সিনিয়ার দলের বিরুদ্ধে আরও একটি তিনদিনের ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে।

ভারতীয় 'এ' দল : রুতুরাজ গায়কোয়াড়, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, দেবদত্ত পাডিক্কাল, বি সাই সুদর্শন, বাবা ইন্দ্রজিৎ, অভিষেক পোড়েল, ঈশান কিষান, মুকেশ কুমার, রিকি ভুঁই, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মানব সুথার, নভদীপ সাইনি, খলিল আহমেদ, তনুশ কোটিয়ান, যশ দয়াল।

পিছোচ্ছে শিল্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অক্টোবর : প্রথমে ঠিক ছিল নভেম্বর মাসে আইএফএ শিল্ড হবে। ওই সময় ফিফা উইন্ডো থাকায় প্রতিযোগিতা আয়োজন করার পরিকল্পনা করে আইএফএ। সেই মতো বেশ কয়েকটি বাংলাদেশি দলকেও আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমানে আর্থিক টানাপোড়েন ও লিগ সংক্রান্ত জটিলতায় শিল্ড নিয়ে ব্যাকফুটে তারা। যা পরিস্থিতি শিল্ড সম্ভবত পিছোচ্ছে। এদিকে শিল্ডে খেলবে না বলে ইতিমধ্যে আগাম হুমকি দিয়ে রেখেছে মোহনবাগান। এছাড়াও বাংলাদেশের দলগুলির যোগদানও একপ্রকার অনিশ্চিত। সব শিল্ড নিয়ে বেশ বিপাকে বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা।

স্মরণে মননে

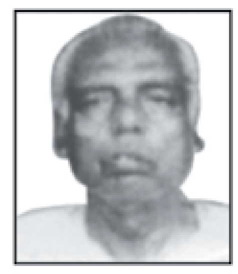

স্বর্গীয় হরেন্দ্র নাথ শীল
২৮তম প্রয়াণ দিবসে সশ্রদ্ধ প্রণাম

কাঁধে ভরসার হাত
প্রবীর শীল

চা-বাগানের পথ দিয়ে বাবা হেঁটে আসতেন
মাথা উঁচু লিকলিকে সংসারের সর্বশক্তিমান
বেঁটেখাটো ছায়া ডিঙিয়ে পিছনে দৌড়ত স্বপ্নবালক
ভারী সুন্দর বাংলোর সামনে হুড খোলা জিপ
উইন্ড স্ক্রিনে ওয়াইপারের জলকাটা দাগ
কাঁধে ভরসার হাত

বাবার কলিগ একটা চকোলেট দিয়েছিল
একদিন চলে গেল
বাবা বলতেন থাকার জন্য কেউ থাকে না
থাকে শুধু মাটি ও ছাই

ফ্যাক্টরির টিনের চালে হিরের নাকছাবির মতো জ্বলত দুপুর
বুকভরা শ্বাসে চা পাতার ঘ্রাণ
স্নেহমাখা আঙুল দেখাত ট্রাফ হাউস ড্রায়ার মেশিন
হিউমিডিফায়ারের কুয়াশায় ভিজে যেত চোখের পাতা

সব তেমনি আছে
সবুজ ঢেউয়ে ভেসে যাওয়া চা-বাগান
মায়ের সিঁথির মতো সরু পথ
বাবা চলে গেছেন অনন্তে

শীল গ্রুপ অফ কোম্পানিজ
১০৭/২ শীল ভবন, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১
ফ্যাক্স : ০৩৫৩-২৪৩৫৪২৫, ই-মেল sealteaslg2015@gmail.com
মোবাইল : ৯৮৩২০-৬৬৮৩৪, অফিস আলাপ : ০৩৫৩-২৪৩৫৯৭১

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

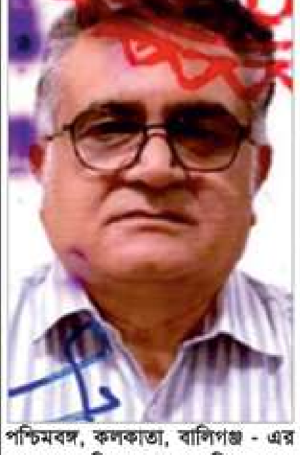

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, বালিগঞ্জ - এর একজন বাসিন্দা তুষার পণ্ডিত - কে

25.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 99E 88413 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছে। স্বল্প পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতা খুবই আকর্ষণীয় ব্যাপার। আমি এই রকম ভালো এবং চূড়ান্ত প্রকল্পের জন্য ডিয়ার লটারিকে ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।